THE RAMAYUNU,

A POEM:

IN FIVE VOLUMES,

Translated from the original Sangskrit,

BY KIRTEE BASS.

VOL. II.

SERAMPORE,

PRINTED AT THE MISSION PRESS

1802.

বাল্মীকিকৃত

রামায়ন

মহাকাব্য।

কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালি ভাষায় রচিল।—

দ্বিতীয় কাণ্ড।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—
১৮০৩।—



রামায়ন ।—

শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ ।—

অথাযোধ্যা কাণ্ড মভিলিখ্যতে ।—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং । রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধিং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং ।—

গন্ধ পুষ্পে ভূষিত রাজা সুগন্ধি কস্তূরী
ত্রিভুবন জিনিয়া তার রূপের মাধুরি ।

বৃদ্ধ রাজা দশরথ শুভ্র মাতার কেশ
শুভ্র আসন শুভ্র বসন রাজার শুভ্র বেশ।
রাজকার্য্য করেন রাজা বসিয়া সিংহাসনে
সর্ব্ব দেশের রাজা আইল রাজসম্ভাষণে।
হস্তী ঘোড়া সৈন্য সামন্ত নানা রত্ন ধন
ধীরভাগ আইল যত যত রাজাগন।
দশরথের তরে বলে যত নরপতি
সূর্য্যবংশে রাজা তুমি হইয়াছ মহামতি।
এক নিবেদন করি শুন নৃপবর
রা[illegible] রাজা কর তুমি অযোধ্যা নগর।
শিশুকালে রাম যখন দশ.যে বৎসরে
মারীচ হেন রাক্ষস পলাইল যার ডরে।
রামের তুল্য বীর আর নাহি ত্রিভুবনে
রাম রাজা হইলে সুখী হইব সর্ব্ব জনে।
অন্তরে হরিষ রাজা শুনিয়া বচন
কথার ছলে বুঝে রাজা সভাকার মন।
রাম রাজা করিলে হয় সভার সন্তোষ
আমি রাজা হইয়া করিনু কোন দোষ।

পুত্রহেন পালিলাম না করিনু দণ্ড
কোন দোষে মন্দ বল আমারে সভামণ্ড।
অন্তরে হরিষ রাজা বলিতে ওষ্ঠ চাপে
দশরথের কোপ দেখি সর্ব্ব রাজা কাঁপে।
রাজাদের ত্রাস দেখি দশরথের হাস
পরিহাস্য করিলাম না করিহ ত্রাস।
বশিষ্ঠ নারদ আন কুলপুরোহিত
রামে রাজা কর সভে হইয়া হরষিত।
দশরথের আজ্ঞা যদি পাইল সর্ব্ব জন
রাজার তরে আসিয়া করে চরন বন্দন।
রাজা বলে তোমরা শুনহ সর্ব্ব জন
রামে রাজা করিব সভে কর আয়োজন।
রামে রাজা করিব আমি এই চৈত্র মাসে
শাস্ত্রবিহিত দ্রব্য আন যেবা অধিবাসে।
রাজ অধিবাসে যতেক দ্রব্য লাগে
সে সকল দ্রব্য আন আমা সভার আগে।
শ্রীরামের অধিবাসে যতেক দ্রব্য চাই
তাহা সব আনিয়া দেহ বশিষ্ঠের ঠাঁই।

সুমন্ত্র সারথি তুমি চলহ সত্বর
রথে করি রাম আন আমার গোচর।
আজ্ঞা পাইয়া সুমন্ত্র চলিল ত্বরিতে
রথে করি রাম আনে রাজার সাক্ষাতে।
কত দূরে রথে হইতে উলিলেন রাম
বাপের চরণে রাম করিল প্রণাম।
আশিব্বাদ করিল রাজা শ্রীরামের তরে
সিংহাসনে বসাইল হরিষ অন্তরে।
পিতা পুত্রে বসিল সিংহাসনের উপর
পাত্র মিত্রে বেষ্টিত যে সুবেশ নৃপবর।
নক্ষত্রে বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর
তেন মত বাঁর তথা দিল রঘুবর।
পিতা পুত্রে দোঁহে রাজা বসিল সভায়
রাজনীত কর্ম্ম রাজা রামেরে বুঝায়
জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি আমার প্রধান ভাজন
পুত্রপালনে পালিহ সর্ব্ব লোক জন।
লোকের আশ্বাস লইয়া করিহ পালনে
তোমার মহিমা যেন সর্ব্বত্র বাখানে।

রাজনীত কর্ম্ম তুমি শিখহ সাবধানে
যাহাতে মহিমা তোমার বাড়ে দিনেং।
পুত্তার ঘরে দেখ যত পরম সুন্দরী
রাজা হইয়া তারে কভু লোভ নাহি করি।
রাজা হৈয়া পীড়া করিলে হয় মহাপাপ
পরলোকে নরকেতে পায় মহাতাপ।
পরহিংসা পরপীড়া না করিহ মনে
রাজা হৈয়া লোভ কভু না করে পরধনে।
অরি হৈয়া সে জন যদি লয়েত শরণ
তবেত পালিহ তারে করিয়ে যতন।
তপ জপ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিহ রাজনীত
সর্ব্ব দেব পুজিহ তুমি শাস্ত্রের বিহিত।
যজ্ঞাদি নানা দান করিহ সাবধানে
সর্ব্ব লোক পালিহ যেন সর্ব্বত্র বাখানে।
পরদার পরপীড়া করে যেই জন.
বুঝিয়া চলিহ সব পালিহ বচন।
রাজলক্ষনেতে এই বধিহ দুই জন
ইহায় দোষ নাহি রাজার শাস্ত্রের বিধান।

দুঃখিত অনাথ যদি পথিক কেহ হয়
তাহারে পালিলে পুন্য সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
দেব গুরু বিপ্র তুষিহ ভক্তি দানে
সর্ব্ব লোক পালিহ যেন দুঃখ নাহি জানে।
রাজনীত কর্ম্ম রাজা শিখান রামেরে
শুনিয়া কৌশল্যা রানী হরিষ অন্তরে।
রামের কল্যানে রানী করে নানা দান
নানা রত্ন দান করে শাস্ত্রের বিধান।
মুনি ব্রহ্মচারী জাতি ভষ্ট যে ব্রাহ্মন
ইহা সভার তরে রানী দেন নানা ধন।
যত২ লোক আছে যত২ স্থানে
সভারে আনিয়া রানী তোষে নানা ধনে।
যত২ লোক আইল রাজার যে স্থানে
রামচন্দ্র রাজা হবে শুনি ভাগ্য মানে।
কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দ বিশেষ
রাম রাজা হবেন কেহ নাহি পাবে ক্লেশ।
যত যত লোক আছে অযোধ্যা নগরে
রামের পাশ চলিল সবে হরিষ অন্তরে।

সভায় মেলানি দিল রাম হরিষ বদনে
হরিষে চলিল রাম মাতৃদরশনে।
মায়ের ঠাঁই গেল রাম মনে কুতুহলি
অযোধ্যা কাণ্ডেতে গাইল প্রথম সিকলি।

সুখে রাত্রি বঞ্চিল রাম প্রত্যুষ বেহান
বাপ সম্ভাষিতে রাম আইল দেয়ান।
প্রণাম করিল রাম বাপের চরণে
কল্যাণ করিল রাজা বিষ্ণুর বরনে।
সিংহাসনে বসাইল শ্রীরামের তরে
পিতা পুত্রে বসিল রাম হরিষ অন্তরে।
রাজা বলেন বাপু রাম কর অবধান
যত কর্ম্ম করিব আমি তোমার বিদ্যমান।
যজ্ঞ দানে তুষিলাম যত দেবগন.
শ্রাদ্ধে তর্পনে তুষিলাম পিতা ইক্ষ জন।
রাজা হৈয়া করিলাম লোকের পালন
তোমা হেন পুত্র পাই যজ্ঞের কারন।

সর্ব্ব লোক পালিলাম না করিলাম দণ্ড
তুমি রাজা হও এক্ষন পাল রাজ্যখণ্ড।
বৃদ্ধ হইলাম আমি মরিব কখন
তোমারে রাজা করি আমি পাল সর্ব্বজন।
আজি হইতে তোমার সংসারের ভার
সর্ব্ব লোক পালিহ তুমি বৈরির সংহার।
আজি বড় স্বপ্ন দেখিলাম যে উৎপাত
আচম্বিতে পুরীমধ্যে পড়িল বজ্রাঘাত।
পুর্নিমার চন্দ্রগ্রহন শাস্ত্রের বিহিত
আমাবস্যায় চন্দ্র অতি হৈল বিপরিত।
নানা অক্তান আমি দেখিলাম স্বপনে
গন্ধর্ব্বের পৃষ্ঠে চড়ি গেলাম দক্ষিনে।
কুস্বপ্ন দেখিলাম আমি নিকট মরন
তুমি রাজা হও আমার না দেখি জীবন।
তোমার কনিষ্ঠ ভরত আমার তনয়
তারে রাজ্য দিতে মোর মনে নাহি লয়।
জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার
তুমি রাজা হও রাম মোর অঙ্গীকার।

কত কত শত্রু তোমার আছে কত স্থানে
কেবা শত্রু কেবা মিত্র কেবা তাহা জানে।
আমাবিদ্যমানে ধর ছত্র নব দণ্ড
কি জানি আসিয়া পাছে হয়েত পাষণ্ড।
কালি অধিবাস কর লৈয়া রাজ্যখণ্ড
পরশ্ব রাজা হও ধর ছত্র নব দণ্ড।
এতেক বলিয়া রাযে দিলেন মেলানি
মায়ের ঠাঁই গেল রাম কহিতে কাহিনী।
কৌশল্যা যে বসিয়াছেন শতেক বিহঙ্গে
সাত শত রাণী তথা আছেন আনন্দে।
দেব পূজা করে রাণী নানা উপহারে
হেন কালে রামচন্দ্র গেল তথাকারে।
রামেরে দেখিয়া রাণী হাস্য বদন
মায়ের করিল রাম চরন বন্দন।
মায়ের সমুখে দাঁড়াইল রঘুনাথ
সকল বিবরন কহেন করি যোড় হাত।
আমারে দিলেন বাপ সকল রাজ্যখণ্ড
আজি অধিবাস কালি ধরিব ছত্র দণ্ড।

আমা রাজা করিতে সভার অভিলাষ
শুভ বার্ত্তা কহিতে আইনু তোমার পাশ।
নানা উপহারে মাতা কর ইষ্ট পূজা
আমার তরে তুষ্ট যেন হন দশভুজা।
এতেক শুনিয়া রাণী হরষিত মনে
রামের তরে কল্যাণ করিল রানীগণে।
কৌশল্যা বলেন রাম হও চিরঞ্জীব
তোমার সহায় হওক পার্ব্বতী ও শিব।
অনেক কষ্টেরে মুই পূজিলাম শঙ্করে
শিবের বরে তোমা পুত্র ধরিলাম উদরে।
শুভ ক্ষণে জন্মিলে তুমি আমার ভুবনে
সভার প্রধান আমি তোমার কারণে।
সুমিত্রা সতিনী বড় আমারে অনুরক্ত
তার পুত্র লক্ষ্মন তোমার বড় ভক্ত।
তোমার কুশল যেবা চাহে অনুক্ষন
আমার তুল্য হিত তোমার সুমিত্রা লক্ষ্মন।
এতেক কৌশল্যা দেবী কহিলেন কথা
হেন কালে লক্ষ্মন ঠাকুর আইলেন তথা।

লক্ষ্মন দেখিয়া তখন হাসেন রঘুনাথ
কৌশল্যা বন্দিয়া লক্ষ্মন রহে যোড়হাত।
লক্ষ্মনের তরে রাম চাহে দিল কোল
আলিঙ্গন দিয়া রাম বলেন মধুর বোল
মোর ভক্ত ভাই তুমি পরম সুস্থির
তুমি আমি ভিন্ন নহি একই শরীর।
আমার হিতাসি তুমি যদি হয় রাজ্য
তোমা আমায় দোঁহে করিব রাজ্যকার্য্য।
এতেক বলিয়া রাম মাগিল মেলানি
রামের তরে কল্যান করেন সব রানী।
আওয়াসের বাহির হৈল শ্রীরাম লক্ষ্মন
রাজা বলে রাম আইল হৈল শুভ ক্ষন।
বশিষ্ঠ নারদ আইল দশরথের স্থানে
আজ্ঞা পাইয়া তবে চলে সর্ব্ব জনে।
নিমন্ত্রন দিয়া আনিল যত রাজাগন
রাম রাজা হবেন সবে হরষিতমন।

বিদ্যাধরী নাচে গন্ধর্ব্বে গায় গীত
চতুর্ভিতে জয়ধ্বনি শুনি সুলোলিত।
লক্ষ২ পতাকা যে ওড়ে নানা রঙ্গে
নানা দেশের রাজা আইল কটক সব সঙ্গে।
নানা রঙ্গে রথ রথী হস্তী ঘোড়া সাজে
নানা জাতি বাদ্য শুনি নানা দিগে বাজে।
অধিবাস করিতে আইল যত ঋষি মুনি
রাযজয় করিয়া সব করে বেদধ্বনি।
গুবাক নারিকেল কলা কপিল সারি২
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালে পুজার কুমারী।
নানা রত্নে নির্ম্মাইল লক্ষ২ দ্বার
নানা বর্ণে পতাকা ওড়ে চালের ওপর।
সংসারেতে যত আছে নানা ওপহার
তাহা আনি ভরিলেক লক্ষ২ ভাণ্ডার।
নানা রত্নে শোভিত লোক সভে গায় গীত
অযোধ্যার যত লোক সভে আনন্দিত।
নানা দেশের লোক যত অযোধ্যা নগরে
কেহ নাচে কেহ গায় হরিষ অন্তরে।

অধিবাস দেখিতে আইল সকল দেবগনে
অন্তরীক্ষে রহিল সভে আপনবাহনে।
ব্রহ্মা শিব আদি করি যত দেবগন
ভগবতী আদি করি আইল সর্ব্ব জন।
কৌতুকেতে পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগন
অধিবাস দেখিতে আইল সর্ব্ব জন।
মুনি ঋষিগন আইল অতি অনুপম
মুনি সভার তরে রাম করিল প্রনাম।
কল্যান বলিয়া তবে বলে মুনিগনে
তোমার অধিবাস আজি করিব শুভ ক্ষনে।
বাপবিদ্যমানে বীর তুমি ছত্র নব দণ্ড
কোষ রাজা যেন পুত্রে দিল রাজ্যখণ্ড।
বশিষ্ঠ আদি মুনি সব করেন বেদধ্বনি
অখিল ভুবন মেলি রামের গুন শুনি।
রামের অধিবাস যে করিল সর্ব্ব জন
অধিবাস দেখি ঘরে গেল দেবগন।
জয়২ হুলাহুলি করে রামাগন
নৃত্য গীতে আনন্দিত অযোধ্যা ভুবন।

রাম সীতা উপবাসে রহিল দুই জন
গন্ধ চন্দন পরি সভে সকৌতুক মন।
নানা রত্ন দান সভে দিলেন যৌতুক
নিজালয় গেল সব দেখিয়া কৌতুক।
বশিষ্ঠ মুনি বলেন তখন রাজার সদনে
শ্রীরামের অধিবাস করিল শুভ ক্ষণে।
শুনিয়া হাসেন রাজা আনন্দিত মনে
নানা রত্ন দানে রাজা তুষিল ব্রাহ্মণে।
বেলা অবশান হইল নক্ষত্র গগনে
অধিবাস দেখি ঘরে গেল সর্ব্ব জনে।
গন্ধ পুষ্পের সৌরভ চৌদিগে বহে বাত
দেবতুল্য বেশ সভে শুইয়া নিদ্রিত।
রাত্রি অবসান যখন সূর্য্যের উদয়
গাতোলেন লোক সভে আনন্দ হৃদয়।
রথ রথী দে ঞা সাজে নানা জাতি বাদ্য বাজে
মুনি সব করে জয় ধ্বনি
জয়২ হুলাহুলি করে সভে কোলাকুলি
সর্ব্ব লোক আদি ঋষি মুনি।

সর্ব্ব লোক আনন্দিত   গন্ধ পুষ্পে সুশোভিত
নানা বেশ দেব অবতারে
দেবতার তুল্য বেশ   অযোধ্যার সর্ব্ব দেশ
নাচে গায় হরিষ অন্তরে ।
রাজা হবেন রঘুপতি   সভে পাইব অব্যাহতি
আজি যে ঘুচিল সভার ক্লেশ
না হইবে ভোক শোক   আনন্দিত সবব লোক
নিস্তার পাইবে সর্ব্ব দেশ ।
ঘুচিল সভার ভয়   সভাই আনন্দময়
রামনামে পাইব মুকতি
রাম বিষ্ণু অবতার   সর্ব্ব জীবের নিস্তার
বৈকুণ্ঠেতে করিব বসতি।
এতেক ভাবিয়া মনে   নাচে গায় সর্ব্ব জনে
আনন্দেতে পাশরে আপনা
অযোধ্যার যত লোক   নাহি হবে ভোক শোক
আনন্দে ভূষিত সর্ব্ব জনা ।

নানা বস্ত্র অলঙ্কারে   ভূষিত সব সংসারে
  রূপে বেশে দেব অবতার
চৌদিগে আনন্দময়   রামগুন সভে গায়
  জয়২ করে বারেবার।
অযোধ্যার পুরবাসী   বলে হব দাস দাসী
  মনে সভে হৈল হরষিত
ঘুচিল সভার দুঃখ   ভুঞ্জিবে যে নানা সুখ
  এত বলি সভে আনন্দিত।
মধুর অযোধ্যা কাণ্ড   শুনিতে অমৃতভাণ্ড
  মুক্ত হয় পাপের বিনাশ
মাহাপুরান শ্রবনে   এই কীর্ত্তিবাস ভনে
  শুনি অন্তকালে স্বর্গে বাস।

ঘটেতে পূর্ন্নিত জল ওপরে আম্রডাল
শাস্ত্রের বিহিত সব মঙ্গল আচার।
নানা রত্নে নির্ম্মিত টঙ্গি শতে২
নানা রত্নে পতাকা ওড়ে পুরি রথে পথে।

প্রতি দ্বারে শোভা করে সুবর্ণের ঝারা
নানা রত্নে নির্ম্মিত লক্ষ২ চৌতারা।
নানা রত্নে নির্ম্মিত ঘর শোভে সারি২
অমরাবতী জিনিয়া অধিক বেশ ধরি।
ইন্দ্রপুরে দেব যেন করে নানা বেশ
তেনমত মঙ্গল গীত অযোধ্যার দেশ।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন
যত প্রমাদ পড়ে সব দৈবের ঘটন।
পূর্ব্বে ছিল দুর্ল্লভা নামে এক অপ্সরা
সংসারে জন্মিল সে নামেতে দুর্ল্লভা।
পৃষ্ঠে কুজ তাহার খর্ব্বে রত্নের কড়ি
বুদ্ধিতে আগুলি সেই কৈকেয়ী রানীর চেড়ি।
প্রধান চেড়ি সেই ভরতের ধাত্রী মাতা
শ্রীরামেরে দুঃখ দিতে সৃজিল বিধাতা।
বিবাহের যৌতুক রাজা পাইল সেই চেড়ি
রাম রাজা হবে দেখি করে ধড়ফড়ি।
আকৃতি প্রকৃতি চেড়ি কুৎসিত দেখি তারে
সর্ব্ব কর্ম্ম নষ্ট করে থাকে যার ঘরে।

রাম সীতার দুঃখের কারন তার ওপাদান
দশরথের মরন আর কৈকেয়ীর অপমান।
যেমতে মরিবে রাবন বিধাতা সব জানে
বিধাতা সৃজিল তারে এইসে কারনে।
আচম্বিতে কুজি চেড়ি আইল বাহিরে
নানা আনন্দিত সব দেখিল নগরে।
টঙ্গির ওপর হইতে কুজি তাহা দেখে
রাম রাজা হবে মহাহরষিত লোকে।
চেড়িং এক ঠাঁই টঙ্গির ওপরে
কুজি চেড়ি জিজ্ঞাসা করে আর চেড়িরে।
কিসের হরষিত লোক অযোধ্যা নগরে
কিসের তরে কৌশল্যা রানী হরিষ অন্তরে।
কিসের তরে কৌশল্যা রানী করে দান
সভে মেলি তোমরা কি কর অনুমান।
আর চেড়ি বলে, তুমি না জান মন্থরা
শ্রীরামেরে রাজা করিবে বুড়া রাজার ত্বরা।
বুড়া রাজার নিকট মরন শুনিলেক সার
শ্রীরামের তরে রাজা দেন রাজ্যভার।

এত শুনিল কুজি আর চেড়ির মুখে
বজ্রাঘাত পড়ে যেন কুজি চেড়ির বুকে।
বিধাতার বাজি কেবা করয়ে খণ্ডন
কৈকেয়ীরে গালি দিতে করিল গমন।
আপনার ঘরে কৈকেয়ী আছয়ে শয়নে
অস্তেব্যস্তে কুজি চেড়ি গেল সেই খানে।
অবোধিনী কৈকেয়ী শুইয়াছ কোন লাজে
তোমার পুত্র এ শোকসাগরে এই মজে।
অপমানে মরিবি তুই শোকসাগরে
এইসে কারনে আমি বলি যে তোমারে।
ভরতে এড়িয়া রাজা রাম রাজা করে
শুনিয়া আইলাম আমি তোমার গোচরে।
ভরত রাখ আপনা রাখ আপনার গুনে
ভরত রাজা কর ঝাট রাম পাঠাও বনে।
রাম রাজা হইলে তোর কিসের ঠাকুরাল
ভরত রাজা হইলে তবে সকলি তোমার।
বুড়া রাজার ঠাঁই প্রধান তুই রাণী
ভরত রাজা হইলে তুই হইবি ঠাকুরানী।

কৈকেয়ী বলে শ্রীরাম অধিক তনয়
কোন দোষে রামের আমি করিব অপচয়।
মা হৈতে রাম আমার অধিক গৌরব রাখে
শ্রীরামের মন্দ আমার চিত্তে নাই দেখে।
গুনের সাগর রাম বিচারে পণ্ডিত
বাপের রাজ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র পাইতে উচিত।
ভাই২ বাড়িবেক রাম সম্ভাষনে
মা সপ্ত মাতা রাম তুষিবেন বহু ধনে।
ভরতেরে রাজ্য রাম দিবেন আপনি
আমার গৌরব রাখিবে কৌশল্যা সতিনী।
রাম রাজা হইলে মোর অধিক সম্মান
শুভ সম্বাদ দিলি কুজি কি দিব তোরে দান।
রাম রাজা হইবেক হরিষ সর্ব্ব জন
হেন হরিষে বিশাদ কুজি কহ কিকারন।
রঘুনাথের গুন কৈকেয়ী তাহা জানে
কুজির তরে দান দিতে চিন্তে মনে২।
অঙ্গে হৈতে অলঙ্কার কাড়ে অস্তেব্যস্তে
অলঙ্কার কাড়িয়া দিল কুজি চেড়ির হস্তে।

আর কিছু আমারে কুজি না করিস উত্তর
রাম রাজা হৈলে দীন দিবত বিস্তর।
কুপিলত কুজি চেড়ি দুই ওষ্ঠ কাঁপে
কৈকেয়ীরে গালি পাড়ে অতুল প্রতাপে।
হাতে হৈতে অলঙ্কার চড়াইয়ে ফেলে
দুই চক্ষু রাঙ্গা করি কৈকেয়ীরে বলে।
তোর দুঃখে কৈকেয়ী আমি পুড়িয়াছি অন্তরে
হিতের তরে বলিলাম কি বুঝাসি মোরে।
সতিনীপুত্র রাজা হবে তুমি হরষিত
তোমা হৈতে কৌশল্যা দেবী বুদ্ধিতে পণ্ডিত।
আপনপুত্রে রাজ্য করে আপন সোহাগে
দাসী হৈয়া থাকিবে তুমি কৌশল্যার আগে।
আজুক কৌশল্যার কায সীতার সম্পদে
দাঁড়াইতে নারিবি তুই সীতার পরিবাদে।
কৌশল্যা হইতে তুমি রাজার সোহাগ দরপে
আপনপুত্র রাজ্য করে সেই মনস্তাপে।
পরবাসে আছে ভরত মাতামহের ঘরে
রাজার কিছু দোষ নাই দেখিতে না পায় তারে।

সতিনের আনন্দে আনন্দ কেমন সতিনী
সতিনের আনন্দে হরিষ কোথাও না শুনি।
ল'নিয়া পালিয়া মানুষ কৈলায় ভরতেরে
মায়ে পো'য়ে মরিবি কোশল্যার অধিকারে।
রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই একই শরীর
দুই ভাই করিবে রাজ্য ভরত বাহির।
তবেত ভরত তোমার হইল বঞ্চিত
হিতের তরে বলিলাম বুঝিস বিপরিত।
রাজ্য নাই দিবে রাম ভরত আইলে দেশে
তোমার দেখা না পাইল থাকিল পরবাসে।
মন্ত্রণা করিয়া রামে পাঠাইয়া দেহ বন
ভরত রাজা করিব আমি দেখিও তখন।
কুজির কথা শুনিয়া কৈকেয়ী পাইল আস
কুজির কথা[illegible]র বুদ্ধি হইল নাশ।
দেব দানব ত্রিভুবন রাম রাজায় সুখী
চেড়ি হইয়া প্রমাদ পাড়ে কোথাও না দেখি।
কৈকেয়ী বলে কুজি তুমি আমার হিতাসিনী
রাম আমার মন্দকারী ইহাত না জানি।

ভরত পরবাসে রাম রাজা হইবে আজি
কেমনে পাযণ্ডি হইব যুক্তি বল কুজী।
মা বাপের প্রান রাম গুনের সাগর
কেমনে পাঠাবে রাজা বনের ভিতর।
বনে কেন পাঠাইবে বরং রাজ্য নাই দিবে
কোন দোষে শ্রীরামেরে বনে পাঠাইবে।
চারি পুত্র রাজার আছে ভরত নাই দেশে
অংশ যাথিক ভাগ হইবেক শেষে।
আচ্ছ ভাগ আছে তার কর বিবেচনা
কহ দেখি কুজী ইহার কেমন মন্ত্রনা।
সংসার তুষ্ট রামের মধুর বচনে
হেন রামে কেমনে পাঠাবে রাজা বনে।
ভরত রাজ্য পায় হেন না দেখি উপায়
যুক্তি বল ভরত রাজ্য কোন বুদ্ধে পায়।
কোন বুদ্ধে শ্রীরাম পাঠাইয়া দিবে বন
ভরত রাজ্য পাবে কুজী না দেখি এমন।

কুন্তী বলে যুক্তি চাহ যুক্তি দিতে পারি
এমন যুক্তি দিব যেন ভরতে রাজা করি।
পূর্ব্বকথা আমার সকল আছে মনে
সে সকল কথা কহি শুন সাবধানে।
অনেক যুদ্ধ কৈল রাজা দৈত্য সম্বরে
দৈত্য জিনি আইল রাজা ঘায়েতে জর্জ্জরে।
তাহাতে বিস্তর তুমি করিলে সেবা পূজা
সুস্থ হৈয়া বর তোমায় দিতে চাইল রাজা।
পুনঃ বিস্ফোট হইল তাহে কৈলে পূজা
তাহে তুষ্ট হৈয়া বর দিতে চাইলেন রাজা।
রক্ত পূয যতেক লাগিল তোমার মুখে
তোমার যতেক দুঃখ রাজা সব দেখে।
তোমার সেবায় রাজা পাইল প্রতিকার
তবে তোমায় বর দিতে চাহে পুনর্ব্বার।
তখন বলিলে তুমি রাজার গোচর
কুন্তী যখন বর চাহে তখন দেহ বর।
দুই বারের দুই বর থাকুক তোমার ঠাঁই
কুন্তী যখন বর চাহে তখন যেন পাই।

এই কথা কহিলে তুমি আসিয়া মোর স্থানে
তুমি পাসুরিলে মোর সব আছে মনে।
রঘুনাথ রাজা হৈবে বেলা অবশেষে
আগে আসিবেন রাজা তোমার সম্ভাষে।
পট্টবস্ত্র এড়ি পর মলীন বসন
গায়ের খসাইয়া ফেল যত অভরণ।
ভূমিতে পড়িয়া থাক তাজি আহার পানি
তোমার দুঃখ দেখিয়া রাজা কহিবে আপনি
গায়ের ধুলা ঝাড়ি রাজা কহিবেন বিস্তর
ক্রন্দন করিহ তুমি না দিহ ওত্তর।
ওত্তর না পাইয়া রাজা হইবে বিকল
অনেক ধীন রাজা তোমায় দিবেন সকল।
তবে পূর্ব্বকথা তুমি কহিবে রাজার স্থান
আগে সত্য করাইয়া পিছে মাগ দান।
পূর্ব্বকথা রাজার যদি না হয় স্মরণে
সত্য করাইয়া তবে স্মরিয়া দিহ মনে।
এক বরে ভরতেরে দিবে রাজ্য ধীন
আর বরে চৌদ্দ বৎসর রাম পাঠাও বনে।

চৌদ্দ বৎসর শ্রীরাম থাকুক গিয়া বনে
পৃথিবী পুরাবে তুমি ভরতের ধনে।
তুমি যদি প্রাণ চাহ প্রাণ দিবেক দান
তুমি রাজার প্রিয় নারী লইতেপার প্রাণ।
তোমার বোলে ওঠে বৈসে তোমার কুকুর
সত্যে বন্দি হৈলে তোরে দিবে দুই বর।
আপদ পাড়িল কৈকেয়ী কুজির কথা শুনে
অধর্ম্ম অপযশ হৈবে কিছু নাই মানে।
দারুণ ব্রহ্মশাপ আছে কৈকেয়ীর তরে
ব্রহ্মশাপের ফলে কৈকেয়ী এত প্রমাদ করে।
বাপের বাড়ি কৈকেয়ী যখন ছিল শিশুকালে
ব্রাহ্মণেরে নিন্দা করেছিল সেই কালে।
ব্রাহ্মণেরে নিন্দা করে বড় দিল তাপ
শুনিয়া ব্রাহ্মণ তারে দিল ব্রহ্মশাপ।
মোরে দেখি নিন্দা করিস বলিস কর্কশ
সর্ব্ব লোকে বলে যেন তোর অপযশ।
ব্রহ্মশাপ কৈকেয়ীর না হয় খণ্ডন
কুজীর তরে ওঠি কৈকেয়ী দিল আলিঙ্গন।

কুজির যত রূপ গুন কৈকেয়ী বাখানে
তোমার বুদ্ধে স্ত্রী নাই এ তিন ভুবনে।
নীল বসন পর তুমি ওজ্জ্বল আঁখির তারা
বিচক্ষন সার্থক তোর নাম মন্থরা।
গৌর বর্ণ ধির তুমি যেন চন্দ্রকলা
গলায় তুলিয়া দেহ সুগন্ধি পুষ্পমালা।
রত্ন অভরণ দিল কুজির ওপর
ভরত আইলে ধন দিবত বিস্তর।
কুজির কুজ দেখিয়া কৈকেয়ী বাখানে
বিধাতা নির্ম্মাইল কুজ বড় শুভ ক্ষনে।
তুমি যেমন মোর সেবা করিলে বিস্তর
তোমার সেবা করিলে সে দিবত বিস্তর।
যদি রামে রাজা পাঠাইয়া দেন বন
তবে সে করিব আমি স্নান ভোজন।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তোমা বিদ্যমানে
বনবাসে পাঠাইব রাম দেখহ এক্ষনে।

কৈকেয়ীর কথা শুনি কুজির হৈল হাস
অযোধ্যা কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

কৈকেয়ী বলে কুজী তোর বিলম্ব নাই সাজে
রাম রাজা হইলে না পারে কোন কাযে।
যাবৎ না রঘুনাথ ধরেন ছত্রদণ্ড
এই বেলা গিয়া তুমি পাড়হ পাষণ্ড।
এক্ষনে আসিবেন রাজা তোমা সম্ভাষনে
পুত্রে রাজা করিবে তুমি করিয়াছ মনে।
এতেক শুনি কৈকেয়ী হৈল পাগলে
অভরন ফেলাইয়া লোটায় ভূমিতলে।
এথা দশরথ রাজা হরষিত মনে
কৌতুকে চলিল রাজা কৈকেয়ী সম্ভাষনে।
কৈকেয়ী সম্ভাষি আমি আসিব সত্বরে
তবে আমি শ্রীরামে করিব দণ্ড ধরে।
নাই গেলে কৈকেয়ী মোরে দিবে অনুযোগ
ধন জন বিফল মোর সব রাজভোগ।

যেন মতে দশরথের হইল মরণ
ঘরেং কৈকেয়ীর করে অন্যাসন।
যে ঘরে কৈকেয়ী দেবী লোটায় ভুমিতলে
বিধাতার নির্ব্বন্ধ রাজা গেল সেই ঘরে।
পূর্ব্বজ্ঞানে গেল রাজা না জানে প্রমাদ
ভুমে গড়াগড়ি কৈকেয়ী করিছে বিসাদ।
সরল হৃদয় রাজার এত নাই বুঝে
আজাগির সর্প যেন কৈকেয়ী গর্জ্জে।
দশরথ অতি বুড়া কৈকেয়ী যুবতী
কৈকেয়ী বিনা দশরথের আর নাই গতি।
কৈকেয়ী যুবতী নারী দশরথ বুড়া
বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রী প্রাণ হইতে বাড়া।
প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীরে দেখে
প্রাণ ওড়ে রাজার কৈকেয়ী কান্দে দুঃখে
ধিরেং জিজ্ঞাসে রাজা কাঁপিছে অন্তরে
বনের মৃগ কাঁপে যেন বাঘিনীর ডরে।
আমি থাকিতে কোন জন আসিবে অন্তঃপুরে
কোন ব্যাধি শরীরে লোটাও ভুমিতলে।

ব্যাধিপীড়া হয় যদি তোমার শরীরে
বৈদ্য আনি দড় করি বলহ আমারে।
পৃথিবী মণ্ডলে আমি রাজচক্রবর্ত্তী
আমার সমান রাজা নাই বসুমতী।
আমার নাম শুনিয়া দেবতা ডরে কাঁপে
ত্রিভুবন দ্বারে খাটে আমার প্রতাপে।
সকল পৃথিবীর মধ্যে মোর অধিকার
দীন জন যত আছে সকলি তোমার।
কোন কার্য্যে কৈকেয়ী করহ অভিমান
আজ্ঞা কর তাহাই তোমারে করি দান।
এত যদি কৈকেয়ী রাজার পায় আস
পূর্ব্বকথা রাজার আগে করিল প্রকাশ।
রোগপীড়া নহে মোর পাইয়াছি অপমান
আগে সত্য কর তবে পিছে মাগি দান।
কৈকেয়ী প্রমাদ পাড়িবে রাজা নাহি জানে
সত্য করে দশরথ স্ত্রীর বচনে।
মহাপাশ লাগি যেন বনের মৃগ ঠেকে
প্রমাদ পড়িবে রাজা পাছু নাহি দেখে।

রাজা বলে কৈকেয়ী তুমি কহ আপনবোল
এই সত্য করি যদি তোমারে করি ছল।
যেই দ্রব্য চাহ তুমি তাহা দিব দান
আছুক অন্যের কায দিতে পারি প্রাণ।
কৈকেয়ী বলে সত্য রাজা করিলে আপনি
অষ্ট লোকপাল স্বাক্ষী শুন সত্যবানী।
চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র যুগ তিথি বার
রাত্রি দিবা স্বাক্ষী হইও সকল সং-সার।
একাদশ রুদ্র স্বাক্ষী দ্বাদশ রবি
সাগর তরীয স্বাক্ষী হইও পৃথিবী।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আর শুন বাপ ভাই
সবে স্বাক্ষী হইও বর মাগি রাজার ঠাঁই।
অবধান কর রাজা বার আমার বার
মোর বার শুধিয়া তুমি সত্যে হও পার।
দৈত্য মারি আইলে তুমি ঘায়েতে জর্জ্জর
তাহে সেবা করিলাম দিতে চাইলে বর।
আরবার বিস্ফোট হৈল কৈনু সেবা পূজা
তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে তুমি রাজা।

তবে আমি বলিলাম তোমার গোচর।
কুন্তী যখন বর চাহে তখন দিহ বর।
দুই বারের দুই বর আছে তোমার ঠাঁই
সেই দুই বর রাজা এখন আমি চাই।
এক বরে ভরতেরে দেহ রাজ্য বিন
আর বরে চৌদ্দবৎসর রাম পাঠাও বন।
চৌদ্দবৎসর শ্রীরাম থাকুক বনে
চৌদ্দ বৎসর ভরত রাজ্য করুক আপন মনে।
চৌদ্দ বৎসর পাল তুমি সত্য বচন
চৌদ্দ বৎসর গেলে তোমার সত্য পালন।
আছাড় খাইয়া পড়ে রাজা হইয়া মূর্চ্ছিত
অচেতন হৈল রাজা নাহিক সম্বিত।
কৈকেয়ীবচন দশরথে শেল ফোটে
চেতন পাইয়া রাজা ফিরে২ ওঠে।
আমায় বধিতে কৈকেয়ী তোর হৈল চেষ্টা
স্ত্রী পুরুষ যত লোক তোরে দিবে খোঁটা।
শ্রীরাম বিহনে মোর আর নাই গতি
আমারে বধিতে তোরে কে দিল যুকতি।

রাজ্য ছাড়ি শ্রীরাম যখন যাবে বন
সেই দিনে সেই ক্ষণে আমার মরণ।
স্বামী যদি থাকে তবে নারীর সম্পদ
তিন কুল মজাইলি স্বামী করি বধ।
স্বামী বধ করিয়া পুত্রেরে দিবে রাজ্য
চণ্ডাল হৃদয় তোর করিলি কোন কার্য্য।
এই সকল কথা তোর ভরত যদি শুনে
কোপেতে ভরত তোরে কাটিবে সেই ক্ষণে।
মাতৃবধের পাপে যদি না লয় পরাণ
দূর করি দিবে তোরে করিয়া অপমান।
বিষ দন্তে দংশে যেন কাল শাপিনী
তোরে বিভা করি আমি মজিনু আপনি।
কোন রাজা দেখিয়াছিস নারীর কুক্কুর
স্ত্রীর কুক্কুর হৈয়া মজিলাম অতঃপর।
দশ হাজার বৎসর লোক জিয়ে ত্রেতাযুগে
নয় হাজার বৎসর রাজ্য করি নানা ভোগে।
আর এক হাজার আছে আমার পরমায়ু
এত পরমায়ু থাকিতে মজিলাম তোর ঠাঁই।

এত পুত্রায়ু থাকিতে মোর বধিলি পরাণ
পায়ে পড়ি কৈকেয়ী মোর প্রাণ দেহ দান।
কৈকেয়ীর পায়ে ধরি রাজা লোটায় ভূমিতলে
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল রাজা দুই চক্ষুর জলে।
কালি প্রভাতে আমি বসিব দেয়ানে
পৃথিবীর যত রাজা আসিবে মোর স্থানে।
রামের অধিবাসে আসিয়াছে সব রাজা
কি বলিয়া ভাণ্ডাইব লোক জন প্রজা।
এত দূর বল কৈকেয়ী প্রাণ কর রক্ষা
আপনসোহাগে যেন বুঝিলে পরিক্ষা।
স্ত্রীর কুক্কুর রাজা নাই মোর বংশে
তোর দোষ নাই আমি মজি আপনদোষে।
স্ত্রীর কুক্কুর হইলে পুরুষ হয় নাশ
অযোধ্যা কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

কৈকেয়ী বলে সত্য রাজা করিলে আপনি
সত্য করিয়া বর দিতে কাতর হৈলা কেনি।

সত্য ধর্ম্ম তপ রাজা করি অনেক শুয়ে
সত্য নষ্ট করিলে রাজা কি করিবে রায়ে।
সত্য লঙ্ঘিলে রাজা পরলোক নাশ
সত্য যে পালন করে স্বর্গে হয় বাস।
যতং রাজা হইল চন্দ্র সুর্য্যবংশে
তাসভার যশ শুন লোক এখন ঘোষে।
যজাতি নামেতে রাজা পালিল পৃথিবী
দেবজানী নামে তার প্রধান মহাদেবী।
সম্মিষ্ঠাত পুত্র হইল সভার কনিষ্ঠ
স্ত্রীর বোলে রাজা তারে দিল রাজ্যখণ্ড।
ঋষি নামে রাজা ছিল সকল রাজার কর্ত্তা
অসম সাহস রাজা দানে বড় দাতা।
এক দ্বিজ আইল তার দুই চক্ষু কান
আপন দুই চক্ষু রাজা তারে দিল দান।
আপনি অন্ধ হইল রাজা চক্ষে নাই দেখে
সত্য পালি সেই রাজা গেল স্বর্গ লোকে।

ইক্ষ্বাকু নামেতে রাজা ছিল সূর্য্যবংশে
ইক্ষ্বাকুর বংশাবলি লোক এখন ঘোষে।
বাপের ইক্ষ্বাকু তরে করিল পালন
কনিষ্ঠ ভায়ের তরে দিল রাজ্য বন।
পৃথিবী ডুবাইতে পারে সাগরের জলে
সাগর না ছাড়ে সত্য ঘোষয়ে সংসারে।
সত্য করিয়া মোরে দিলে দুই বর
বর দিয়া এখন কেন হইলে কাতর।
স্ত্রীর মায়াতে পুরুষ নাই পায় সন্ধি
কৈকেয়ী বলে রাজা তুমি সত্যে হৈলে বন্দি।
ভূমে গড়াগড়ি রাজা যায় অভিমানে
এতেক প্রমাদ কথা কেহ নাহি জানে।
শ্রীরামের অধিবাসে আসিয়াছে ত্রিভুবন
সর্ব্ব লোক বলে বশিষ্ঠ হৈল শুভ ক্ষণ।
কালি শ্রীরামের হইয়াছে অধিবাস
রাজার বিলম্ব কেন ভিতর আওয়াস।
বুড়া রাজার প্রতাপে ত্রিভুবন বশ
ভিতরে যাইতে কেহ না করে সাহস।

পাত্র মিত্র বলে শুন সুমন্ত্র সারথি
তোমা বই অন্তঃপুরে কার নাই গতি।
ঝাট যাহ সুমন্ত্র তুমি আওয়াসভিতরে
সকল দেশের রাজা আসিয়াছে দ্বারে।
শ্রীরামের অভিষেকে আইল ত্রিভুবন
এত ক্ষণ বিলম্ব রাজার হৈল কিকারণ।
সুমন্ত্র ভিতরে গেল পাত্রের বোলে
অভিমানে দশরথ লোটায় ভূমিতলে।
সুমন্ত্র বলে রাজা ভূমে লোটাও কিকারণ
শ্রীরামেরে রাজ্য দিবে হৈল শুভ ক্ষণ।
ত্রিভুবনের রাজা আসিয়াছে দ্বারে
বিলম্ব না কর রাজা চলহ সত্বরে।
রাজা বলে সুমন্ত্র কিছু না জান কারণ
আমার বধ করিতে কৈকেয়ীর গেল মন।
বুকে শেল মারিয়াছে বলি নিষ্ঠুর বাণী
স্ত্রীর সত্যে বন্দি আমি হৈয়াছি আপনি
ঝাট রাম আন গিয়া আমার বচনে
তুমি আমি শ্রীরাম যুক্তি করিব তিন জনে।

কৈকেয়ী বলে সুমন্ত্র শুন আমার বচন
ঝাট রামে আন গিয়া বিলম্ব কিকারণ।
এত যদি কৈকেয়ী তারে বলিল নিষ্ঠুর
রথ লৈয়া গেল সুমন্ত্র রামের অন্তঃপুর।
বাহিরে থুইয়া রথ গেলত ভিতরে
যোড়হাতে কহে গিয়া রামের গোচরে।
কৈকেয়ী সঙ্গে বুড়া রাজা যুক্তি করে দরে
আমারে পাঠাইয়া দিলেন তোমা নিবার তরে।
বাপের মুখ্য পাত্র সুমন্ত্র রাম তাহা জানে
গৌরব রাখিয়া রাম বসাইল আসনে।
রাম বলেন বাপের আজ্ঞা আমি শিরে ধরি
বিলম্ব নাহিক আমি বাপ দেখিতে নড়ি।
যাত্রাকালে বলেন রাম শুন দেবী সীতা
আমি পাইব বাপের রাজ্য সভাইর বড় চিন্তা।
কোন যুক্তি সভাই দিলেন বাপের তরে
না জানি সভাই আজি কোন যুক্তি করে।
রাজার সনে সভাই কি করে অনুমান
জানিয়া আসি কিবা করেন সম্বিধান।

সীতার ঠাঁই বিদায় হৈয়া বাপ দেখিতে নড়ে
তিন বিহঙ্গ অনুবর্ত্তি সীতাত বাহুড়ে।
আওয়াসের বাহির হইল রঘুনাথ
চারি ভিতে ধায় লোক করি যোড়হাত।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে চড়েন গিয়া রথে
শ্রীরাম দেখিতে লোক ধায় চারি ভিতে।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া আইসে নারী গর্ব্ববতী
লজ্জা ভয় নাই মানে ধায় কুলের যুবতী।
কি করিবে স্বামী কি করিবে ধীন জনে
সকল পাপ ঘুচিবেক রামদরশনে।
সারি২ লোক সকল দাণ্ডাইয়া চায়
শ্রীরামের যত গুন সর্ব্ব লোকে গায়।
অনেক ভাগ্যে পাইলাম তোমা হেন রাজা
জন্মে২ রাম যেন করি তোমার পূজা।
সর্ব্ব ক্ষন দেখি যেন তোমার বদন
সর্ব্ব লোক মুক্ত হব তোমাদরশন।

রামের রূপ দেখি স্ত্রী লোক মজিলেক চিত্তে
চক্ষের কোনে না চান রাম পরনারীর ভিতে।
রূপ দেখি নারী সব মনে পুড়ে মরে
আপনা নিন্দিয়া সবে গেল ঘরে২।
ঘরে গিয়া স্ত্রী সভার মন নহে স্থির
বাপের আওয়াসে প্রবেশ করে রঘুবীর।
এক বিহদ্দের বাহির রহিলেন লক্ষ্মন
ভিতর আওয়াস রাম করিল গমন।
দশরথ রাজা ভূমে লোটায় অভিমানে
রাজার কাছে কৈকেয়ী আছে সেইখানে।
শ্রীরাম বলেন সত্তাই কহত কারন
ভূমে শয়ন কেন বাপার বিরস বদন।
কোপ করি থাকেন বাপা আমা দেখি হাসে
আজি বাপা ওত্তর না করেন কোন দোষে।
কোন দোষ করিলাম বাপের চরনে
ওত্তর না দেন বাপা কিসের কারনে।
ভরত শত্রুঘ্ন দুই ভাই তারা নাই দেশে
মামার বাড়ি দুই ভাই রহিল পরবাসে।

তাসভারে রাজা না দেখেন দুই জন
সেই মনোদুঃখে বুঝি বিরস বদন।
কোন জন কিবা করিয়াছে অপরাধ
ভূমে লোটাইয়া উঁহ করেন বিসাদ।
তুমি বুঝি বাপারে কহিয়াছ কটু বানী
আমার দিব্য সত্যই কহ সত্য বানী।
কি করিবে রাজ্যভোগ বাপ অভাবে
আমারে কহ সত্যই সকল ছাড়ি তবে।
কোন কার্য্য বাপের আমি করিব পালন
সেই কথা সত্যই মোরে কহ বিবরন।
আছুক বাপার কায তোমার বচনে
রাজ্য ছাড়ি প্রান ছাড়ি কি ছার জীবনে।
সরল হৃদয় রামের কৈকেয়ী পাপ হিয়া
নিষ্ঠুর হৈয়া কহে কথা তিলেক নাই দয়া।
দৈত্যযুদ্ধে তোমার বাপ ঘায়েতে জর্জ্জর
তাহাতে করিনু পূজা দিতে চাইল বর।
বিস্ফোট হইল তাহে করি সেবা পূজা
সেই দুই বর মোরে দিয়াছেন রাজা।

এক বরে ভরতে করিবেন দণ্ডধর
আর বরে বনে তুমি চৌদ্দ বৎসর।
দুই বারের দুই বর আছে আমার ধার
আমার ধার শুধে বাপে সত্যে কর পার।
মাথার জটা ধরিবে তুমি পরিবে বাকল
চৌদ্দ বৎসর বনেতে খাবে মুল ফল।
কৈকেয়ীর কথা শুনি শ্রীরামের হাস
তোমার আজ্ঞায় আমি চলি বন বাস।
কোন কাযে বাপারে তুমি করিয়াছ মুর্চ্ছিত
তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন নহেত উচিত।
আজুক বাপার কায তুমি আজ্ঞা কর
তোমার আজ্ঞা সতাই মোর বাপ হৈতে বড়।
তোমার প্রীতি হয় বাপার সত্য পালন
চৌদ্দ বৎসর ফল খাইয়া থাকি গিয়া বন।
ভরত ভায়েরে সতাই শীঘ্র আন দেশে
ভরত আনিয়া রাজা করহ বিশেষে।
কোন গুণ নাই সতাই ভরতের শরীরে
ধন জন রাজ্য আমি সকল দিব তারে।

কৈকেয়ী বলে তুমি যাহ বনবাসে
তুমি বনে গেলে ভরত আসিবেন দেশে।
হেট মাতা করিয়া সকল শুনে রাজা
মোর আগে কহিয়াছেন তোরে বাসে লজ্জা।
রাজার কথা কহি কোপ না করিহ মনে
জটা বাকল পর তুমি আজি যাহ বনে।
কৈকেয়ীর তরে রাম করেন আশ্বাস
বিলম্ব নাহিক আজি যাব বনবাস।
যাবৎ মায়েরে সীতা না করি সমর্পন
এইমাত্র বিলম্ব সভাই তবে যাই বন।
ভূমে লোটাইয়া রাজা আছে অভিমানে
দুই জনার কথা বার্ত্তা স্বপ্ন হেন শুনে।
প্রদক্ষিন করি রাম বাপের চরন বন্দে
মুখে রা নাহি রাজার হেট মাতায় কান্দে।
বাপে নমস্করি রাম চলিল ত্বরিত
হাহা রাম বলি রাজা ওঠে আচম্বিত।
রাশব্দ হরিল রাজার হরিল চেতন
তথা হইতে বাহির হৈল শ্রীরাম লক্ষ্মন।

শ্রীরামের এ সব কথা কেহ নাহি জানে
প্রানের দোষর লক্ষ্মন সেইমাত্র শুনে।
হরিষে কৌশল্যা দেবী দেবতা পুজা করে
আনন্দিতে ধুপ ধুনা ঘৃতপ্রদীপ জ্বালে।
নানা ওপহারে রানী পুরিয়াছে ঘর
সাত শত সতিনী সে ঘরের ভিতর।
সবে মাত্র কৈকেয়ী তথা নাহি এক জন
সাত শত রানী তথা অনেক নারীগন।
কৌশল্যার কাছে থাকে সাত শত রানী
রামজয় শব্দ কেবল এইমাত্র শুনি।
হেন কালে শ্রীরাম মায়ের চরন বন্দে
আশীর্ব্বাদ করে রানী পরম আনন্দে।
আপনার রাজ্য রাজা তোমারে দিল দান
সুর্য্যবংশের যত লোক আসিবে তব স্থান।
বিস্তর সুখ ভুঞ্জ হইও চিরংজীবী
অনেক কাল রাজ্য কর পালহ পৃথিবী।
অনেক সেবা পুজা আমি কৈলাম মহেশ্বরে
তুমি পুত্র রাজা হৈলে সেই তপের ফলে।

রাম বলেন মা তুমি হরিষ কর কিসে
হাতেতে আইল নিধি গেল দৈব দোষে।
তুমি আমি সীতা আর ভাইত লক্ষ্মণ
শোকসাগরে আজি মজিলাম চারি জন।
তোমারে যে কথা মাগো কহিতে ডরাই
প্রমাদ পাড়িল মাতা কৈকেয়ী সতাই।
সতাইর বচনে মোরে যাইতে হইল বন
ভরতেরে রাজ্য দিতে সতাইর মন।
আছাড় খাইয়া পড়ে রাণী হইয়া মূর্চ্ছিত
মামা বলিয়া রাম ডাকেন ত্বরিত।
মামা বলিয়া শ্রীরাম পরিত্রাহি ডাকে।
মাবধ করিয়া আমি ডুবিলাম নরকে
কৌশল্যা ধরিয়া তুলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ
অনেক ক্ষণে কৌশল্যার হইল চেতন।
চৈতন্য পাইয়া রাণী বলে ধীরে ২
সকল কথা রাম তুমি কহত আমারে।
মোর দিব্য লাগে যদি আমার ভরে ভাণ্ড
কোন দোষে কৈকেয়ী তোমার হইল পাষণ্ড।

শ্রীরাম বলেন মাতা যত দৈবের ঘটন
সতাইর দোষ নাই মোর ললাটলিখন।
বাপের সেবা সতাই করিল বারেবার
দুই বারে সত্য বাপা করেছে অঙ্গীকার।
আজি আমি রাজা হইব বাপের আগে
হেন কালে সতাই মোর দুই বর মাগে।
এক বরে আপনপুত্রে করিবে দণ্ডধর
আর বরে আমি বনে চৌদ্দ বৎসর।
স্বামী বিনা স্ত্রী লোকের আর নাই গতি
সতাইর সেবায় বাপার পরম পীরিতি।
তুমি যদি সেবা মাতা করিতে মোর বাপে
তবে কেন মা আমি পাইব এত তাপে।
এত যদি শ্রীরাম মায়ের তরে কয়
দারুন শেল ফোটে যেন কৌশল্যার হৃদয়।
কাটিলে কদলী যেন লোটায় ভূমিতলে
হা পুত্র বলিয়া রানী রাম কৈল কোলে।
রাম হেন পুত্র যার তাহার এমন
তার মা কেমনে আর রাখিবে জীবন।

রাজার প্রবীন বিভা আমি মহারানী
চণ্ডাল হইল মোর কৈকেয়ী সতিনী।
চণ্ডালের বীর্য্যবাপু আমি নাই চাই
সতিনের অপযশ কথা সব গায়।
সূর্য্যবংশের রাজ্যে নাই অকাল মরন
এইসে কারনে মোর রহিয়াছে পরান।
অনেক দেবতা সেবিলাম ওপবাসে
তেকারনে বাছা তুমি চলিলা বনবাসে।
যতং রাজা হৈল চন্দ্র সূর্য্যবংশে
স্ত্রীর বোলে কোন রাজা ওঠে আর বৈসে।
অপযশ থুইল রাজা স্ত্রীর বচনে
স্ত্রীর কুক্কুর বাপের বোলে কেন যাবে বনে।
বনবাসে পঠায় রাজা স্ত্রীর বচনে
হেন বাপের কথা বাছা না শুনিহ কানে।
লক্ষ্মন বলেন সত্যাই তোমার কথা বুজি
স্ত্রীর কুক্কুর বাপের বোলে কেন রাজ্য তাজি।

জ্যেষ্ঠ পুত্রে রাজ্য পায় এই যুক্তি আইসে
হেন পুত্রে বনে রাজা পাঠায় কোন দোষে।
রাজ্য দিয়া অগ্নি জ্বালায় স্ত্রীর বচনে
হেন অপযশ বাপা ঘুষিল ত্রিভুবনে।
যাবৎ এ সব কথা না হয় প্রচার
তাবৎ রাজা হও রাম কর ঠাকুরাল।
স্ত্রীর বচনেতে রাজা হইল পাগল
তোমায় আমায় কেবল পুত্রবৎসল।
যদি রঘুনাথ আমি তোমার আজ্ঞা পাই
ভরত কাটিয়া রাজ্য তোমারে দেয়াই।
আমি হেন আজি তোমার শুদ্ধত সেবক
আজ্ঞা কর ভরতের কাটিব কটক।
তুমি আমি যদি গোসাঞি পরিত সন্ধান
তবে রনে কোন জন হৈবে আগুয়ান।
কৌশল্যা বলেন রাম কি বলে লক্ষ্মণ
অন্যায়ের বোলে তুমি কেন যাবে বন।
এক সত্য পালন তুমি বাপের অঙ্গীকার
ভরতের তরে দেহ সব রাজ্যভার।

আর সত্য পুনঃ তুমি করহ পালন
দেশে থাক রাম তুমি না যাইহ বন।
মায়ের বচন লঙ্ঘি বাপের বচন ধর
বাপ হইতে মা তোমার অনেক গুণে বড়।
গর্ব্ভে ধরি দুঃখ পায় স্তন দিয়া পোষে
মায়ের আজ্ঞা লঙ্ঘি রাম মুক্তি নাহি আইসে।
বাপের বচন রাখ মায়ের লঙ্ঘন বাণী
কোন শাস্ত্রে হেন কথা কোথায়ও না শুনি।
রাম বলেন মাতা তুমি কহ কোন কথা
আজুক অন্যের বাপ বাপা তোমার দেবতা।
বাপের বোলে পরশুরাম মায়ের মাতা কাটে।
বাপের আজ্ঞায় মুনি জলের ভিতর যাটে।
বাপের আজ্ঞায় গোবধ করে অষ্টাবক্র ঋষি.
বাপের আজ্ঞায় সগর পুত্রের ভরে হিংসি
সত্য না লঙ্ঘেন বাপা সত্যে কৈল ভর
আমার দুঃখে বাপা মোর হৈয়াছে কাতর।
বাপার সত্য আমি যদি না করি পালন
বৃথা রাজ্য ভোগ মোর বৃথাই জীবন।

সতাইরে বৰ্জ্জিবে বাপা বুঝি অনুমানে
বাপার সেবা মা তুমি করিহ রাত্রি দিনে।
কৌশল্যা বলেন রাম দড় যাবে বন
তুমি বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন।
মাবধী করিলে রাম কত মহাপাপ
মাতৃবধী পাপে তুমি বড় পাইবে তাপ।
বাপের সত্য পালন করিবে মায়ের মরনে
কোন পাপ বড় রাম ভাব দেখি মনে।
হাত আছাড়ি লক্ষ্মণ চারি ভিতে চায়
রাম বলেন লক্ষ্মণ তোর বুদ্ধি ভারি নয়।
যত যত্ন কর তুমি রাজ্য লইবারে
তত যত্ন করি আমি বন যাইবারে।
সতাইর দোষ নাহি দোষী নহে কুজী
সকল দেখিবে ভাই বিধাতার বাজি।
ভাল মতে জানেন সতাই আমার চরিত্র
জানিয়া শুনিয়া সতাই করে বিপরিত।
ভরত হইতে সতাই আমার করেন আসা
সতাইর দোষ নাই আমার দৈবদশা।

যে দিন যে হবে তাহা বিধাতা সব জানে
দুঃখ না ভাবিহ ভাই ক্ষমা দেহ মনে।
দুঃখ না ভুঞ্জিলে কর্ম্ম না হয় খণ্ডন
দুঃখ সুখ দেখ ভাই ললাটলিখন।
প্রবোধ না মানে লক্ষ্মন সর্প যেন গর্জ্জে
আঠি ঝকড়া টানে ঘনং তর্জ্জে।
ধনুকে গুন দিয়া লক্ষ্মন চাহে চারিভিতে
দুই চক্ষুর জলে বীরের সর্ব্বাঙ্গ তিতে।
রাজ্য খণ্ড ছাড়িয়া হইব বনবাসী
ফল মূল খাইয়া রব হইব তপস্বী
সন্যাসী তপস্বী যত ব্রাহ্মনের কর্ম্ম
ক্ষত্রি হয়্যা যুদ্ধ করে সেই তার ধর্ম্ম।
ক্ষত্রি রাজা কোথায় করেছে বনবাস
শত্রুর বচনে কেন রাজ্য ছাড়ি আস।
ত্রিভুবন জানিল সভাই শত্রুমধ্যে গনি
শত্রুর বচনে রাজ্য ছাড়ে কোথাও না শুনি।

তোমা বিনা মহারাজার আর নাহি মনে
তুমি বনে গেলে রাজা ত্যজিবে পরানে।
তুমি বনে গেলে রাজা যাবে পরলোকে
তোমার মাতা মরিবে যে তোমা পুত্রশোকে।
এই শোকে মাতা পিতা মরিবে দুই জনে
মাতা পিতা বধী তুমি কর কিকারনে।
অকারনে ধরি আমি অজানু বাহুদণ্ড
অকারনে ধরি আমি ধনুক প্রচণ্ড।
অকারনে ধরি আমি ধনুক এ শূল
আজ্ঞা কর ভরত কাটিয়া করি নির্ম্মূল।
সকল ব্যর্থ হইল মোর এত সব গুনে
আমি হেন সেবক থাকিতে তুমি যাবে বনে।
শ্রীরাম বলেন ভরত না করে অপরাধ
ভরত কিছু নাই জানে এতেক প্রমাদ।
অকারনে ভরতেরে কেনে কর রোষ
বিধাতানিবর্ন্ধ কর্ম্ম ভরতের কি দোষ।
কৌশল্যা লক্ষ্মন তারা বুঝান দুই জন
মা ভাই বুঝান রাম না শুনেন বচন।

বিদায় হইল রাম মায়ের চরণে
চৌদ্দ বৎসর মাতা আমি থাকি গিয়া বনে।
মায়ে পোয়ে কোলাকুলি করিল দুই জনে
চৌদ্দ বৎসর দেখা নাহি হবে তোমার সনে।
যে মন্ত্র কৌশল্যা পাইয়াছিল আরাধিনে
সেই মন্ত্র দিল রাণী শ্রীরামের কানে।
চৌদ্দ বৎসর বনে তুমি থাকিবে কুশলে
অষ্ট লোকপাল রাখ্য আমার ছাওয়ালে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু রাখিবেন কার্ত্তিক গণপতি
লক্ষ্মী সরস্বতী তোমায় রাখিবেন পার্ব্বতী।
একাদশ রুদ্র রাখিবেন দ্বাদশ রবি
জলে স্থলে তোমায় রক্ষা করিবেন পৃথিবী।
চৌদ্দ বৎসর যদি রহে আমার জীবন
তবে তোমা সনে মোর হবে দরশন।
বিদায় হইল রাম মায়ের চরনে
লক্ষ্মন সহিত গেল সীতা সম্ভাষনে।
শ্রীরাম বলেন সীতা মোর কর্ম্মদোষে
সতাইর বোলে আমি যাই বনবাসে।

বিভা করি এক বৎসর ছিলাম আমি ঘরে
হেনকালে সতাই বিষম প্রমাদ পাড়ে।
সতাইর বোলে আমি যাই বনবাস
ভরতেরে রাজ্য দিতে বাপার আশ্বাস।
চৌদ্দ বৎসর আমি থাকি গিয়া বনে
তাবৎ মায়ের সেবা কর রাত্রি দিনে।
সীতা বলেন সকল সুখে হইলাম নিরাস
স্বামী বিহনে মোর কিসের গৃহবাস।
তুমি সে পরম গুরু তুমি সে দেবতা
তোমা বিনা কোন কর্ম্ম নাহি জানে সীতা।
স্বামী বই স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি
স্বামীর জীবনে জিয়ে মরনে সংহতি।
একেশ্বর গোসাঞি কেন হবে বনবাসী
পথের সংহতি হব করে লহ দাসী।
বনেতে গোসাঞি তুমি বেড়াবে ভোকে শোষে
দুঃখ পাসরিবে যদি দাসী থাকে পাশে।
আমার তরে গোসাঞি তুমি না করিহ চিন্তা
গুটি দুই ফলমাত্র খাইবেন সীতা।

তোমার কারনে তোক শোক নাই জানি
তোমার সেবায় আমি ত্যজিব আহার পানি।
রাম বলেন বলি শুন জনকদুহিতা
বিষম দণ্ডক বন না যাইহ সীতা।
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা সাপ আর সাপিনী
বিষম দণ্ডক বন ঠেকিলে সে জানি।
সোনার থালে ভুঞ্জ তুমি পায়স পিষ্টকে
ফল মূল খাইয়া কেন বেড়াবে দণ্ডকে।
সুখে শুইয়া থাকিবে তুমি পালঙ্গ উপরে
কুশের কাঁটা ফুটিবেক বনের ভিতরে।
তুমি আমি বনে হইব বিকৃতি আকৃতি
দোঁহে দোঁহার মুখ দেখি না পাব পীরিতি।
চৌদ্দ বৎসর গেল সীতা ছেল বুঝ মনে
চৌদ্দ বৎসর গেলে সুখে থাকিব দুই জনে।
শ্রীরাম বলেন সীতা ক্ষমা দেহ মনে
বিষম রাক্ষস গুলা আছে সেই বনে।
রামের বচনে সীতার দুই ওষ্ঠ কাঁপে
কান্দিয়া রামের তরে বলেন মনস্তাপে।

পণ্ডিত হৈয়া বল তোমার বুদ্ধি হৈল আন
হেন জনার তরে বাপ কন্যা দিল দান।
আপন স্ত্রী রাখিতে বা ভয় করে যে মনে
বীর হেন তাহারে বলয়ে কোন জনে।
রাজ্য লৈতে ভরত না করিল অপেক্ষা
তার রাজ্যে স্ত্রী তোমার কেমনে পায় রক্ষা।
পাইয়াছিলা রাজ্য তুমি নিল যেই জনে
রাজ্য নিল স্ত্রী লৈতে বিলম্ব কতক্ষণে।
তোমার সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফোটে
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে।
তোমার কাছে থাকিতে যদি গায়ে লাগে ধুলি
তোমা দরশনে মোর সেই নেত্রের তুলি।
অনেক তীর্থ দেখিব অনেক তপোবন
নানা পর্ব্বতের উপর করিব আরোহন।
বাপের বাড়িতে যখন ছিলাম শিশুকালে
দেখিয়া সন্ন্যাসী সব বলিত আমারে।
আমার বাপের তরে বলিত সন্ন্যাসী
তোমার কন্যারে দেখি হইবে বনবাসী।

মহাজনের কথা কভু না হয় খণ্ডন
বনবাস করিব আমার ললাটে লিখন৷
তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন।
স্ত্রীবধী হৈলে পাপ নাহি বিমোচন।
শ্রীরাম বলেন আমি বুঝিনু তোর মন
তোমা পরিক্ষিতে আমি বলিনু এতখন।
বনবাস করিবে যদি হৈয়াছে তোমার মন
গায়ের খসাইয়া ফেল যত আভরণ।
এতেক শুনিয়া সীতা হরিষ অন্তরে
গায়ে হৈতে অলঙ্কার ফেলিল সত্বরে।
সম্মুখে দেখেন সীতা যত লোক জন
তাসভারে দিল সীতা যত আভরণ।
আভরণ দিয়া বলেন সীতাভ কপিনী।
আভরণ পরেন যেন তোমার ব্রাহ্মণী।
শ্রীরাম হৈতে সীতার ভাণ্ডারে বহু ধন
ধন বিলাইল সব ভাণ্ডার হৈল শূন্য।
শ্রীরাম বলেন শুন ভাইত লক্ষ্মণ
দেশেতে থাকিয়া সভার করহ পালন।

দাস দাসী সভাকারে করিহ জিজ্ঞাসা
রাজ্য নিতে লক্ষ্মন ভাই না করিহ আসা।
আমার শোকে মরিবে আমার মা বাপ
তোমারে দেখিলে দোঁহার খণ্ডিবে তাপ।
যেই তুমি সেই আমি শুনহ লক্ষ্মন
এক জনে দেখিলে তবু হৈবে পাসরণ।
লক্ষ্মন বলেন আমি চলিনু আগুয়ান
আমি সঙ্গে থাকিব গোসাঞি না ভাবিহ আন
যেই তুমি সেই আমি সভাই তাহা জানে
আমি থাকিলে সভাইর প্রসন্ন নহে মনে।
সীতার সঙ্গে কেমনে বেড়াবে বনে২
সেবক ছাড়িলে দুঃখ পাবে দুই জনে।
রাজার কুমারী সীতা দুঃখ নাই জানে
সেবক সেবা করিলে দুঃখ পাসরিবে মনে।
রাম বলেন লক্ষ্মন যদি যাবে মোর সনে
বাপের বাজি বান তবে লহত লক্ষ্মনে।
বিষম রাক্ষস সব আছে সেই বনে
বাজি ধনুক বান লহ শুন সাবধানে।

শ্রীরামের আজ্ঞা পাইয়া লক্ষ্মন সত্বর
ভালং বান সব বান্ধিল বিস্তর ।
রাম বলেন লক্ষ্মন বলি তোমার তরে
তল্লাস করহ ধন আছেত ভাণ্ডারে ।
ধন অর্থ আমার যত কোন প্রয়োজন
ব্রাহ্মন সজ্জনে আনি বিলাহ যত ধন ।
বশিষ্ঠ মহামুনি আন কুল পুরোহিত
তাসভারে ধন দিয়া করহ ভূষিত ।
বাছিয়াং আন কুলীন ব্রাহ্মন
যেবা যত চাহে তারে দেহ বহু ধন ।
যতেক দারিদ্র আছে ভিক্ষা মাগি খায়
তাসভারে দেহ ধন যেবা যত চায় ।
আমার দুঃখে যত লোক হইবেক দুঃখী
চৌদ্দ বৎসরের তরে করিয়া রাখ সুখী ।
লক্ষ্মন পাইল যদি রামের সন্নিধান
আনিয়া সকল ধন দিল রামের স্থান ।

ভাণ্ডার শূন্য করে রাম ধনবরিষণে
সভারে তুষিল রাম মধুর বচনে।
আমার লাগি তোমরা না করহ ক্রন্দন
ভরত ভাই সভকার করিবে পালন।
কোন গুণ নাই ভাই ভরতশরীরে
বড় তুষ্ট আছি আমি ভরতব্যবহারে।
নানা রত্ন দিয়া রাম করিল পরিহার
দানে শূন্য করিল রাম শতেক ভাণ্ডার।
সকল ভাণ্ডার শূন্য হইল আর নাহি ধন
হেনকালে বার্ত্তা পাইল দারিদ্র ব্রাহ্মণ।
বড়ই দারিদ্র সেই ত্রিজটা নাম ধরে
দানের কথা শুনিয়া সে ধড়ফড় করে।
চলিতে না পারে ব্রাহ্মণ তনু অতি শেষ
হেনকালে ব্রাহ্মণী তার বলে উপদেশ।
দরিদ্র ঠাকুর হৈল পাইয়া রামের ধন
তুমি আমি বুড়া বুড়ি মরি দুই জন।
তুমি বৃদ্ধ আমি স্ত্রী দুঃখ যে অপার
কোন জন পুষিবে কোথায় মিলিবে আহার।

শুনিয়া ব্রাহ্মণ তবে নড়ি ভর করে
আড়াই প্রহরের পথ গেল রায়ের গোচরে।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি ত্রিজটা নাম ধরি
বৃদ্ধকালে স্ত্রী আমি পুষিতে না পারি।
পুত্র নাই আমার কে করিবে পালন
অনাহারে বুড়া বুড়ি মরি দুই জন।
নড়ি ভর করি আইলাম অনেক শকতি
তোমা বিনা দরিদ্রের আর নাই গতি।
রায় বলেন ধন নাই তুমি আইলে শেষে
এক লক্ষ ধেনু দিনু লৈয়া যাও দেশে॥
ধেনু দান পাইয়া দ্বিজ হরিষ অন্তরে
কাপড় আঁটিয়া যায় পালের ভিতরে।
দড় করি চুল বান্ধে নড়ি করি হাতে
পালে প্রবেশ করে বুড়া ওঠিতে পড়িতে।
বুড়ার বিক্রম দেখি হাসে সর্ব্ব জন
ধেনুতে মারিবেক আজি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
হাসিয়া বিকল কেহ করেন বিস্মাদ
ব্রহ্মবধ করিতে রাম পাড়িলা প্রমাদ।

রাম বলেন ব্রাহ্মণ কহিতে মাত্র ধাই
তোমার শক্তি নিতে নারিবে এক লক্ষ গাই।
এক ধেনু লইতে তোমার এতেক শঙ্কট
মরিবারে যাহ কেন ধেনুর নিকট।
ধেনুর সহিত দান করিলাম গোয়াল
গোয়াল রাখিবে ধেনু থাকে যত কাল।
অনুমানে জানিলাম তুমি বড়ই ভিখারি
আজ্ঞা কর আর কিছু ধন দিতে পারি।
ব্রাহ্মণ বলেন প্রভু না চাহি আর ধন
ধেনু বই ধনে মোর কোন প্রয়োজন।
বুড়া বুড়ি ধেনুর দুগ্ধ খাইব অপার
কত দুগ্ধ বিকি দিয়া পূরিব ভাণ্ডার।
অনাথের নাথ তুমি সর্ব্ব লোকের গতি
তোমার গুন কহিতে পারে কাহার শকতি।
এক লক্ষ ধেনু লৈয়া ব্রাহ্মণ গেল দেশে
অযোধ্যা কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

শ্রীরামের প্রসাদে সভার বাড়ে ঠাকুরাল
তোমার ধীনে বঞ্চিবে সুখে প্রজা সকল।
রাজ্যখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে
মাথায় হাত দিয়া কান্দে স্ত্রী আর পুরুষে।
মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর
আওয়াস হৈতে তিন জন হইল বাহির।
স্ত্রী পুরুষ কান্দে যত অযোধ্যা নগরী
সীতার পাছে ধায় যত অযোধ্যার নারী।
যে সীতা না দেখিল সুর্য্যের কিরণ
হেন সীতা বন যায় দেখে সর্ব্ব জন।
যেই রামচন্দ্র বেড়ান সোনার চতুর্দোলে
হেন প্রভু রাম পথ বহেন ভূমি তলে।
কোথাও না দেখি এমন কোথাও না শুনি
হাহা করে সর্ব্ব লোক চক্ষে পড়ে পানি।
জগতের নাথ রাম যান তপোবনে
বাপের ঠাঁই বিদায় মাগে শ্রীরাম লক্ষ্মণে।

বুদ্ধি নাহিক রাজার হরিয়াছে জ্ঞান।
রাম বনে যান মোর কেমনে রহে প্রাণ।
রাজারে পাগল কৈল কৈকেয়ী রাক্ষসী
রাম হেন পুত্র মোর হইল বনবাসী।
অনুমানে বুঝি রাজার নিকট মরণ
বিপরীত বুদ্ধি হৈল এইসে কারণ।
লক্ষ্মণ সহিত রাম যান তপোবনে
রাজা সুখভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মণে।
পুরী সমেত কান্দি যায় শ্রীরামের সনে
চৌদ্দ বৎসর এক ঠাঁই থাকিব গিয়া বনে।
অযোধ্যার ঘর দ্বার ফেলাহ ভাঙ্গিয়া
সুখে রাজ্য করুক কৈকেয়ী ভরত লইয়া।
ব্যাঘ্র ভাল্লুক হউক অযোধ্যা নগরে
মায়ে পোয়ে ভরত রাজ্য করুক একেশ্বরে।
যত দূর যান সকল লোকেতে বাখানে
বাপের ঠাঁই বিদায় হইয়া চলে তিন জনে।
এক বিহঙ্গ বাহির হইল তিন জন
আশ্বাস ভিতরে রাজা করেন ক্রন্দন।

রাজা বলে কৈকেয়ী তুই কালসাপিনী
তোরে বিভা করি আমি মজিলাম আপনি।
রঘুবংশ ক্ষয় করিতে আইলি রাক্ষসী
শ্রীরাম হেন পুত্র মোর করিলি বনবাসী।
কেমনে দেখিব আমি রাম যান বনে
শ্রীরাম বনে গেলে আমি ত্যজিব পরাণে।
প্রাণ যাউক তাহে মোর নাই কোন দুঃখ
স্ত্রীর কুক্কুর মোরে বলিবে সর্ব্ব লোক।
বড় রাজা আমি জিনিলাম রণে
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কাঁপয়ে মোর বাণে।
যেই রাজা জিনি কৈকেয়ী দৈত্য সম্বর
অমরাবতী স্বর্গ জিনিবেক পুরন্দর।
হেন দশরথ রাজা স্ত্রীলাগিয়া মরে
এই অপকীর্ত্তি আমার থাকিল সংসারে।
আর পুরুষ না হইবে স্ত্রীর কুক্কুর
আমার মরণে লোক শিখিল বিস্তর।
তোরেত বর্জ্জিবেন ভরত তোর অনাচারে
আমি বর্জ্জিলাম তোর মায়ে পোয়ের তরে।

আজি হইতে তোরে আমি করিলাম বর্জ্জন
ভরতের না লইব শ্রাদ্ধ তর্পণ।
এক বিহঙ্গের বাহির আছেন তিনজনে
সব কথা শুনে রাম লক্ষ্মণ সীতা তিনজনে।
সকল কথা শুনিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ
রাজার ক্রন্দনে কান্দে ভাই দুই জন।
আওয়াসভিতরে রাজা কান্দেন ক্রন্দনে
হেনকালে সুমন্ত্র গেল রাজাহিদামানে।
যোড়হাতে বার্ত্তা কহে রাজার গোচরে
ক্ষণমাত্র রহিয়াছেন আওয়াসভিতরে।
রাম লক্ষ্মণ সীতা তিনজনে যান বনে
বিদায় হইতে দ্বারে আছেন তিনজনে।
রাজা বলে সুমন্ত্র মোর হরিয়াছে জ্ঞান
সাত শত মহারাণী আন মোর স্থান।
রাজাজ্ঞা পাইয়া চলে সুমন্ত্র সারথি
সাতশত মহাদেবী আনে শীঘ্রগতি।
সাত শত মহাদেবী রাজারে বেড়ি বৈসে
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্র প্রকাশে।

রাজাজ্ঞা পাইয়া সুমন্ত্র চলিল তখন
রাম লক্ষ্মণ সীতারে আনিল তিন জন।
যোড়হাতে বন্দেন রাম বাপের চরণ
আজ্ঞা কর আমরা বনে যাই তিন জন।
মাথায় ঘা হানে রাজা করে হাহাকার
আমার সনে দেখা বাছা না হইবে আর
এথা না রহিব আমি না রবে জীবন
তোমার সনে রাম আমি যাব তপোবন।
রাম বলেন পুত্র সঙ্গে বাপ নাহি যায়।
বাপের সঙ্গে পুত্র যাইতে উপযুক্ত হয়।
রাজা বলেন রাম তুমি থাক এক রাতি
এক রাত্রি বাপে পোয়ে থাকিব সংহতি।
ভালমতে দেখি তোমার চন্দ্র বদন
আর আমার সনে বাপু নাহি দরশন।
রাম বলেন চৌদ্দ বৎসর থাকি গিয়া বন
এক রাত্রি লাগি কর সত্য উল্লঙ্ঘন।
আজি আমি বনে যাইব সভাইর সন্নিধান
আজি থাকিলে সভাইর মনে হৈবে আন।

আজি হৈতে অন্ন আমি করিলাম বর্জ্জন
বনে গিয়া ফল মুল করিব ভক্ষন।
তারে পুত্র বলি যে কুলের অলঙ্কার
বাপের সত্য পালিয়া সোধিয়ে বাপের ধার।
রাজা বলে সুমন্ত্র শুন আমার বচন
ঘোড়া হাতী সঙ্গে দেহ বহুমুলা ধন।
অরন্যের ভিতরে অনেক পুন্যস্থান
ঋষি তপস্বী দেখিয়া তাঁহারে দিহ দান।
রামেরে ধন দিতে রাজা করিল আশ্বাস
অন্তরে শুকাইল কৈকেয়ী ছাড়িল নিশ্বাস।
সর্ব্ব গা মলীন হৈল বিবর্ণ হৈল মুখ
রাজার তরে গালি পাড়ে পাইয়া মনে দুঃখ
ভরতেরে রাজ্য দিতে কৈলা অঙ্গীকার
কুটিল হৃদয় তোমার সত্যে নৈলে পার।
তোমার বংশে আছিল সগর মহাশয়
অশ্বমঞ্জা পুত্রে বর্জ্জে প্রধান তনয়।
শ্রীরামে বর্জ্জিতে তোমার মনে লাগে ব্যথা
আপনি সত্য করিয়া তুমি করিলে অন্যথা।

এত যদি রাজারে কথা বলিল কৈকেয়ী
রাজা বলে পাপিষ্ঠী শুনহ কথা কহি।
অশ্বমঞ্জা সগরপুত্র দুরাচার করে
দেখিবামাত্র ছাওয়ালের গলা চাপি ধরে।
মাতা পিতা দুঃখ পায় পুত্রশোক তাপে
সবে মেলি গোচরিল অশ্বমঞ্জুর বাপে।
তোমার রাজ্য ছাড়ি রাজা যাব আর দেশে
অশ্বমঞ্জা বল করে পাই বড় ক্লেশে।
তোমার রাজ্য ছাড়ি রাজা করিব গমন
লোক যদি রাখিবে পুত্রে করহ বর্জ্জন।
অশ্বমঞ্জা বর্জ্জে রাজা লোক অনুরোধে
শ্রীরাম পুত্র বর্জ্জিব আমি কোন অপরাধে।
মা বাপের প্রাণ রাম জগতজীবন
হেন রামে কে বলিবে যাহ তুমি বন।
হেনকালে রাম বলে বাপ বিদ্যমানে
ভাল যুক্তি সতাই বলিলেন তোমার স্থানে।
রাজ্য ছাড়িয়াত যেবা যায় বন
ঘোড়া হাতী ধনে তার কোন প্রয়োজন।

গাছের বাকল পরিব দণ্ড করিব হাতে
আমি আর লক্ষ্মন বন যাই সঙ্গে সীতা।
বাকল পরিবে রাম কৈকেয়ী তাহা শুনে
রাখিয়াছিল যে বাকল দিল ততক্ষনে।
বাকল আনিয়া দিল রঘুনাথের হাতে
বাকল দেখিয়া কাঁদে রাজা দশরথে।
লক্ষ্মন সীতারে দিল বাকল তিন খানি
সাত শত মহারানীর চক্ষে পড়ে পানি।
চক্ষুর জল সভাকার করে ছলং
কেমনে পরিবে সীতা গাছের বাকল।
হরিং স্মরন করয়ে সর্ব্ব লোকে
বজ্রাঘাত পড়ে যেন দশরথের বুকে।
রাজা বলে কৈকেয়ী পাশান তোর হিয়া
লোকধর্ম্ম নাহি তোর তিলেক নাই দয়া।
এক জন দং শিয়া কেন দংশিলি তিন জন
লক্ষ্মন সীতারে কেন পাঠাইলি বন।
বাপের সত্য পালিতে রাম যান বনবাস
সীতা কেমনে পরিবেন তপস্বির বেশ।

বধূর দুঃখ দেখি রাজা করিছে ক্রন্দন
পাত্র মিত্র বলেন সীতা পরুন বসন।
বাপের সত্য পুত্র পালে বধূর কি দায়
পতিব্রতা সীতা দেবী পশ্চাৎ গোড়ায়।
নানা রত্ন পূর্ণিত রাজার সকল ভাণ্ডার
সুমন্ত্র শুনিয়া যোগায় দিব্য অলঙ্কার।
তাড় তোড়ল পরেন সীতা দোঘরি নূপুর
মকর কুণ্ডল পরেন হার কেয়ূর।
মণি মাণিক্য পরেন সীতা বিচিত্র পাসুলি
রৌদ্রে মিলায় যেন ননীর পুতুলি।
দুই বাহু শঙ্খ পরেন অদ্ভুদ নির্ম্মাণ
পায়ের পাসুলি সীতার চিত্র নখের ঠান।
চিত্র বিচিত্র সীতা পরেন পাটের সাড়ি
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ পরম সুন্দরী।
রত্নে নির্ম্মিত সীতা পরেন অলঙ্কার
শশুরের পায় সীতা করেন নমস্কার।

বিদায় হইল সীতা শশুর চরণে
যোড়হাতে শাশুড়ির রহে বিদ্যমানে।
কৌশল্যা বলেন সীতা শুন সাবধানে
স্বামীর সেবা তুমি কর রাত্রি দিনে।
রাজার বধূয়ারী তুমি রাজার কুমারী
তোমার আচার করিবেক আর যত নারী।
নির্দ্ধন স্বামী হওক বড়ই নির্গুণ
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের কিছু নাই মন।
সীতা বলেন কৌশল্যা শুন ঠাকুরাণী
স্বামীর সেবা করিতে আমি ভাল মতে জানি।
স্বামীর সেবা করি মাত্র এই আমি চাই
তেকারণে ঠাকুরাণী বনবাসে যাই।
যত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াছি বাপের ঘরে
আর স্ত্রীর মত জ্ঞান না করিহ মোরে।
মায়ের অধিক আমারে ভাব যথা
হিতওপদেশ মোরে শিখাইলে মাতা।
সীতার কথা শুনিয়া কৌশল্যা মহারাণী
তোমাহেন বধূ আমি ভাগ্য করি মানি।

বধূরে বুঝাইয়া রানী বুঝান শ্রীরামে
সাবধানে থাকিহ বাপু মুনির আশ্রমে।
সীতা বধূর রূপেতে ত্রিভুবন জিনে
চক্ষুর আড় সীতারে না করিহ কোনখানে।
সুমিত্রা বলেন শুন পুত্র লক্ষ্মণ
রাম সীতায় দেবতা জ্ঞান করিহ সর্ব্বক্ষণ।
জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃতুল্য সর্ব্ব শাস্ত্রে জানি
আমার অধিক দেখিবে সীতা ঠাকুরানী।
শ্রীরাম বলেন শুন সুমিত্রা সতাই
আশীর্ব্বাদ কর মোরা বনবাসে যাই।
বনবাসে তিনের তিন থাকিব দোষর
ত্রিভুবনভিতরে আমার কারে নাই ডর।
মাতা বিমাতা বন্দেন বাপের যত রানী
সভাকার ঠাঁই রাম মাগিল মেলানি।
নমস্কার করেন কৈকেয়ী চরণে
মেলানি দেহ গো সতাই আমি যাই বনে।
ভাল মন্দ বলেছি যত দুরক্ষর বানী
মনে কিছু না করিহ দেহ গো মেলানি।

পাপিষ্ঠ কৈকেয়ী তাহে নিষ্ঠুর শরীরে
ভাল মন্দ না কহিল শ্রীরামের তরে।
মায়েরে সুপিল রাম বাপের চরনে
চৌর্দ্দ বৎসর আমার মাকে করিহ পালনে।
রাজা বলে আমার যদি রহেত্ত জীবন
তবে আমি তোমার মায়ের করিব পালন।
আমার সত্য তুমি যদি না কর লঙ্ঘন
তিন দিবস রথে চড়ি করন গমন।
রাজাজ্ঞায় রথ আনে সুন্ত্র সারথি
তিন দিবস রথে যাবে শ্রীরাম সংহতি।
শ্রীরাম লক্ষ্মন সীতা ওঠেন গিয়া রথে
নানা অস্ত্র তোলেন লক্ষ্মন ধনুর্ব্বান হাতে।
রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া রাম যান বনবাসে
শ্রীরামের পাছে ধায় স্ত্রী আর পরুষে।
ভাঙ্গিল সকল রাজ্য অযোধ্যা নগরী
শ্রীরামের পাছু ধায় সব অন্তঃপুরী।
ডাক দিয়া সুমন্ত্রে বলিছে সর্ব্ব লোক
রথ রাখ দেখিব শ্রীরামের চাঁদমুখ।

কাঁটাখোঁচা ভাঙ্গি লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়
রাম সীতা লক্ষ্মণ মোর কত দূরে যায়।
শ্রীরাম বলেন শুন সুমন্ত্র সারথি
দেখিতে না পারি আমি লোকের দুর্গতি।
রথখান চালাহ তুমি ত্বরিত গমনে
বাপের সহিত আর না হয় দরশনে।
সুমন্ত্র বলে তোমার বাক্য না করিব আন
এক বাক্য বলি আমি কর অবধান।
ভাঙ্গিল সকল লোক অযোধ্যা নগরী
রথের পাছু লাগিল সকল অন্তঃপুরী।
রাজার সনে যদি মোর নহে দরশন
তবেত দেশেরে লোক করিবে গমন।
রাম বলেন সুমন্ত্র তুমি না জান মোর মন
হীন জন রাজ্য মোর নাই প্রয়োজন।
মোর বাক্য ভুলিত না পার লঙ্ঘিবারে
ঝাট রথ চালাহ দেখা না দিহ কাহারে।

শ্রীরামের আজ্ঞা পাইয়া সুমন্ত্র সারথি
রথখান চালাইয়া দিল শীঘ্রগতি।
কত দূর গেল রথ হইল অদর্শন
আছাড় খাইয়া পড়ে রাজা হৈয়া অচেতন।
রাজারে ধরিয়া তখন সর্ব্ব লোকে তুলি
কেহ গায়ের ধুলা ঝাড়ে কেহ বান্ধে চুলি।
এক দিনের শোকে রাজার মূর্ত্তি হৈল ম্লান
রাজার বাঁচন নাই করে অনুমান।
চন্দ্রে গিলিতে রাহু যেন হয় আপন মূর্ত্তি
কৃষ্ণ বর্ণ হৈল রাজা আকৃতি প্রকৃতি।
রাজারে ধরিয়া সভে লৈয়া গেল দেশে
অন্তঃপুরভিতরে রাজারে করিল প্রবেশে।
গড়াগড়ি দশরথ বেড়ায় ভূমিতলে
হেনকালে কৈকেয়ী রাজারে ধরি তোলে।
রাজা বলে নাই ছুস কালসাপিনী
স্ত্রী হইয়া স্বামী বধিলি তুই চণ্ডালিনী।
প্রথম কালেতে কৈকেয়ী যখন আছিল যুবতী
রাত্রি দিন থাকিতে যে আমার সংহতি।

মরন নিকট রাজা গেল কৌশল্যার ঘর
দুই জনার শোক হৈল একই সোসর।
রাত্রি দিন নাই ঘুচে দোঁহার ক্রন্দন
এক সমান শোকে কাতর হৈল দুই জন।
মুনি বেদ ছাড়িলেন যোগী ছাড়ে যোগ
অগ্নি আহুতি ছাড়ো পুজা ছাড়ে ভোগ।
হাতী আহার ছাড়িলে ঘোড়া ছাড়ে ঘাস
রন্ধন ভোজন নাই করে ওপবাস।
রাত্রি হৈলে স্ত্রী লোক না যায় স্বামীর পাশ
সংসার শূন্য হৈল লোক হইল নিরাস।
রাত্রি দিন কান্দে লোক করে জাগরণ
তমসার কূলে গেল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
নানা ফল ফুল দেখি সেই নদীর কূলে
রাজহংস চরি বোলে তমসার জলে।
সুমন্ত্রের তরে তখন বলিতেছেন রাম
তমসার কূলে আজি করিব বিশ্রাম।
রথের ঘোড়া স্নান করায় তমসার জলে
জল পান করাইয়া ঘোড়া রাখে নদীর কূলে।

হেলা অবসান সূর্য্য গেলত পশ্চিম
তমসার জলে স্নান করিল শ্রীরাম।
লক্ষ্মণ বীর গাছের তলে কুড়াইল পাতা
তাহার ওপর রহিলেন রাম সীতা।
কমণ্ডলু ভরি জল আনিল লক্ষ্মণ
রাম সীতা দুই জনের পাখালে চরণ।
হাতে ধনুঃ লক্ষ্মণ বীর রহিল জাগরণে
বড় প্রীত পাইল রাম লক্ষ্মণের সে বলে।
তমসার কুলে রাম বঞ্চেন এক রাতি
প্রভাতে যোগায় রথ সুমন্ত্র সারথি।
প্রাতঃস্নান করি রাম হৈল আগুসার
রথে চড়ি শ্রীরাম তমসা হৈল পার।
যথা তথা গিয়া যে শ্রীরামের রথ রয়
সেই দেশের লোক আসি দেয় পরিচয়।
বুড়া কালে দশরথ স্ত্রীর কুক্কুর
হেন পুত্র বধূ পাঠায় বনের ভিতর।
যথা তথা রঘুনাথ বাপের নিন্দা শুনে
সেথা হৈতে যান রাম ত্বরিত গমনে।

তমসা ছাড়িয়া গেল নদী বৃতিমতী
তাহা পার হৈল রাম নদীত গোমতী।
জলে হংস কেলি করে দেখি সুশোভন
সেই নদী পার হৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাম বলেন সীতা এই আইলাম ত্বরিত
ইক্ষ্বাকুর রাজ্য এই আইনু আচম্বিত।
এই দেশে ইক্ষ্বাকু ধরিল ছত্র দণ্ড
আমার পূর্ব্ব পুরুষের দেখ রাজ্যখণ্ড।
যথা তথা যান রাম আপনি মহাশয়
সেই দেশের যত লোক দেয় পরিচয়।
তোমার বিহনে গোঁসাঞি রাজ্যের বিনাশ
কোন বিধি সৃজিল তোমার বনবাস।
সভাকারে রামচন্দ্র দিলেন মেলানি
রামারে সদয় তোমরা আমি ভাল জানি।
দশরথে নিন্দা করি সভে গেল ঘরে
বাপের নিন্দা শুনি রাম তথা হৈতে নড়ে।
পক্ষী হেন ওড়ে রথ ধায় নানা দেশ
কোশলের রাজ্যে রাম করিল প্রবেশ।

শ্রীরাম বলেন শুন সীতাত সুন্দরী
আমার মাতামহের আছিল এই পুরী।
নগরমধ্যে সীতা দেবী রহেন গাছতলে
যজ্ঞকুণ্ড সারি২ গঙ্গার দুই কুলে।
গঙ্গার দুই কুলে কুড়ারে আছয়ে পুকুর
ব্রাহ্মনের শাসন গঙ্গার দুই কুল।
গুবাক নারিকেল আর আম্র কাঠাল
গঙ্গাতীরে বসিয়াছে বসতি অপার।
দুই কুলে ব্রাহ্মন সব করে বেদধ্বনি
গঙ্গার দুই কুলে স্নান করেন যত মুনি।
সুমন্ত্রের তরে তবে বলেন শ্রীরাম
গঙ্গাতীরে রহি আজি করিব বিশ্রাম।
সুমন্ত্র লক্ষ্মন দোঁহে দিল অনুমতি
রথে হইতে ওলিলেন চারি ব্যক্তি।
শ্রীরাম লক্ষ্মন সীতা নামিল গাছের তলে
রথের ঘোড়া সুমন্ত্র চরান গঙ্গাকুলে।
সূর্য্য পশ্চিমে যান বেলা অবশেষে
হেনকালে গেল রাম শৃঙ্গবের দেশে।

শৃঙ্গবের দেশ দেখি রাম হরষিত
বলিতে লাগিলেন রাম হৈয়া আনন্দিত।
গুহক চণ্ডাল তথা আছে মোর মিত
আমাকে পাইলে মিতা হবে হরষিত।
শ্রীরাম বলেন শুন সুমন্ত্র সারথি
মিতার বাড়িতে আমি থাকিব এক রাত্রি।
কথা বার্ত্তায় দুই জনে থাকিব সংহতি
অমৃতসমান ফল পাব নানা জাতি।
বারোমাসিয়া ফল খাব আম্র কাঁঠাল
সুরঙ্গি নারাঙ্গি পাইব আম্র রসাল।
বনবাস বঞ্চিতে রাম রহিল সেই দেশে
অযোধ্যা কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কির্ত্তিবাসে।

যোড়হাত করি বলে সুমন্ত্র সারথি
আমাকে কি আজ্ঞা গোঁসাঞি কর অবগতি।
শুনিয়া বলেন রাম কমললোচন
রথ লইয়া দেশে তুমি করহ গমন।

তিন দিন আইলাম বাপের আদেশে
তিন দিবস হইল তুমি যাহ আপন দেশে।
আর তিন দিনে যাবে অযোধ্যা নগরী
সকল কহিবে গিয়া বাপ বরাবরি।
বুড়া বাপ এড়িয়া আইলাম দেশান্তরে
এমন দারুণ শোক কেমতে পাসরে।
বাপের সেবা না করিলাম থাকিয়া নিকটে
কোথাও না দেখি হেন কোন জনে ঘটে।
পরবাসে ভরত ভাই থাকিল বিদেশে
ভরত আনিয়া রাজ্য করাবে হরিষে।
যত দিন ভরত ভাই এ কথা না শুনি
তত দিন বাপের প্রাণ করিবে টানাটানি।
মায়ের চরণে জানাইহ মোর নমস্কার
আমার তরে শোক যেন না করেন আর।
রাত্রি দিন সেবা যেন করেন মোর বাপে
মোরে পাসরিবে মাতা বাপার সন্তাপে।
পরিহার জানাইহ কৈকেয়ীর গোচর
তার কিছু দোষ নাই মোর কর্ম্মফল।

বাপার চরনে জানাইহ মোর পরিহার
তিনি অস্থির হইলে মজিবে সংসার ।
তুমি হেন মহাপাত্র সুমন্ত্র সারথি
ইষ্ঠ কুটুম্বের ঠাই জানাবে মিনতি ।
শ্রীরামের কথা শুনি সুমন্ত্রের ক্রন্দন
আর কত দিনে গোঁসাই পাব দরশন ।
বিদায় হইয়া যায় সুমন্ত্র কাঁদিতেং
অতি শীঘ্রগতি রথ চালান ত্বরিতে ।
সুমন্ত্রে বিদায় দিয়া রাম চিন্তে মনে
লক্ষ্মন সীতা লইয়া যুক্তি করে তিন জনে ।
এথা হইতে অযোধ্যা নিকট বড় পথ
এথা থাকিলে আমা নিতে আসিবে ভরত ।
সুমন্ত্র কহিবে আমি শৃঙ্গবের পুরে
শুনিলে ভরত নিতে আসিবে সত্বরে ।
যাবৎ সুমন্ত্র পাত্র নাই যায় দেশে
গঙ্গা পার হৈয়া চল যাই বনবাসে ।

গুহক চণ্ডালের ঠাঁই বলেন শ্রীরাম
চিত্রকুট পর্ব্বতে গিয়া করিব বিশ্রাম।
গঙ্গার বিষম ঢেও বড়ই তরঙ্গ
ঝাট পার কর যেন সত্য না হয় ভঙ্গ।
সাত কোটি নৌকার ঠাকুর গুহক চণ্ডাল
সোনার নৌকা আনিলেক সোনার কেরাল।
গুহা বলে নৌকা আমি করিনু সাজন
এক রাত্রি রঘুনাথ বঞ্চ তিন জন।
এক রাত্রি রঘুনাথ থাকিব সংহতি
রাম বলেন মিতা কালি বঞ্চিলাম রাতি।
আজি এথা রহিতে মিতা মনে বিস্ময় করি
ভরত আসিয়া পাছে রহায় তরাতরি।
ঝাট পার কর মোরে না কর বিলম্ব
গুহা বলে ঝাট পার করিব আরম্ভ।
গুহার বাড়ি রঘুনাথ বঞ্চিল দুই রাত্রি
বিদায় হইয়া চলি যান শীঘ্রগতি।
প্রভাত কালে নৌকা গুহা করিল সাজন
পার হইয়া কুলেতে উঠিল তিন জন।

যাবে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর
দুই ক্রোশ পথ বাহিয়া যায় গঙ্গাতীর।
শ্রীরাম বলেন ভরদ্বাজ বৈসে চিত্রকূটে
আজি বাসা করিব গিয়া তাহার নিকটে।
মুনি সব লইয়া বসিয়াছেন ভরদ্বাজ
তারাগণ মধ্যে যেন শোভে দ্বীপ্তিরাজ।
হেনকালে সেইখানে গেল তিন জন
তিন জনে বন্দিলেন মুনির চরণ।
শ্রীরাম বলেন শুন মুনি মহাশয়
তিন জন তোমার ঠাঁই করি পরিচয়।
দশরথের পুত্র আমরা দুই জন
শ্রীরাম আমার নাম কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ।
বাপের সত্য পালিতে আমি হৈনু বনবাসী
জনককুমারী সীতা সঙ্গেত রূপসী।
রামকথা শুনি মুনি উঠিল সম্ভ্রমে
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল শ্রীরামে।
মুনি বলেন রাম তুমি বিষ্ণু অবতার
বিষ্ণু আরাধনে তপ করেত সংসার।

যাহার তপ আরাধন করেন মুনিগণে
সেই বিষ্ণু আসিয়াছেন মোর বিদ্যমানে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ লক্ষ্মী আইল তিন জনে
আপনারে ধন্য করি মানিল এত দিনে
গঙ্গা যমুনার মধ্যে আমার বসতি
বনবাস বঞ্চ এথা থাকিব সংহতি।
রাম বলেন অযোধ্যা নিকট বড় পথ
এথা রহিলে আমা নিতে আসিবে ভরত।
এথা হৈতে কোন স্থান আছয়ে নির্জ্জন
যমুনার পার সেই অদভুত হয় বন।
অনেক মুনিগন বৈসে বটবৃক্ষ তলে
মৃগ পক্ষী বনজন্তু আছে কুতুহলে।
নানা ফল মূল পাইবে বড়ই সুস্বাদ
তপোবন দেখি রাম ঘুচিবে অবসাদ।
মুনি সকলের সঙ্গে থাক সেই দেশে
তথা গেলে ভরত তোমার না পারে উদ্দিশে।
এই দেশে নাই রাম নৌকার সঞ্চার
ভেলা বান্ধিয়া রাম যমুনা হবে পার।

কুড়ি গজ যমুনা হৈবে আড়ে পরিসর
ওভেতে না জানে লোক গভীর বিস্তর।
এক রাত্রি রাম এথা বঞ্চ তিন জন
কালি প্রভাতে যাইহ মুনির তপোবন।
এথা হইতে তপোবন হৈবে দুই যোজন
দুই প্রহরের মধ্যে যাইবে তিন জন।
চিত্রকূটে শ্রীরাম বঞ্চিল এক রাতি
বিদায় হইয়া রাম যান শীঘ্রগতি।
দুই বীরের হাতে বিচিত্র ধনুক বান
মাঝে সীতা পাছে লক্ষ্মন আগেতে শ্রীরাম।
মুনির পাড়া দিয়া যান সীতাত সুন্দরী
যে দেশ দিয়া যান সীতা আলো করে পুরী।
জয়ন্ত নামেতে কাক আকাশে ওড়ি বোলে
সীতার রূপ দেখি কাক ধড়ফড় করে।
অচেতন হৈয়া কাক ধরিতে নারে মন
দুই পায়ের নখে আঁচড়ে সীতার দুই স্তন।
ওড়িয়াত গেল কাক পাইয়া তরাস
ছয় মাসের পথ গেল পর্ব্বত কৈলাশ।

উহু করি ডাকেন যে সীতাত সুন্দরী
রাম বলেন লক্ষ্মন সীতারে কেবা মারি।
রামের কথা শুনি ফাফর হইল লক্ষ্মন
মায়ের তরে মন্দ করে হেন কোন জন।
সুমিত্রা অধিক সীতা ঠাকুরানী মা
পলাইয়া গেল কাক আঁচড়িয়া গা।
দেখিতে না পাই কাক গেল কোনখানে
বানেত বিন্ধিয়া তারে মারিব পরানে।
হেনকালে রামেরে বলেন দেবী সীতা
আঁচড়িয়া গেল কাক বড় পাই ব্যথা।
কাক মারিতে রঘুনাথ পুরিল সন্ধান
যে দেশে গেল কাক সে দেশে তারে হান।
কৈলাশ ছাড়িয়া কাক অমরাবতী যায়
কাক মারিতে রামের বান পাছুৎ ধায়।
ইন্দ্রের ঠাঁই কাক গিয়া পসিল শরন
ঐষিক বান রামের হইল ব্রাহ্মন।
ব্রাহ্মন হইয়া বান গেল ইন্দ্রের ঠাঁই
শ্রীরামের বান আমি জয়ন্ত কাক চাই।

বিষম করিয়াছে কর্ম্ম বধিব জীবন
কাক রাখিলে ইন্দ্র হবে তোমার মরণ।
কাক রাখিতে নারিলেন দেব পুরন্দর
আনি দিল কাক রামের বানের গোচর।
জয়ন্ত কাক দেখি রোষে শ্রীরামের বাণ
বিন্ধিয়া করিল কাকের এক চক্ষু কাণ।
শ্রীরামের কাছে দিল বিন্ধি এক আঁখি
করুণাসাগর রাম না মারিল পাখি।
শ্রীরাম বলেন সীতা দেখ কাকের অপমান
যে চক্ষে দেখিল সেই চক্ষু হৈল কাণ।
অপমান পাইয়া কাক গেল নিজ দেশে
অযোধ্যা কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

দুই প্রহরের রৌদ্রে সীতার হৈল বড় ব্যথা
চলিতে না পারি প্রভু আজি রহ এথা।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত সীতার পায়ের অঙ্গুলী
রৌদ্রে মিলায় যেন ননীর পুতুলি।

মুনির আজ্ঞা দিয়া তখন যান তিন জনে
মুনির স্ত্রী বধূ আইল সীতাসম্ভাষণে।
পথেতে যাইতে তারা দেখে তিন জন
সীতার কাছে গিয়া তারা জিজ্ঞাসে কারণ।
রাজকুমারী তোমায় দেখি সুন্দর মূর্ত্তি
এক কথা কহি হের কর অবগতি।
নীলকমলদল নব জলধর
দূর্ব্বাদলশ্যাম তনু অতি মনোহর।
সুন্দর বদন দেখি ত্রিভুবনের সার
আগে যান মহাশয় কে হন তোমার।
নীলকমলমুখে ভ্রূভঙ্গী রচিতা
পুলকে মণ্ডিত গণ্ড হাসিলেন সীতা।
লাজে হেট মুণ্ড সীতা নাহি বলেন আর
ইঙ্গিতে বলেন সীতা স্বামীত আমার।
কমলিনী সীতা পথ বহেন ধিরে ২
তিন জন গেল তবে যমুনার তীরে।
যমুনার গম্ভীর জল পাতাল প্রমাণ
রাম দেখি হৈল জল হাঁটুর সমান।

না জানিয়া ভেলা তাহে বান্ধেন লক্ষ্মন
হাঁটু পানি পার হৈয়া গেল তিন জন।
মুনির চরনে রাম বন্দিল তখন
শ্রীরাম দেখিয়া মুনি হরষিত মন।
মুনি বলেন শ্রীরাম আপনি নারায়ন
তপস্বির বেশে কেন আইলা তিন জন।
রাম বলে বাপের আজ্ঞায় আইনু বনবাসে
চৌর্দ্দ বৎসর থাকিব তপস্বির বেশে।
যমুনার পার রাম হৈল বনবাসে
রথ লইয়া সুমন্ত্র ওতরিল দেশে।
ছয় দিন বই গেল অযোধ্যা নগর
যোড়হাতে দাণ্ডাইল রাজার গোচর।
রাজব্যবহারে পাত্র রাজারে নমস্কারে
শ্রীরাম রাখিয়া আইলাম গুহকের পুরে।
সেথা হইতে আইলাম রাজা তিন দিবসে
শ্রীরাম লক্ষ্মন সীতা রহিল সেই দেশে।
বিদায় দিলেন রঘুনাথ মধুর বচনে
নমস্কার করিয়াছেন তোমার চরনে।

অমৃত জিনিয়া রামের মধুর বচন
গর্জ্জন করিয়া কিছু বলিল লক্ষ্মণ।
গাণ্ডিব ধনুক লৈল গর্জ্জে যেন ফনী
সভেমাত্র কিছু না বলিল ঠাকুরাণী।
এতেক সুমন্ত্র যদি বলিল বচন
পুরির সমেত সভে করিছে ক্রন্দন।
সাত শত মহাদেবী রাজার যত রাণী
কান্দিয়া বিকল সভে পোহায় রজনী।
কেহ কারে না শান্তায় সভে অচেতন
পুর্ব্বকথা রাজার তবে হইল স্মরণ।
কৌশল্যার ঠাঁই রাজা কহে পুর্ব্বকথা
মহাজনের বাক্য কভু না হয় অন্যথা।
মৃগ মারিতে গেলাম আমি শরযুর কুলে
অন্ধ মুনির পুত্র বাওসে জল ভরে।
আমার জ্ঞান মৃগ সব করে জল পান
শব্দ পাইয়া আমি পুরিলাম সন্ধান।
জল ভরিতে ফুটে বান মুনিপুত্রবুকে
প্রান গেল বলি তখন মুনিপুত্র ডাকে।

কোন অপরাধে প্রাণ নিলা কোন জনে
এতেক শুনিয়া আমি গেলায় সেইস্থানে।
মুনিপুত্র বলে রাজা পাড়িলে প্রমাদ
আমারে মারিলে কোন পাইলে অপরাধ।
অন্ধ মাতা পিতা আমি পুষি রাত্রি দিনে
আজি বুড়া বুড়ি মরিবে আমার মরণে।
অন্ধ মাতা পিতা আমার শ্রীফলের বনে
আমা কোলে করি রাজা চল সেই স্থানে।
যাবৎ আমার বাপ নাহি দেয় শাপ
আমা লৈয়া চল তুমি যথা আমার বাপ
এই বই তোর আর নাই প্রতিকার
এতেক বলিল মোরে মুনির কুমার।
অন্ধ বুড়া বুড়ি বসিয়াছে যেইখানে
শিশু কোলে করি আমি গেলাম সেই বনে।
মুনি বলেন রাজা তুমি বড়ই দুষ্কর
অবিচারে কেন মারিলে আমার কোঙর।
আমারে লহ রাজা তুমি শরযুর কূলে
পুত্রের তর্পণ করিব আমি শরযুর জলে।

অন্ধ মুনি ধরিয়া নিলায় শরঘুর পানি
পুত্রের তর্পন করি দিল শাপ বানি।
পুত্রশোকে মরি তারা গেল স্বর্গবাসে
দেশেরে আইলায় আমি পাইয়া তরাসে।
মহাজনের বাক্য কভু না হয় খণ্ডন
আজিকার রাত্রে রানী আমার মরণ।
অন্ধ মুনির শাপ এত দিনে ফলে
ছটফট করে রাজা বোল মুখে হরে।
হাহা রাম করি রাজা তাজিল জীবন
নিদ্রা যায় দশরথ হেন লয় মন।
পুরীরসহিত কান্দিয়া পোহায় রজনী
রাজারে চিয়াইতে গেল সাত শত রানী।
দুই দণ্ড বেলা হৈল সূর্য্যের উদয়
এত ক্ষন নিদ্রা যান রাজা মহাশয়।
রাজা মরিল করিয়া সভার হৈল মন
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহিক জীবন।
আছাড় খাইয়া পড়ে সাত শত রানী
রাজার পায় ধরি কান্দে সাত শত সতিনী।

পুত্রশোকে কৌশল্যা রানী পরম দুঃখিতা
রাজার পা ধরি কান্দে হইয়া মূর্চ্ছিতা।
সত্যবাদী রাজা তুমি সত্যে বড় স্থির
সত্য পালি স্বর্গে গেলা পুণ্যশরীর।
সত্য না লঙ্ঘিলে তুমি বড় পুণ্যলোক
স্বর্গবাসী হৈয়া এড়াইলা পুত্রশোক।
রাজা স্বর্গে গেল আর রাম গেল বন
দুই শোকে প্রাণ মোর আছে কি কারণ
ভূমে গড়াগড়ি যায় কৌশল্যা মহারাণী
কৌশল্যারে প্রবোধ করেন বশিষ্ঠ মহামুনি।
তোমারে বুঝাব আমি নহেত উচিত
মরা লাগিয়া কান্দ যত সব অনুচিত।
স্বর্গে গেল মহারাজা পালিয়া পৃথিবী
রাজার ধর্ম্ম কর্ম্ম কর তুমি মহাদেবী।
তৈলভিতর পুরিয়া রাখ রাজা দশরথ
দেশে আসি অগ্নিকার্য্য করিবে ভরত।

বসি মরা আছেন রাজা চারি প্রহর রাতি
প্রাতঃকালে পাত্র মিত্র করেন যুকতি।
সত্য পালিয়া রাজা গেল স্বর্গবাস
অরাজক রাজ্য হৈল বড় পাই ত্রাস।
অরাজক রাজ্য হৈল বড় অকুশল
অরাজক পৃথিবীতে নাহি হয় জল।
অরাজক রাজ্য হৈলে বৃক্ষে না হয় ফল
অরাজক রাজ্যে চাকরে না ধীরে বোল।
অরাজক রাজ্যের লোক পথ না বয়
অরাজক রাজ্য হৈলে দস্যুভয় হয়।
অরাজক রাজ্য হৈলে হাতী ঘোড়া লোটে
অরাজক রাজ্য হৈলে লোকের ধন টোটে।
অরাজক রাজ্য হৈলে হয় ডাকা চুরি
অরাজক রাজ্য হৈলে বড় ভয় করি।
অরাজক রাজ্য হৈলে আর রাজা তর্জ্জে
অরাজক রাজ্য হৈলে লোক দুঃখে মজে।
অরাজক রাজ্য হৈলে না বরিষে পুরন্দর
অরাজক রাজ্য হৈলে এত অমঙ্গল।

অরাজক রাজ্য হৈলে স্ত্রী না রহে পাশে
অরাজক রাজ্য হৈলে বড় পাই ত্রাসে।
অরাজক রাজ্যের কথা বড় বিপরিত
অরাজক রাজ্য হৈলে থাকিতে অনুচিত।
রাজ্য করিল দশরথ রাজা মহাশয়
যাহার প্রতাপে লোক থাকিত নির্ভয়।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল কাঁপয়ে যাহার ডরে
রাজ্যের কুশল ছিল যাহার আদরে।
হেন রাজা বিহনে রাজ্য করে টলমল
রাজা হৈলে রাজ্য রক্ষা প্রজার কুশল।
ভরতেরে রাজ্য দিতে রাজার অঙ্গীকার
ভরতেরে আনি দেশে দেহ রাজ্যভার।
ভরত গিয়া থাকিলেন মাতামহের ঘরে
দুত পাঠাইয়া ভরত আনহ সত্বরে।
রাজা স্বর্গে গেল রাম গেল বনে
এতেক প্রমাদ ভরত কিছুই না জানে।
এ সব কথা ভরতেরে না কহিত এখন।
তবে ভরত দেশে না করিবে গমন।

মায়ের দোষ শুনিলে ভরত না আসিবে কোপে
ভরতেরে আনিতে না পারিবে কার বাপে।
রাম গেলেন বনে ভরত মাতুলের পাড়া
চারি পুত্র থাকিতে দশরথ বাসিমরা।
বুদ্ধের আগল পাত্র মন্ত্রণা বিশেষ
সেই সে ভরত আনিতে পারিবেক দেশ।
যাত্রা করিয়া দিলেন বশিষ্ঠ পুরোহিত
ভরত আনিতে তারা চলিল ত্বরিত।
হস্তিনা নগর তারা গেল তিন দিবসে
আর দিন গেল তারা কুরুক্ষের দেশে।
নীহারের রাজ্য গেল ত্বরিত গমনে
লক্ষ্মী অধিষ্ঠান পুরী বিচিত্র আওজনে।
রাত্রি দিন পথ বহিয়া চলিল সত্বর
পুনবের রাজ্যে গেল দেখি মনোহর।
আড়িকুল দেশ গেল যেন অমরাবতী
নানা কুতুহলে লোক করয়ে বসতি।
বহবেনু নদী পার হৈল সর্ব্ব জন
নদীর দুই কূলে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ।

অনেক নদ নদী কন্দর হইল পার
অনেক দেশ দেশান্তর এড়ায় অপার।
গিরিরাজ দেশে কেকয় রাজা বৈসে
ওত্তরিল গিয়া ঝাট পঞ্চম দিবসে।
রাত্রি দিন পথ বহিয়া হইয়াছে বিকল
রন্ধন ভোজন করে পাইয়া রম্য মূল।
ভরতের তাঁহি নাহি হয় দরশন
পথশ্রমে নিদ্রা যায় হৈয়া অচেতন।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের সরস্বতী অধিষ্ঠান
অযোধ্যা কাণ্ড রচিল গীত অমৃতসমান।

সুখে নিদ্রা যায় ভরত খাটের ওপর
কুস্বপ্ন দেখিয়া ভরত ওঠিল সত্বর।
রাত্রিপ্রভাতে ভরত বসিল দেয়ানে
পাত্র মিত্র সভে আইল ভরতের স্থানে।

গায়ক রসাল আইল অমৃত নাচনী
সুললিত গীত গায় মধুর তাল শুনি।
নৃত্য গীত করে তারা পরম শকতি
কথাবার্ত্তা নাই ভরত বিস্ময় বড় মতি।
সপ্তস্বরা গায় কেহ মধুর বীনা বাজায়
ভরতেরে বিরস দেখি নৃত্য গীত রয়।
ভরতেরে জিজ্ঞাসা করেন পাত্রগনে
এবোল শুনিয়া ভরত বলেন তখনে।
আজি কুস্বপ্ন দেখিলাম রাত্রি অবশেষে
চন্দ্র সূর্য্য খসিয়া যেন পড়িল আকাশে।
কালিয়া হেন এক বুড়ি কহেত স্বপন
রাম লক্ষ্মণ রাজ্য ছাড়ি গেল তপোবন।
মরা বাপ দেখিলাম তৈলের ভিতর
বাপের দেখিনু আমি এত অমঙ্গল।
চারি ভাই আর বাপ এই পাঁচ জন
অনুমানে বুঝি আমার বাপের মরন।
ভরতের কুস্বপ্ন শুনি সভার তরাস
পাত্র মিত্র ভরতেরে দিলেন আশ্বাস।

কুস্বপ্ন দেখিয়াছ যদি অতি দুরাচার
তাহার শুনহ ভরত কহি প্রতিকার।
দেবতার পূজা তুমি কর সাবধানে
ব্রাহ্মণ সজ্জন তুষ্ট কর মহাদানে।
ইহা বই ভরত কিছু নাই উপদেশ
দান হইতে ভরত ঘুচিবে তোমার ক্লেশ।
পাত্র মিত্র দিল যদি এতেক যুকতি
স্নান করি ভরত দান করে শীঘ্রগতি।
আগে দেবতা পূজা করেন দিয়া উপহার
তবে দান করেন ভরত সকল ভাণ্ডার।
যতেক ভাণ্ডার ছিল ভরতের মনে
ব্রাহ্মণেরে দান করে ধনবরিষণে।
সকল ভাণ্ডার শূন্য কৈল নাই আর ধন
তবুত ভরতের কিছু স্থির নহে মন।
কেকয় মহারাজ বড় বিক্রমে প্রতাপ
দেয়ানে বসিল রাজা অতুল সন্তাপ।
ভরত বসিলেন গিয়া মাতামহের পাশ
তখন অযোধ্যার লোক সাম্ভায় আওয়াস।

কেকয় রাজার তরে দূত নোঙায় মাতা
ভরতের আগে গিয়া কহে সব কথা।
তোমায় নিতে আমরা আইলাম সর্ব্ব জন
ঝাট ভরত দেশে তুমি করহ গমন।
রাজার নিস্যান দেখ হাতের অঙ্গুরী
ঝাট চল ভরত আমরা রহিতে না পারি।
এক দণ্ড না রহিব আছে বড় কায
ভরতে বিদায় দেহ কেকয় মহারাজ।
কথার প্রবন্ধে তারা কহিল বিশেষ
তোমারে দেখিবেন রাজা ঝাট চল দেশ।
শুনিয়া ভরত কিছু না যান প্রতীত
যত স্বপ্ন দেখিলাম সকল বিপরিত।
ভরত বলেন বাপের কথা কহ পাত্রগণ
কুশলে আছেন তোমার শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কৈকেয়ী মাতা কুশলে আছেন কৌশল্যা মাতা
সকল কথা কহ তবে দেশে আমি যাই।
পাত্র মিত্র বলে ভরত সভার কুশল
সভারে দেখিবে যদি ঝাট চল ঘর।

মাতামহের পায়ে ভরত করিল নমস্কার
দেশে গিয়া তোমা দেখি আসিব আরবার ॥
হাতী ঘোড়া দিল রাজা বহুমূল্য ধন
বিদায় হইয়া চলে ভরত শত্রুঘ্ন।
অযোধ্যায় গিরিরাজ দশ দিনের পথ
তিন দিবসে গিয়া ওত্তরে ভতর।
শ্রীরামের শোকে লোক করিছে ক্রন্দন
অযোধ্যার লোক কেন বিরস বদন ॥
এত শুনি পাত্র মিত্র হেট কৈল মাথা
ভাল মন্দ ভরতেরে না কহিল কথা।
অযোধ্যার লোক এমত করিছে নিয়ম
রামের কথা রাজার কথা না কহে কোন জন।
বিদায় করি পাত্র মিত্র চলিল সকল
বাপের আওয়াসে ভরত চলিল সত্বর।
বাপেরে না দেখে ভরত শূন্য আওয়াস
তখনি জানিল ভরত বাপের বিনাশ।
মৃত্যুকালে দশরথ কৌশল্যার ঘরে
মরা শরীর আছে তথা তৈলের ভিতরে।

বাপের আওয়াসে বাপ নাই দেখি
মায়ের আওয়াসে যান মনে বড় দুঃখী।
কৈকেয়ী বসিয়া আছেন রত্নসিংহাসনে
ভরতের যত দুঃখ কৈকেয়ী না জানে।
পুত্র রাজা হইবে রানী বড়ই কৌতুকে
হেনকালে ভরত গেল মায়ের সম্মুখে।
ভরত দেখিয়া রানী তাজিল সিংহাসন
ভরত করিল মায়ের চরণ বন্দন।
মুখে চুম্ব দিয়া রানী পুত্র কৈল কোলে
কুশল বার্ত্তা কহ ভরত আমার বাপার ঘরে।
কেকয় রাজা আমার বাপ আছেন কুশলে
কুশলে আছেন মোর ভাই সহোদরে।
কেকয় রাজার পুত্র আছেন কুশল
কুশলে আছেন আমার ভাই সকল।
বিমাতা মাতা আমার বাপের যত স্ত্রী
কুশলে আছেন বাপার রাজ্য রাজগিরি।
ভরত বলেন মা তুমি নহত পাগল
মা বাপ ভাই তোমার আছেন কুশল।

বন্ধু বান্ধব তোমার কেহ নাই ঘরে
সকল লোক জন তোমার আছেন কুশলে।
তুমি যত জিজ্ঞাসিলে কহিলাম সকল
আমি যাহা জিজ্ঞাসি তাহা কহত সত্বর।
অনেক দিনের পর দেশে আইনু আচম্বিত
অযোধ্যার লোক কেন নহে হরষিত।
শোক উপবাসী লোক রাত্রি দিবা কান্দে
আমারে দেখিয়া লোক তোমার তরে নিন্দে।
বাপের আওয়াসে গেলাম বাপ নাই দেখি
প্রমাদ পাড়িয়াছে মা মনে পাই সাক্ষী।
যে কথা কহিতে লোকের মুখে না আইসে
হেন কথা কহে রাণী পরম হরিষে।
সত্যবাদী তোমার বাপ সত্যে বড় স্থির
সত্য পালি স্বর্গে গেল পুণ্য শরীর।
শূন্য রাজ্য আছে তোমার বাপের মরণে
আছাড় খাইয়া ভরত পড়ে ততক্ষণে।
কাটিলে কদলী যেন ভূমেতে লোটায়
মূর্চ্ছিত হইয়া ভরত গড়াগড়ি যায়।

হাত পা আছাড়ে ভরত বাপ বলি ডাকে
কান্দিয়া বিকল ভরত হৈল বাপের শোকে।
কৈকেয়ী বলে শুন ভরত কর অবধান
তোমার ক্রন্দনে মোর বিদরে পরান।
সর্ব্ব শাস্ত্র জান ভরত মহাবুদ্ধি ধরে
মা বাপ লৈয়া কেবা কোথা রাজ্য করে।
ভরত বলে শুনিলাম বাপের মরণ
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তাঁরা কোথা দুই জন।
শ্রীরামের তরে বাপ দিবেন রাজ্যভার
আপনি বসিয়া রাম করিবেন অধিকার।
এই সব যুক্তি হৈল পূর্ব্বে আমি জানি
হেন যুক্তি বিপরিত এবে হৈল কেনি।
দশ হাজার বৎসর আমার বাপের জীবন
নয় হাজার বৎসরে বাপ মরেন কিকারন।
রাজার মরনে তোমার নাহিক বিসাদ
অনুমানে বুঝি তুমি পাড়েজ প্রমাদ।
রাজার কন্যা কৈকয়ী বাড়িছে নানা সুখে
ভাল মন্দ না জানে বলে যত আইসে মুখে।

শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই ভাই হইল তপস্বী
সীতা লৈয়া দুই ভাই হৈল বনবাসী।
ভরত বলেন তিন জন কেন গেল বনে
পরান বিদরে মাতা তোমার বচনে।
কার ধন জন লৈলেন কার লৈলেন নারী
কোন দোষে শ্রীরাম ভাই হৈল দেশান্তরী।
স্ত্রীর যত বুদ্ধি কেহ বুঝিতে না পারি
রঘুনাথের যত গুন কৈকেয়ী স্মরি।
লোকবৎসল শ্রীরাম ধর্ম্মেতে তৎপর
মা বাপের প্রাণ রাম গুনের সাগর।
শ্রীরাম রাজা হইলে লোক বড়ই কৌতুক
শ্রীরামের প্রসাদে লোক পায় নানা সুখ।
কালি রাম রাজা হইবেন আজি অধিবাস
হেনকালে রামকে পাঠাইনু বনবাস।
তোমারে রাজ্য দিয়া শ্রীরাম গেল বন
হাহা রাম করিয়া রাজা ত্যজিল জীবন।

মায়ের ক্ষীর মুখে কভু শুষিতে না পারে
লৈয়াছিল রাজ্য রাম কাড়িয়া দিনু তোরে ।
রাজা হৈয়া রাজ্য কর বৈস রাজপাটে
রাজশ্রী আছে ভরত তোমার ললাটে ।
ঘায়ের ওপর ঘা পাইলে অধিক যেন জ্বলে
আছাড় খাইয়া ভরত পড়ে ভূমিতলে ।
আপনার গুণ মাতা কহ আপন মুখে
আপনা মজাইলে তুমি তুলিলে নরকে ।
রাজকুলে জন্ম তোর শুনিলে কোনখানে
কনিষ্ঠ ভাই রাজা হয় জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে ।
তোমার বাপ ভাই কত করে ধর্ম্ম কর্ম্ম
সে বংশেতে কেন হৈল রাক্ষসীর জন্ম ।
নিশাচরী হৈয়া তুমি হইলি মানুষী
রঘুবংশক্ষয় হেতু হইলি রাক্ষসী ।
শ্রীরামের শোকে রাজা ত্যজিল জীবন
তবে কেন শ্রীরামে তুমি পাঠাইলে বন ।
তাঁহার প্রসাদে তোমার এতেক সম্পদ
তিন কুল মজাইলি স্বামী করিয়া বধ ।

মা হইয়া পুত্রের তরে দিল এত শোক
তোমার তরে কাটিলে তিলেক নাহি দুঃখ ।
এমন রাক্ষসী তুই নাহি দেখি কোথা
তোমাহেন মা কাটিলে তিলেক নাহি ব্যথা ।
পরশুরাম যেমত কাটিল মায়ের মাতা
ভৃগু মুনি কেন তবে কাটে মায়ের মাতা ।
রাম পাছে বর্জ্জেন মোরে এই মনে চিন্তা
অধর্ম্ম না হয় যদি কাটি তোর মাতা ।
ইহার কারণ রাম যদি করেন বর্জ্জন
তবু তোরে কাটি আমি বধিব জীবন ।
কোপে অগ্নি হইল ভরত যায় কাটিবারে
শুঠি রড় দিল কৈকেয়ী ভরতের ডরে ।
কত দূর গিয়া কৈকেয়ী করিছে বিষাদ
কার লাগি করিলাম এতেক প্রমাদ ।
মা সম্ভাষিতে শত্রুঘ্ন আইল সেইখানে
ভরতের ক্রন্দন দেখি কাঁদে দুই জনে ।
ভাই ভাই বলিয়া ভরত কৈল কোলে
দুই জনার অঙ্গ তিতে নয়নের জলে ।

শ্রীরামের তরে বাপ দিল রাজ্যখণ্ড
কোথা হৈতে কুজী চেড়ি পাড়িল পাষণ্ড।
কুজী চেড়ি বসিয়াছিল রত্নসিংহাসনে
মুক্তার হার তার কুজের শোভনে।
খসিয়া পড়ি যেন আকাশের তারাগন
তোমার লাগিয়া বাপ মরে ভাই গেল বন।
প্রান বধ করি তোর জীবনের ঘুচাইব আস
তুই কুজী হৈতে মোর হইল সর্ব্বনাশ।
কুজীর লাগ পাইলে ভাই মারিব পরাণে
বিধাতানির্ব্বন্ধে কুজী আইল সেইখানে।
ধবল সাড়ি পরিয়াছে নানা অভরন
সর্ব্বাঙ্গে পুরিয়াছে কুজী গন্ধ চন্দন।
মুক্তার হার তার কুজের উপর
ভরত রাজা করিতে যায় হরিষ অন্তর।
এতেক প্রমাদ হৈবে কুজী নাই জানে
ভরত রাজা করিতে আইসে হরিষ বড় মনে।
হেনকালে দ্বারি বলে শুন শত্রুঘ্ন
এই কুজী করিল বুড়া রাজার মরন।

এই কুজী রামে পাঠাইল বনবাস
এই কুজী সকল রাজ্য করিল বিনাশ।
এই কুজী মজাইল অযোধ্যা নগরী
এই কুজী মরিলে সকল দুঃখ পাসরি।
শত্রুঘ্ন বলে ভাই লৈয়াছে আমার মন
এখনি কুজীর আমি বধিব জীবন।
কুপিত হইয়া শত্রুঘ্ন কুজীর ধরে চুলে
চুলে ধরি কুজীরে পাড়িল ভূমিতলে।
হিঁচুড়িয়া লৈয়া যায় কুজীর ধরিয়া চুলে
কুমারের চাক যেন ঘুরাইয়া বোলে।
মরি২ বলিয়া কুজী পরিত্রাহি ডাকে
চুল ছিঁড়ে গেল কুজী কৈকেয়ীর ঘর ঢোকে।
কুজী বলে কৈকেয়ী মোরে কর পরিত্রাণ
ভরত শত্রুঘ্ন মোর লইল পরাণ।
কৈকেয়ীর ঘরে শত্রুঘ্ন সাম্ভাইল রড়ে
চুলে ধরি কুজীরে ঘরের বাহির করে।

ছন্দ তার হার আছে কুজের শোভন
ছিঁড়িয়া পড়িল যেন দীপ্ত তারাগন।
তোর লাগি বাপ মরে ভাই বনবাসী
সকল সৃষ্টিনাশ করিলি তুই হৈয়া দাসী।
কৈকেয়ীর প্রধান দাসী ভরতের বাইমা
রক্তে তোলবোল হৈল কুজীর সর্ব্ব গা।
চুলে ধরি লৈয়া যায় কুজীর যায় জড়
শত্রুঘ্ন দেখি কৈকেয়ী উঠিয়া দিল রড়।
চেড়িরে মারিয়া পাছে আমায় আসি মারে
ত্রাস পাইয়া কৈকেয়ী পলায় ভিতরে।
শত্রুঘ্ন বলে শুন কৈকেয়ী সতাই
পলাইয়া যাইহ নাই এক কথা কই।
সাত শত সতিনী জিনিয়া তোমার প্রতাপ
তুমি যাহা বলিতে করিতেন মোর বাপ।
রাজার কুমারী তুমি রাজার মহাদেবী
তোমাসম সৌভাগ্যা স্ত্রী নাহিক পৃথিবী।
শচীর অধিক সম্পদ বলে সর্ব্ব লোকে
আমি কেন মারিব তুমি ডুবিলে নরকে।

চেড়ির বোলে তোমার বুদ্ধি গেল রসাতল
দোষ অনুরূপ তোমার কি করিব ফল।
যদি তোমায় বধি প্রাণে দুঃখ নাই ঘুচে
সতস্রা বধ করিয়া কুজী বধিব পাছে।
তোমার চেড়িরে মারিব তোমার সম্মুখে
জ্বলিয়া পুড়িয়া যেন মর চেড়ির শোকে।
চুলে ধরিয়া চেড়িরে মাটিতে মুখ ঘসে
দেখিয়া কৈকেয়ী দেবী কাঁপিছে তরাসে।
বুকে হাটু দিয়া তবে কুজীর ধরে গলা
মুদ্গরের বাড়িতে ভাঙ্গিল পায়ের নলা।
একেত কুচ্ছিত কুজী তায় হইল খোঁড়া
সর্ব্ব গায়ে চড় গেল যেন রক্তবোড়া।
অচেতন হইল কুজী শ্বাসমাত্র আছে
ভরত বলেন স্ত্রীবধ হইয়া থাকে পাছে।
ধিরে২ বলেন ভরত শোকে অচেতন
স্ত্রীহত্যা হয় পাছে শুনরে শত্রুঘ্ন।
রক্তচর্ম্ম নাই কুজীর অস্থিমাত্র সার
স্ত্রীবধ হয় পাছে ভাই না মারিহ আর।

স্ত্রীবধ মহাপাপ শুনরে শত্রুঘ্ন
এই পাপে রাম তোমায় করিবেন বর্জ্জন।
মায়ে না কাটিলাম আমি এই পাপের ডরে–
এত শুনি শত্রুঘ্ন কুজীর ডরে ছাড়ে।
কুজীরে ধরিয়া নিল কৈকেয়ী বিদ্যমান
এতেক প্রমাদে তার রহিল পরান।
ভরত বলেন শত্রুঘ্ন দেবে সকল জানে
এতেক হইবে ভাই জানিব কেমনে।
শ্রীরামের তরে বাপ দিলেন ছত্র দণ্ড
মা কোথা থাকি আমার পাড়িল পাষণ্ড।
সংসারের ভোগ ভুঞ্জে তবু নাই আঁটে
রাজমহাদেবী হইয়া চেড়ির বাক্যে খাটে।
আমি দুষ্ট চণ্ডাল হইলাম মায়ের দোষে
সতাইর ঠাঁই যাব আমি কেমন সাহসে।
শত্রুঘ্ন বলে সতাই না করিবেন রোষ
আপনি জানেন সতাই যার যত দোষ।
ভরত শত্রুঘ্ন এথা কান্দেন দুই জনে
আপন আওয়াস থাকিয়া কৌশল্যা সব শুনে

ভরত শত্রুঘ্ন চলিল ভাই দুই জন
কৌশল্যার করিলেন দোঁহে চরণ বন্দন।
পুত্র২ বলি কৌশল্যা ভরতে নিলেন কোলে
দুই জনার সর্ব্বাঙ্গ তিতিল চক্ষুর জলে।
রাত্রি দিবা কৌশল্যার না ঘুচে ক্রন্দন
মায়ে পোয়ে রাজ্য ভরত কর দুই জন।
শ্রী রামকে রাজ্য দিতে রাজা করিল অধিবাস
হেনকালে তোমার মা দিলেন বনবাস।
কার ধন হরিলেন পুত্র কার হরিলেন নারী
কোন দোষে পুত্রে মোর করিলেন দেশন্তরী।
আমারে কেন থুইয়াছ আমি তোমার কাঁটা
শ্রীরামের ঠাঁই পাঠাও মাথায় ধরি জটা।
দুঃখভাগী যেই জন সেই পায় দুঃখ
মায়ে পোয়ে ভরত তুমি কর রাজ্যসুখ।
প্রাণ ওড়িল ভরতের কৌশল্যার বোলে
শ্রীরামের সেবক আমি তুমি জান ভালে।
আমি যদি জানি শ্রীরাম গিয়াছেন বনে
দিব্বি করি সত্তাই আমি তোমার চরণে।

রাজা হইয়া প্রজা পীড়ে না করে পালন
তত পাপের পাপী হই জানিহ কারন।
প্রজা হৈয়া রাজার দ্রোহ করে যেই লোকে
তত পাপের পাপী হই ডুবিব নরকে।
বিদ্যা পাইয়া গুরুরে যে না করে সেবন
কর্ম্ম করি দক্ষিণা না দেই যেই জন।
আপনা বাখানে যেবা পরনিন্দা করে
ইহার অধিক পাপী নাহিক সংসারে
স্বামী হীন হরিলে হয় যতেক পাতক
তত পাপের পাপী আমি ভুঞ্জিব নরক।
মুই জানি শ্রীরাম যদি গিয়াথাকে বনে
এই দিব্বি করি আমি তোমার চরণে।
এত দিব্বি করে ভরত কৌশল্যা বরাবরে
শোক পাসরিনু ভরত তোমার ব্যবহারে।
রায়ের হৃদয় যেমন ধর্ম্মেতে তৎপর
তোমার হৃদয় ভরত একই সোসর।
চৌদ্দ বৎসর গেলে রাম আসিবেন দেশ
তত দিনে দুই প্রাণ হইবে নিঃশেষ।

মরা শরীর আছে রাজার বড় পাই লাজ
ঝাট করি কর ভরত বাপের অগ্নিকায।
বাপের শোক ভাইর শোক মায়ের অপযশ
কান্দিয়া বিকল ভরত রাত্রি দিবস।
অঁমা লাগিয়া বাপ মরে ভাই বনবাসী
এতেক জানিলে কেন দেশের তরে আসি।
বশিষ্ঠ বলেন ভরত তুমি বিচারে পণ্ডিত
তোমারে বুঝাব আমি নহেত উচিত।
সত্য পালিয়া রাজা গেল স্বর্গবাস
হেন বাপের তরে কান্দ পুন্য হয় নাশ।
শ্রীরাম হেন পুত্র যার গুনের নিধান
মরিয়া থাকিল রাজার পৃথিবীতে নাম।
অশেষ প্রকারে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি
কিছুই না শুনে ভরত চক্ষে পড়ে পানি।
কেমতে ধরিব প্রান বাপের মরনে
কেমতে ধরিব প্রান শ্রীরাম গেল বনে।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল ভরত লোঁহে ভরে আঁখি
দুই শোকে প্রান রহে কোথাও না দেখি।

মেঘে যেন চন্দ্র ঢাকিলে হয় মলীন
কান্দিয়াং ভরতের কাপ হৈল বরন।
পাত্র মিত্র সঙ্গে আর বশিষ্ঠ পুরোহিত
বাপের আওয়াস গেল লোক বেষ্ঠিত।
সাত শত রানী তারা শোক উপবাস
ভরতের সঙ্গে গেল রাজার আওয়াস।
বাপ দেখি বলেন ভরত এই তোমার গতি
অনেক দিনের পর আইলাম দেহত সম্মতি।
তোমা দেখিতে আসিয়াছেন সব পুরীজন
উঠিয়া সভারে দেহ পুর্ব্বেবি বচন।
মায়ের দোষে বাপা না চাও চক্ষের কোনে
তত অপরাধি করিনু তোমার চরনে।
বশিষ্ঠ বলে ভরত এখন তাজহ ক্রন্দন
বাপের অগ্নিকার্য্য কর শ্রাদ্ধ তর্পন।
বাপের কার্য্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রে হয়ত অধিকার
রাম দেশে নাই তুমি করহ সংস্কার।
অগৌর চন্দনকাষ্ঠ আনে ভারে ২
ঘৃত মধু কলসে ভরি লইল সত্বরে।

মুক্তা প্রবাল আন বহুমূল্য হীন
রাজচতুর্দ্দোল আন বিচিত্র সিংহাসন।
সুগন্ধি পুষ্পের মালা গন্ধে মনোহর
রাজচতুর্দ্দোলে রাজা চাপাই সত্বর।
অযোধ্যা নগরে যত স্ত্রী পুরুষ আছে
মাতায় হাত দিয়া যায় দশরথের পিছে।
তৈলের ভিতর বাসি মরা আছে রাজা
পৃথিবী পালিল যত লোক জন প্রজা
দশরথে স্নান করায় শরযুর কূলে
দেখিয়া সকল লোক হইল বিকলে।
সুন্দর বস্ত্র পরাইল সুন্দর কস্তুরী
সর্ব্বাঙ্গি ভরিয়া দিল সুন্দর ওত্তরী।
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য গন্ধে মনোহর
হেন মালা দিল রাজার গলার ওপর।
চিতার ওপর লইয়া করায় শয়ন
হেটে ওপর কাষ্ঠ দিল অগোর চন্দন।

তিন লক্ষ ধেনু ভরত ব্রাহ্মণে দিল দান
রাজার সম্মুখে আনি দেয় শাস্ত্রবিধান।
মরা শরীর ভস্ম করিল ঘৃতের অনলে
বাপের তর্পন করিল ভরত শরযুর জলে।
তর্পন করি পিণ্ড দিল ওতিয়া নদীর পাড়ে
মূর্চ্ছিত হইয়া ভরত আছাড় খাইয়া পড়ে।
ভরত বলেন তোমরা সকল যাহ দেশে
বাপের অগ্নিতে আমি করিব প্রবেশে।
বাপ পরলোক গেল ভাই গেল বন
দেশের ভরে যাব আমি কোন প্রয়োজন।
বশিষ্ঠ বলেন ভরত উপযুক্ত নয়
জন্মিলে মরন আছে অবশ্য ইহা হয়।
মরন হয় এড়াইতে না পারে সংসারে
মরিলে সকলের জন্ম হয় আরবারে।
সকলে মরেন কেহ নহেত অমর
ক্রন্দন সম্বর ভরত চলহ সত্বর।
শূন্য হইল আজি অযোধ্যা নগরী
রথে চড়ি গেল সবে রাজার অন্তঃপুরী।

কান্দিতেং উপবাসে পোহায় রজনী
রাত্রি দিন কান্দে ভরত চক্ষে পড়ে পানি।
ত্রয়োদশ দিবসে ভরত কৈল শ্রাদ্ধ দান
নানা দান করে ভরত শাস্ত্রের বিধান।
ঘোড়া হাতী দান কৈল রথ সাজন
মনি মানিক দান কৈল গায় সাজন।
বিপ্রে দান দিল সোনা সাত লক্ষ তোলা
লক্ষ ধেনু দান কৈল বিস্তর সোনার মেখলা।
তিরাশি লক্ষ মোন সোনা আছিল ভাণ্ডারে
সকল ধন বিলাইল ধন নাই আর।
আটাশি লক্ষ ধেনু ভরত করিলেক দান
পৃথিবীতে দাতা নাই ভরতসমান।
যতং রাজা হৈল চন্দ্র সূর্য্যকুলে
এমন দান কেহ কোথা না করে ভূমণ্ডলে।
শ্রাদ্ধ নিবড়িল তবে নিবড়িল দান
পাত্র মিত্র কহে গিয়া ভরতের স্থান।
সূর্য্যবংশের রাজ্য তোমার অযোধ্যা নগরী
তোমারে রাজা দিয়া রাজা গেল স্বর্গপুরী।

বাপে দিল রাজ্য তুমি ছাড় কি কারণ
রাজা হইয়া কর তুমি প্রজার পালন।
তুমি বই রাজ্য করিতে আনের নাই সাজে
রাজা না হইলে তোমার বাপের রাজ্য মজে।
ভরত বলেন হেন যুক্তি না বলিহ আর
জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার।
রাজা হৈয়া আমি যদি বৈশি রাজপাটে
মা যত দোষ করিল আমায় সব ঘটে।
রাজার যোগ্য আমার শ্রীরামচন্দ্র ভাই
শ্রীরামে রাজা করিব আমি চলহ তথাই।
অভিষেকের যত দ্রব্য লহ রাজ্যখণ্ড
তথা গিয়া শ্রীরামের ওপর ধরি ছত্র দণ্ড।
রাম রাজা করিয়া পাঠাব নিজ দেশে
রামের বদলে আমি থাকিব বনবাসে।
ডাঙ্গাভহর সোসর করহ সকল বাট
সুখে পথ বহে যেন ঘোড়া হাতী ঠাট।
ভরতের আজ্ঞায় সকলে পড়ে তাড়া
ভরতে বলেন সভে হাত করি জোড়া।

তোমার যশ যত তাহা ঘুষিবে সংসারে
তোমার মায়ের অপযশ ভারতভিতরে।
ভাল মন্দ মায়ে পোয়ে এথাই বিদ্যমান
কৈকেয়ীনিন্দা করে লোক ভরত বাখান।
আর কিছু না কহে ভরত মন করিল দৃঢ়
হাতী ঘোড়া ঠাট কটক সব সাজেত চড়।
ঘোড়া হাতী রথ লয়ে সাজন সারথি
শ্রীরাম আনিতে ভরত চলে শীঘ্রগতি।
দাস দাসী চলিল রাজার যত স্ত্রী
ছোট বড় সকল চলিল অন্তঃপুরী।
শ্রীরাম আনিতে ভরত চলিল ত্বরিতে
রাজ্যখণ্ড লোক আগু চায়ত ভরতে।
সৈন্য সামন্ত লয়ে যুদ্ধসেনাপতি
ভরতের আজ্ঞায় চলিল শীঘ্রগতি।
কৌশল্যা সুমিত্রা লয়ে দুই সতিনী
আর যত চলিলেন বুড়া রাজার রাণী।

বশিষ্ঠ আদি করিয়া যতেক মুনিগণ
রাজ্যসমেত চলে সকল পুরীজন।
কৈকেয়ী না যায় কেবল ভরতের ডরে
বিংশতি ক্রোশ পথ কটক আড়ে যোড়ে।
কতক দূর গিয়া ভরত করিল দেয়ান
হেনকালে বশিষ্ঠ বলে ভরতবিদ্যমান।
যত্ন করি আপনি বিধাতা যদি আইসে
তবু শ্রীরামেরে আনিতে নারিবেন দেশে।
হেন রামে আনিতে চলিয়াছ সংসার
আনিতে নারিবে রাম দুঃখমাত্র সার।
বাপের সত্য পালিতে শ্রীরাম গেল বন
বাপে দিল রাজ্য তুমি ছাড় কিকারণ।
ভরত বলে আমার তুমি কিসের পুরোহিত
পুরোহিত হৈয়া কেন বল অনুচিত।
তোমার চরণে মোর শত পরিহার
হেন অমঙ্গল বাক্য না কহিও আর।
শ্রীরামের চরণ বিনা গতি নাই আর
রামেরে আনিয়া আমি দিব রাজ্য ভার।

যুক্তি দিয়া ভরতেরে না পারে রাখিতে
শ্রীরাম আনিতে ভরত চলে রাজা সমেতে।
যমুনার পার রাম আছেন বনবাসে
গুগুরিল গিয়া ভরত শৃঙ্গবের দেশে।
পৃথিবী যুড়িয়া ঠাট এক চাপে যায়
গঙ্গাতীরে বৈসে চণ্ডাল দূরে থাকিয়া চায়।
কোন রাজা সাজিয়া আইসে যুদ্ধ করিবারে
আপনার ঠাট গুহা এক ঠাঁই করে।
চিনিলেক গুহা যত অযোধ্যার ঠাট
আপন কটকে গুহা আগু চাইল বাট।
গাছের বাকল পরাইল পাঠাইল বনে
রাজ্যখণ্ড নৈয়া তবু ক্ষমা নাই মনে।
আমার বিদ্যমানে আমার মিতারে সাজে বাড়ি
না জানে ভরত পাছে আছে গুহার বাড়ি।
সাজিল চণ্ডাল ঠাট ধনুকে দিয়া চড়া
বিষম শরেতে মুই কাটিব হাতী ঘোড়া।
সকল ঠাট কাটিয়া আজি ফেলাব যর স্রোত
দেশের তরে বাহুড়িয়া না যায় ভরত।

মারং বলিয়া দগড়ে দিল কাটী
হেনকালে গুহা বলে ভরত্তে আগু ভেটী।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু কলসিং
অমৃতসমান ফল আনিল রাশিং।
গুবাক নারিকেল কান্দি আম্র কাঁটাল
অমৃতসমান ফল লৈল ভারেভার।
ভাল মৎস্য বান্ধিয়া নিল রোহিত চিতল
মাত্তায় বোঝা কান্দে ভার বহেত সকল।
যদি ভরত শ্রীরামের তরে করেন রাজা
ভালমতে করিব ভরত্তের পুজা।
যদি ভরত আসিয়া থাকেন বিপক্ষ জ্ঞানে
তবে ভরতের ঠাট কাটিব আজি বানে।
সাত পাঁচ গুহা তখন চিন্তে মনেমন
হেনকালে সুমন্ত্র আসি বলেন বচন।
সুমন্ত্র বলে রাম নিতে আইলেন ভরত
এথা হৈতে শ্রীরাম গেলেন কোন পথ।
গুহা বলে হেথা দেখা না পাবে ভরত
হেথা হইতে গেলেন রাম চিত্রকুট পর্ব্বত।

ভরতের তরে গুহা নোওাইল মাতা
ভেট দিয়া গুহা তবে কহেন সব কথা।
গুহা বলে ঠাট তোমার বনের ভিতরে
আজ্ঞা কর কটক ভুঞ্জে অতিথি ব্যবহারে।
ভরত বলেন ঠাট মোর বন্ধ নিদর্শন
যাবৎ না হয় রামের সনে দরশন।
গঙ্গার ঢেও ওঠে বিষম শঙ্কটে
তুমি যদি পার কর যাই চিত্রকূটে।
গুহা বলে আমার ঠাট সকল পথ জানে
কটক সমেত ভরত যাই তোমার সনে।
তোমার বচনে আমি না যাই প্রতীত
মনে তোলা পাড়া করি দেখি বিপরীত।
কোন রূপ ধরি আইলে ভাই দরশনে
সাজন কটক দেখি বিস্ময় হয় মনে।
ভরত বলেন মন তুমি না জান আমার
শ্রীরামের চরণ বিনা গতি নাহি আর।
শ্রীরাম বই রাজা হৈতে আনে নাহি পারে
রাজা সমেত আইলাম রাম নিবার তরে।

গুহা বলে ধন্য ভরত তোমারে আমারে
তোমার যশ দুষিবারে রহিল সংসারে।
তোমা হেন ধন্য ভাই রঘুনাথ মিত্র
রঘুবংশ ধন্য তুমি করিলে পবিত্র।
ভরত বলে গুহা তুমি চণ্ডালের রাজা
কত দিন রঘুনাথের করিলে হে পূজা।
আমি দুষ্ট চণ্ডাল হইলাম মায়ের দোষে
আমাকে কি বলি রাম গেল কোন দেশে।
গুহা বলে এখানে রাম ছিল দুই রাত্তি
দুই রাত্রি এক ঠাঁই ছিলাম সংহতি।
লক্ষ্মণ রামের ভক্ত সেবিতেন রাত্রি দিনে
চারি প্রহর থাকিতেন হাতে ধনুক বাণে।
সুমন্ত্রে বিদায় দিয়া রাম মনে চিন্তে
এথা থাকিলে আমা নিতে আসিবে ভরতে।
এথা হৈতে যাই আমি চিত্রকূট পর্ব্বতে
সেথা থাকিলে আমার দেখা না পাবে ভরতে।
সেই পথে তিন জন করিল গমন
গঙ্গা পার করিয়া থুইলাম তিন জন।

ভরত বলেন তিন জন গেলেন এই পথে
সেই পথ দিয়া তবে চলিল ভরতে।
তাহা এড়িয়া ভরত আর কত দূর গেলে
খড়ের শয্যা ভরত দেখিল গাছের তলে।
তার ওপর শুইয়াছিলেন রাম বনবাসী
খড়েতে জড়িয়াছে পাটকাপড়ের দশী।
কাপড়ের দশী আর খসিয়াছে অভরণ
ঝিকিমিকি করে যেন সূর্য্যের কিরণ।
তাহা দেখি ভরত আছাড় খাইয়া পড়ে
কেমনে শুইয়াছিল ভাই খড়ের ওপরে।
কেমতে আছিল লক্ষ্মন সীতাও জানকী
চিনিলাম সেই অভরন করে ঝিকিমিকি।
আছাড় খাইয়া ভরত লোটায় ভূমিতলে
সুমন্ত্র ধরিয়া তখন ভরত নিল কোলে।
রাজার শোকে রামের শোকে হইল অজ্ঞান
তোমার ক্রন্দনে মোর বিদরে পরান।
উঠিয়া বসিল ভরত কৌশল্যার বচনে
কান্দিয়া বিকল ভরত হৈল সেইখানে।

ঘোড়া হাঁতী ঠাট কটক সাত শত রানী
উপবাসে সেইখানে বঞ্চিল রজনী।
প্রভাতে চলিল ভরত মহাকোলাহলে
ঠাট কটক সমেত রহে ভাগীরথীর কূলে।
গুহা চণ্ডাল আছে ভরতের সঙ্গে
নৌকা আনি পার করে গঙ্গার তরঙ্গে।
পঞ্চাশ কোটি নৌকার প্রবীন ঠাকুর
জল ছাইয়া নৌকা আইল গঙ্গার দুই কূল।
নৌকা মানুষে গঙ্গা পূরিল দুইকূলে
গঙ্গা পার হৈল ভরত কটক মহাবলে।
সৈন্য সামন্ত যত আগে হৈল পার
ঘোড়া হাতী পার হৈল কটক অপার।
সাজন নৌকায় পার হৈল সাত শত রাণী
রাজাসমেত পার হৈল সাত অক্ষোহিণী।
গুহা বলে চিত্রকূটে আমার নাই কার্য্য
মেলানি দেহ আমি যাই আপনার রাজ্য।
লেওটিয়া দেশে যখন করহ গমন
নৌকা মানুষ আমার রহিবে সাজন।

ভরত বলে চণ্ডাল তুমি শ্রীরামের মিত্র
তোমার পূজা করিতে মোর হয়েত উচিত।
যারে কোল দিয়াছেন আপনি শ্রীরাম
তোমারে উচিত আমার করিতে প্রণাম।
চাপিয়া ভরত তারে দিল আলিঙ্গন
সুগন্ধি চন্দন দিল বহুমূল্য হীন।
প্রসাদ পাইয়া গুহ আইল নিজ দেশে
চিত্রকূটে গেল ভরত রামের উদ্দিশে।
মধ্যে মাধব তীর্থ আছে সেই পথে
তাহারে দক্ষিন করি চলিল ভরতে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট রাখিয়া গেল বাটে
জন চারি লৈয়া ভরত গেল চিত্রকূটে।
ভরদ্বাজ বসিয়াছেন চিত্রকূট পর্ব্বতে
মুনির চরণ গিয়া বন্দিল ভরতে।
দশরথের পুত্র আমি ভরত মোর নাম
রাজ্য ছাড়ি বনে আইল মোর জ্যেষ্ঠ রাম।

রামের উদ্দেশে আমি করিয়াছি গমন
কোন দেশে শ্রীরামের পাব দরশন।
মুনি বলেন ভরত তোমার বুঝিতে নারি মন
একেশ্বর আসিয়াছ না বুঝি কারণ।
কটকসমেত আসিয়াছ থুইয়া আইলা পথে
কোন রূপে আসিয়াছ না পারি বুঝিতে।
ভরত বলে কপট রূপে আসিয়া থাকি মুনি
ধ্যান করি মুনি সব জানহ আপনি।
সকল কটকে আইলে আশ্রমে হবে পীড়া
তেকারনে পথে থুইয়াছি হাতী ঘোড়া।
সকল কটক মোর সাত অক্ষোহিনী
কোনখানে রহিবে ঠাট ভয় করি মুনি।
তোমার পীড়া হইলে মুনি বড় করি ভয়
পুরীসমেত আসিয়াছি শুন মহাশয়।
রাজ্য শূন্য হইয়াছে অযোধ্যা নগরী
রাম নিতে আমার সঙ্গে আইল সব পুরী।
পৃথিবীর যত লোক আইল নিতে রামে
কোন খানে রহিবে ঠাট তোমার আশ্রমে।

ভরতের কথা শুনি আজ্ঞা দিল মুনি
আপন ইচ্ছায় আন ঠাট যত অক্ষোহিণী।
দিব্য আওয়াস ঘর দিব্য দিব বাসা
অতিথিব্যবহারে সভার করিব জিজ্ঞাসা।
ভরত বলেন কেবল খানি কত ঘর
কেমতে রহিবে ঠাট কটক বিস্তর।
ভরতের কথা শুনি মুনির হৈল হাস
এখনি দেখিবে ঘর দিব্য আওয়াস।
কটক আনিতে ভরত চলিল আপনি
এথা চমৎকার করেন ভরদ্বাজ মুনি।
যজ্ঞশালায় গিয়া মুনি ধ্যান করি বৈশে
যখন যারে আজ্ঞা করেন সেই তখন আইসে।
সভার আগে বিশ্বকর্ম্মা হৈল আগুয়ান
পর্ব্বত উপর পুরী করিল নির্ম্মাণ।
মুনি বলে বিশ্বকর্ম্মা শুনহ বচন
অমরাবতী স্বর্গ হেন করিবে পত্তন।
আশী যোজন পর্ব্বতের আওতন
সোনার আওয়াস ঘর করিল গঠন।

সোনার প্রাচীর ঘর সোনার আওয়ারী
সোনার বান্ধিল ঘাট দিঘী আর পুখরী।
পুরীর ভিতর করে দিব্য সরোবর
হস্তী ঘোড়া সাজাইল পাইকশালা ঘর।
সোনার খাটে শয্যা কৈল রত্নসিংহাসন
দেবকন্যা লৈয়া খাট করিবে শয়ন।
সোনার বাটা কৈল আর সোনার ডাবর
কস্তুরী কুমং থুইল গন্ধে মনোহর।
যত২ নদী আছে পৃথিবীমণ্ডলে
হস্তী ঘোড়া কটক স্নান করিবে সেই জলে।
সাত শত নদী আইল মুনির ধ্যানে
সুভাস নদী যমুনা আইল সেইখানে।
নর্ম্মদা কৃষ্ণবেনী আইল গোদাবরী
সিন্ধু ভৈরব আইল নদীত কাবেরী।
শরযু তমসা আইল আর মহানদ
তাহার জলে তর্পণ কৈলে পায় মোক্ষপদ।
কালিন্দী পুষ্কর নদী আইল গণ্ডকী
শ্বেত গঙ্গা বিজয়ী গঙ্গা আইল কৌশিকী।

ইক্ষুরস নদী আইল সুগন্ধি সুস্বাদ
মধুরস নদী আইল ঘুচে অবসাদ।
দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি রহে চারি ভিতে
ঘৃতের নদী বহিয়া আইসে সুদু ঘৃতে
সাত শত নদী তথা আইল শীঘ্রগতি
চিত্রকুট পর্ব্বতে আইল গঙ্গা ভাগীরথী।
ভরদ্বাজের তপের কথা বড় চমৎকার
সকল দেবতা আইল দশ দিগপাল।
দেবকন্যা লৈয়া আইল দেব পুরন্দরে
যে কন্যার রূপেতে পৃথিবী আলো করে।
হেমকুট দেখি যেন সুর্য্যের কিরণ
আছুক আনের কায ভুলে দেবগণ।
কৈলাশ হইতে আইল ধনের অধিকারী
সোনার বাসন থালে আলো করে পুরী।
সুমেরু পর্ব্বত হৈতে আইল পবন
মলয়ের বায়ুতে হরিল সভার মন।

দ্বিজরাজ চন্দ্র আইল অমৃতের স্থান
পরম কৌতুকে চাট করিবে মধু পান।
জলের ঠাকুর বরুণ আইল অনল
মরুতগণ বসুগণ আইল বিদ্যাধর।
শনি আদি নবগ্রহ সূর্য্য মহাশয়
চিত্রকূটে আইল সকল মুনির আলয়।
তম্বুর নারদ আইল মধুর বীণা শুনি
নৃত্যক নৃত্যকী আইল অদ্ভুত নাচনি।
শূন্য হইল অমরাবতী ইন্দ্রের নগরী
চিত্রকূট পর্ব্বতের উপর হৈল স্বর্গপুরী
হেনকালে ভরত কটকসমেত আইসে
এতেক করিল মুনি চক্ষুর নিমেষে।
দেখিয়াত ভরতের লাগে চমৎকার
দেবগণ মুনিগণ যুক্তি কৈল সার।
ভরতের সনে যদি রাম যান দেশে
দেব মুনিগণ রহিতে নারিবে স্বর্গবাসে।
রাম দেশে গেলে নাই মরিবে রাবনে
মুনি সব রহিতে নারিবে তপোবনে।

রাম্র নিতে ভরত যেন না যান বনবাসে
এথা হৈতে ভরতে পাঠাইয়া দেহ দেশে ।
দেবগন মুনিগন করিল মন্ত্রনা
ভবনমণ্ডপ ঘরে রহে সর্ব্ব জনা ।
যার যোগ্য যেই আওয়াস যায় সেই জন
যেই দিগে চাহে লোক সেই দিগে রহে মন ।
নারায়ন তৈল মাখায় তায় আমলকী
স্নান করিতে যান সভে সরোবর দেখি ।
কোন পুরুষে যে জন গঙ্গা নাই দেখে
স্নান তর্পন করে সেই পরম কৌতুকে ।
হস্তী ঘোড়া কটক সব চলিল বিস্তর
জলকেলি করিতে সভে গেল সরোবর ।
সাত শত নদী তথা চিত্রকুটে রহে
নদী স্নান করিতে যায় খরতর বহে ।
স্নান করিয়া কটক পরে বিচিত্র বসন ।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিল সুগন্ধি চন্দন ।
কেহ২ বান্ধিলেক বিচিত্র মাতার পাগ
নানা অভরন পরে যার যেই লাগ ।

সকলে পরিল দিব্য নানা অভরণ
কেহ ঠাকুর কেহ নফর না হয় চিনন।
ভোজন করয়ে ঠাট বড় পরিপাটি
সোনার পিড়ি সোনার থাল সোনার সব বাটি।
সোনার গাডু সোনার ডাবর সোনার সব ঝারি
আশী যোজনের পথ কটকে বসিল সারিং।
দেবকন্যা আসিয়া দেয় কটক বসি খায়
কেহ পরিবেশন করে দেখিতে না পায়।
ঘৃত অন্ন দুগ্ধ দধি সুগন্ধি কোমল
নানা বর্ণে পিঠা খাইয়া হইল পাগল।
চন্দ্রমতী বড়া পিঠা মুগের সাউলি
অমৃতসম দুগ্ধে ফেলিল নারিকেল পুলি।
নানা মধু পান করে সুগন্ধি সুস্বাদ
যত পায় তত খায় নাই অবসাদ।
গলাগোঁসর পেট হৈল বুক পাছে ফাটে
আচমন করি সকল ঠাট ওঠে খাটে।
খাটে বসি স্ত্রীর সনে করিল শয়ন
দেবকন্যা আসিয়া করে গায়ের মর্দ্দন।

নারদ বীনা বাজায় তম্বুরে গায় গীত
মলয় বসন্তবায় হরিলেক চিত।
অনেক বিদ্যাধরী সব শুইলেক কোলে
সুখে রাত্রি বঞ্চে ঠাট নানা কুতুহলে।
নৃত্যি আওয়াসে সব নাচের শব্দ শুনি
পরম কৌতুকে ঠাট বঞ্চিল রজনী।
দেশের তরে যাইব আর হেন সাধ নাই
অমরাবতী স্বর্গ মোরা পাইনু হেথাই।
এত সুখ কেহ নাই করয়ে সংসারে
আজুক অন্যের কায বশিষ্ঠ মুনিবরে।
এত সুখ ঠাট করে ভরত নাই জানে
শ্রীরামের চরন বিনে ভরতের নাই মনে।
এতেক করিল মুনি ভরতের তরে
তবু ভরতেরে মুনি ফিরাইতে নারে।
প্রভাত কালে ভরত গেলেন মুনির পাশে
রাম বই মুনি আমার মনে নাই বাসে।
যত কিছু মুনি তুমি করিলে ব্যবহার
শ্রীরাম বিনা দেখি মুনি সব অন্ধকার।

মুনি বলেন ভরত আমি পরিক্ষিলাম তোমা
ত্রিভুবনে ভাইভক্ত নাই কোন জনা।
বর মাগ ভরত বলিল ভরদ্বাজ
আমার বরে ভরত তোমার সিদ্ধ হইবে কায।
ভরত বলেন মুনি মোর আর নাই মন
বর দেহ শ্রীরামের পাই দরশন।
মুনি বলে রামের কথা কহিব বিশেষ
রামেরে আনিতে ভরত না পারিবে দেশ।
এই পথে গেলে ভরত পাইবে দরশন
যমুনার পার রাম আছেন তপোবন।
মর্ম্ম কথা ভরতেরে মুনি নাই কয়
সৈন্য সামন্ত লইয়া ভরত সেই পথে যায়।
পৃথিবীর লোক যায় ধূলায় অন্ধকার
কটক লইয়া ভরত যমুনা হইল পার।
গাছতলে লক্ষ্মণ ঘর বান্ধেছে দুই খানি
লতার বন্ধন ঘর পাতার ছাওনি।
দ্বারে বসিয়াছেন রাম সীতা আর লক্ষ্মণ
হেনকালে ভরত গিয়া পাইল দরশন।

গোঁসাই বলি ভরত রামের পায় পড়ে
ভাই২ বলি রাম ভরত লয় কোলে।
কান্দিয়া বিকল ভরত ধরিয়া চরন
কার বোলে রাজ্য ছাড়ি তুমি আইলা বন।
বাম্যা জাতি স্ত্রী সকল বামাবুদ্ধি ধরে
তার বোলে রাজ্য ছাড়ি আইলা দেশান্তরে।
একবার ফিরিয়া গোঁসাই তুমি চল দেশ
তবে অপরাধি আমি এভাই মায়ের দোষ।
যদি গোঁসাই দেশে তুমি না কর গমন
পৃথিবীসমেত থাকিলাম দেখিব চরন।
রাম বলেন ভরত তুমি বিচারে পণ্ডিত
না বুঝিয়া যত বল নহেত ওচিত।
স্ত্রীর যত ধর্ম্ম ভরত বলিলা বিহিত
সতাইর সেবায় বাপা পরম পিরিত।
অনেক সেবা করিয়া বর পাইল রাজার ঠাঁই
তেকারনে সতাইর দোষ কিছু নাই।
মিথ্যা অনুযোগ সতাইর দোষ নাই
বাপের আজ্ঞায় আমি বনবাস যাই।

চৌদ্দ বৎসর বাপের সত্য করিব পালন
চৌদ্দ বৎসর গেলে দেশে করিব গমন।
চৌদ্দ বৎসরের পর ভরত হেন মনে বাসি
রাজ্য শূন্য করি ভরত এথা কেন আসি।
রাজ্য শূন্য করিয়া আইলা সকল পুরী
শূন্য করিলে বাপের অযোধ্যা নগরী।
শূন্য হইলে রাজ্য লইবে অন্য জনে
ঝাট চল ভরত দেশে করহ গমনে।
রাম কোলে করি কান্দে কৌশল্যা মহারানী
সীতা কোলে করি কান্দে সাত শত সতিনী।
তুমি পতিব্রতা সীতা তুমি পুণ্যবতী
এত সুখ ছাড়ি আইলা স্বামীর সংহতি।
রাম বলে ভরত তুমি কহত সত্বর
বাপের শুভ বার্ত্তা তুমি কহত কুশল।
বশিষ্ঠ বলেন রাম কহিতে করি ভয়
স্বর্গবাসে গিয়াছেন রাজা মহাশয়।
আছাড় খাইয়া পড়ে রাম সীতা আর লক্ষ্মণ
কান্দিয়া বিকল বড় হৈল তিন জন।

বশিষ্ঠ বলেন ব্যবস্থা আমি বলি তোমাতে
তিন দিন অশৌচ তোমার শাস্ত্রমতে।
বাপের শ্রাদ্ধ করিতে জ্যেষ্ঠ পুত্রে অধিকার
তিন দিন গেলে শ্রাদ্ধ করিবে আরবার।
সকল ভাণ্ডার আছে ভরতের সঙ্গে
যত ধন চাহ রাম সকল আছে সঙ্গে।
বশিষ্ঠ বলেন রাম তুমি জগৎপতি
তোমা বুঝাইতে পারে কাহার শকতি।
সত্য পালিয়া রাজা গেল স্বর্গবাস
হেন বাপের তরে কান্দ পুনা কর নাশ।
তৈলের ভিতর বাসি মরা ছিল মহারাজ
ভরত আসিয়া রাজার কৈল অগ্নিকায।
বাপের শ্রাদ্ধ করিয়া যত কৈল দান
দানের কথা রঘুনাথ কহি তোমাস্থান।
ভরতের দানের কথা শুন পরিপাটি
একেক ব্রাহ্মণে ধন দিল এক কোটি।

লক্ষ২ ধেনু দান করিল দুর্গ্কাল
দরিদ্র ব্রাহ্মণ যত হইল ঠাকুরাল।
এক রাজার ধন পাইল সাজন সারথি
লক্ষ২ ঘোড়া পাইল মদমত্ত হাতী।
বিংশতি কোটি ছিল রাজার ভাণ্ডার
দানে শূন্য করি ভরত পুরাইল সংসার।
যত২ রাজা হইল চন্দ্র সূর্য্যকুলে
ভরতসমান দান কেহ নাহি করে।
রাম বলেন বশিষ্ঠ কি হয় ওচিত
বাপের শ্রাদ্ধ করিব আমি যে হয় বিহিত।
রাম লক্ষ্মণ সীতা চলিল ত্বরিত
ফল্গু নদীর তীরে যাইয়া হৈল ওপনিত।
ফল্গু নদীতে স্নান করে তিন জন
নাম গোত্র লইয়া বাপের করিল তর্পন।
স্নান করি তিন জন ওঠে নদীর তীরে
সভা করি বসিলেন ফল্গু নদীর কূলে।
যেখানে রাম বৈসে তথা অযোধ্যা নগরী
রামচন্দ্রে বেড়িয়া বসিল সব পুরী।

রাম বলে বশিষ্ঠ মুনি জিজ্ঞাসি কারন
পুরাযু থাকিতে বাপ মৈল কিকারন ॥
দশ হাজার বৎসর লোক জিয়ে সূর্য্যবংশে
নয় হাজার বৎসরে বাপা গেল স্বর্গবাসে।
বশিষ্ঠ বলেন মহারাজ গেল পরলোকে
পুরাযু থাকিতে মৈল তোমা পুত্রশোকে।
সুমন্ত্র কহিল গিয়া তোমার খুইয়া বন
হাহা রাম করি রাজা ত্যজিল জীবন।
বাপের কথা শুনিয়া কান্দেন তিন যুক্তি
বশিষ্ঠের সনে রাম করেন যুকতি।
যত২ মুনি সকল আসিছেন তপোবনে
বাপের শ্রাদ্ধ করিতে রাম আনিল মুনিগনে।
বাপের শ্রাদ্ধ রাম করিল নদীর কূলে
বাপের পিণ্ড সমর্পিল ফল্গু নদীর জলে।
ভরতের ভাণ্ডার রাম সব করিল শূন্য
যেযে মুনি আসিয়াছিল. দান দিল দুন।
হেন বেলা বশিষ্ঠ বলে রাম মহাশয়
ভরতের তরে গোসাঞি কি আজ্ঞা হয়।

তোমা বিনা ভরতের আর নাই গতি.
কি আজ্ঞা ভরতে হয় কিবা অনুমতি।
রাম বলেন লক্ষ্মণ আমার প্রানসমান দেখি
প্রানের অধিক আমি ভরতেরে সুখী।
বাপের সত্য চৌদ্দ বৎসর করিব পালন
বিধাতানির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
চৌদ্দ বৎসর না যাইব সত্য করিব দড়
রাজ্যখণ্ড লৈয়া ভরত দেশের তরে নড়।
যোড়হাতে ভরত বলেন রামের চরণে
কেমনে রাখিব রাজ্য আমার পরানে।
দুই পাদুকা দেহ তোমার করি নিয়া রাজা
তবে দেশে যাই লৈয়া লোক জন প্রজা।
তোমার পাদুকা যদি থাকিল রাজ্যের ভিতর
ত্রিভুবনভিতরে মোর কারে নাই ডর।
ভরতের কথা শুনি হাসেন শ্রীরাম
দুই পাদুকা দিই ভরত চল নন্দিগ্রাম।
নন্দিগ্রামে পাট করি কর রাজকার্য্য
সাবধান হয়া দেখিহ বাপের রাজ্য।

ক্ষাট দেশে ভরত আজি করহ গমন
শূন্য রাজ্য পাইয়া পাছে লয় অন্য জন।
দুই পাদুকা ভরত শিরে নিয়া ধীরে
ছয় দণ্ড ধরিলেন পাদুকা মাতার ওপরে।
দুই পাদুকা রায়ের কাছে কৈল অভিষেক
রাজ্যখণ্ড লৈয়া ভরত চলিল নিজ দেশ।
আসিবার বেলা ওঠে ক্রন্দনের রোল
কেহ কার শুনিতে না পায় আপনার বোল।
রাম কোলে করিয়া কান্দেন কৌশল্যা রানী
সীতা কোলে করি কান্দে সাত শত সতিনী।
সুমিত্রা কান্দে কোলে করিয়া লক্ষ্মণ
রাজ্যখণ্ড লৈয়া ভরত দেশেরে গমন।
ভরতে বিদায় দিয়া রাম গেল কত পথ।
রাজ্যখণ্ড লৈয়া বিমুখ হইল ভরত।
তিন দিবসে আইল অযোধ্যা নগরী
নন্দিগ্রামে ভরত করি দিব্য আওয়ারী।

বিশ্বকর্ম্মা পাঠাইয়া দিলেন ভগবান
নন্দিগ্রামে বাড়িখান করিল নির্ম্মাণ।
রত্নসিংহাসনে ভরত নেতের তুলি পাতি
তার উপর পাদুকা থুইয়া ধরে দণ্ড ছাতি।
তার হেটে ভরত কৃষ্ণসার চর্ম্মে
পাত্র মিত্র লৈয়া ভরত আছেন রাজকর্ম্মে।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের গীত অমৃতের ভাণ্ড
এত দূরে সমাপ্ত হৈল অযোধ্যা কাণ্ড।

রামায়ন

তৃতীয় কাণ্ড ।

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং। রাজেন্দ্রং সত্যসিন্ধুং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং।—

অথ অরণ্য কাণ্ড লিখ্যতে।

রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া দেশে আইল ভরতে
তিন জন আইল রাম চিত্রকূট পর্ব্বতে।
চিত্রকূট পর্ব্বতে অনেক মুনি বৈসে
সেই স্থানে রহিল রাম চিত্রকূট দেশে।
মুনিগণ একে২ করে কাণাকাণি
বিস্ময় হইয়া রাম জিজ্ঞাসেন কাহিনী।
বৃদ্ধ মুনি গোঁসাঞি তুমি সকল মুনির পতি
আমা বারি করিয়া কেন করহ যুকতি।

কোন দোষ করিলাম আমি কোন ব্যবহার
লক্ষ্মণ করিল মোর কোন দুরাচার।
কোন দোষ করিল মোর সীতা সুন্দরী
আঁখি বারি করি কেন কর [illegible]।
রামের বাক্যেতে মুনি পড়িল [illegible]
বৃদ্ধ মুনি উঠিয়া বলেন সভার মাঝে।
মুনিগণ বলেন রাম তুমি সভার পতি
আপনি লক্ষ্মী হন তোমার সীতা সত্যবতী
কোন দোষের দোষী নহে বীর লক্ষ্মণ
মুনিগণের কানাকানির শুন বিবরণ।
যার নামে রাবণের ভাই বৈসে এই দেশে
মহাদুরাচার করে মুনিগণে হিংসে।
কুৎসিত বচন বলে বেড়ায় লাগিতে
তপস্যা ভঙ্গ করে মোরা বেড়াই শঙ্কটে।
রাক্ষসের ভয়ে মোরা লুকাইয়া ঘরে আসি
ফল ফুল কাড়িয়া যায় ভাঙ্গিত কলসি।
এই বন ছাড়িয়া মোরা যাব অন্য বন
মুনিগণের কানাকানি এইসে কারণ।

মুনিগণ ছাড়িল যদি শূন্য হৈবে বন
শূন্য হৈলে কেমনে রক্ষিবে তিন জন ॥
তোমার সঙ্গে সীতা দেবী অতি বড় কণ
কেমনে রক্ষিবে তুমি রাক্ষসের সমীপ ।
বিক্রমে বিশাল তুমি আমি জানি মনে
কত সম্বরিয়া তুমি থাকিবে রাত্রি দিনে ।
এই বন ছাড়ি মোরা অন্য বন যাই
আমা সভার সঙ্গে রাম আর দেখা নাই ।
স্ত্রী পুরুষে মুনিগণ চলিল সত্বর
থাহ থাক রাম তুমি কহিল মুনিবর ।
শূন্য হৈল মুনির পাড়া নাহিক সঞ্চার
চিন্তিত হইল রাম না দেখেন নিস্তার ।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি
অরণ্য কাণ্ড গাইলেন প্রথম সিকলি ।

আমা নিতে ভরত ভাই করিল যতন
দেশে গেল ভাই আর নাহি দরশন ।

কিকারনে না শুনিলাম ভায়ের বচন
অম্বিকের বাড়ি আজি বঞ্চি তিন জন।
এত যদি রঘুনাথ চিন্তিল মনেং
চিত্রকুট ছাড়িয়া চলিল তিন জনে।
প্রভাতে করিল রাম স্নান তর্পন
তিন জন বন্দে গিয়া মুনির চরন।
রাম দেখি মুনিবর উঠিল সম্ভ্রমে
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইল কুশাসনে।
আপন পত্নীর ঠাঁই সমর্পিল সীতা
পালন করহ যেন আপন দুহিতা।
মুনিপত্নী দেখেন সীতা তপেতে আগলি
তপ করি জনম গেল পাকিল মাথার চুলি।
দশ বৎসর অনাবৃষ্টি পুড়িছে পৃথিবী
ফল সেঁচিয়া লোক রাখে সহায় হৈয়া দেবী।
লোকের আহার মিলে ব্রাহ্মনীর তপঃফলে
ব্রাহ্মনীর তপে লোক আছেত কুশলে।
নমস্কার করি সীতা যোড়হাতে আছে
দেখিয়া মুনিপত্নী সীতায় বার্ত্তা পুছে।

রাজকুলে জন্ম তোমার বিভা রাজকুলে
দুই কুল ওজ্জ্বল তুমি কৈলে গুনে শীলে।
এত সম্পদ ছাড়িয়া স্বামির সঙ্গে চলে
হেন স্ত্রী পাইলেন রাম অনেক তপের ফলে।
সীতা বলেন গুনী হৈলে কি করিবে ধনে
স্বামির সেবা আমি করিব রাত্রি দিনে।
অসতী স্ত্রী হৈলে স্বামী নাহি মানে
আমারে বুঝাইল মাতা বিবিধ বিধানে।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের অন্য কিবা ধনে
অন্য ধনে কি করিবে স্বামির বিহনে।
জিতেন্দ্রিয় প্রভু মোর সর্ব্ব গুনের গুনী
হেন প্রভুর সেবা করিতে ভাগ্য হেন মানি।
এক নারী বই যেই অন্য নাহি জানে
হেন স্বামির সেবা করিবে বিবিধ বিধানে।
সীতার কথা শুনি তুষ্ট হইল ব্রাহ্মনী
মুনিপত্নীর কাছে রহিল সীতা ঠাকুরানী।

হরিষে সীতার তরে দিল আলিঙ্গন
দিব্য অলঙ্কার দিল বহুমূল্য বীন।
তুষ্ট হৈয়া বলেন মাতা শুন দেবী সীতা
পূর্ব্ববৃত্তান্ত মোরে কহ জন্মকথা।
সীতা বলেন জনক রাজা যজ্ঞভূমি চসে
হেনকালে মেনকা যায় ওপর আকাশে।
অন্তরীক্ষে যাইতে বাতাসে বস্ত্র ওড়ে
তাহা দেখি জনকের তেজ টলিয়া পড়ে।
সেই বীর্য্যে জন্ম মোর হৈল চাসভূমে
চাসের ধূলা লাগিল তবে লাঙ্গলের মুয়ে।
অযোনি সম্ভবা মোর জন্ম মহীতলে
লাঙ্গল ছাড়িয়া জনক আমা নিল কোলে।
আপন কন্যা বলি রাজা মনে অনুমানি
হেনকালে আকাশে হইল দৈববাণী।
দেবগণ ডাকি বলে শুন জনক ঋষি
তোমার বীর্য্যে হৈল কন্যা পরম রূপসী।
অযোনি সম্ভবা হৈল তোমার দুহিতা
লাঙ্গলের মুখে জন্ম নাম হৈল সীতা।

এতেক শুনিয়া হৈল হরষিত মন
স্বর্গে দুন্দুভি বাজে পুষ্পবরিষণ।
প্রধান মহাদেবির ঠাঁই সমর্পিল সীতা
আমারে পালেন যেন আপন দুহিতা।
দিনে২ বাড়ি আমি মায়ের পালনে
আমা দেখি বাপ মোর চিন্তেন মনে২।
হনুমান ধনুক তাহে দিল মহেশ্বর
যে ধনুকে গুন দিবে সেই সীতার বর।
দারুণ প্রতিজ্ঞা কৈল ত্রিভুবনের সার
তের লক্ষ বর আইল রাজার কুমার।
ধনুক দেখিয়া তবে সভার অন্তর কাঁপে
বাপারে সম্ভাষি সব পলায় মনস্তাপে।
অর্বুদ বলবন্ত লোকে সেই ধনুক বই
সে ধনুকে গুন দিবে হেন জন কই।
রাম লক্ষ্মণ লইয়া গেলেন বিশ্বামিত্র ঋষি
ধনুক দেখিয়া রাম মনে২ হাসি।
ধনুকে গুন দিতে বাপ রঘুনাথে বলে
ধনুক খান ধরি রাম বাম হাতে তোলে।

ধনুকে গুণ দিতে সেই ধনুক খান ভাঙ্গে
ধনুক ভাঙ্গিল শব্দ ত্রিভুবনে লাগে।
ধনুকের শব্দ যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে কাঁপিল সর্ব্ব জনা।
মাতায় পঙ্ক ঝুঁটি রামের বিক্রমে বিশাল
চুড়াকরন হৈল তাহে লোকে চমৎকার।
বিভা করিতে বলিল পিতা রামের বিদ্যমানে
বাপের অগোচরে রাম বিভা নাই মানে।
রাজ্যসমেত দশরথ আইল সম্বাদে
পুত্রের বিভা দিল রাজা পরম সানন্দে।
শ্রীরাম করিলেন আমার পানিগ্রহন
ঊর্ম্মিলার তরে বিভা করিল লক্ষ্মন।
কুশধ্বজ খুড়ার ছিল দুই নন্দিনী
ভরত শত্রুঘ্ন বিভা করিল আপনি।
চারি পুত্র বধূ লৈয়া শশুর গেল গ্রাম
হেনমতে মিলিল মোর স্বামী প্রভু রাম।
এত যদি সীতা দেবী কহিল কাহিনী
সীতার কথায় তুষ্ট হৈল মুনির ব্রাহ্মণী।

সীতার কপালে দিল রঙ্গ সিন্দুর
রত্ন অলঙ্কার দিল হার কেয়ুর।
দিব্য অলঙ্কার দিল দিব্য অঙ্গুরী
ত্রিভুবন জিনি রূপ সীতাত সুন্দরী।
একেত সুন্দরী সীতা অধিক বাড়ে বেশে
সীতার রূপ দেখি ব্রাহ্মণী বিস্তর প্রশংসে।
প্রদোষ পশ্চাৎ হইল প্রবেশে রজনী
রামের নিকট গেলেন সীতা হইয়া কামিনী।
রূপ বেশ করি সীতা গেলেন রামের স্থান
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী যেন হৈল অধিষ্ঠান।
সীতা দেখি রঘুনাথের পরম পীরিতি
মুনির আশ্রমে রাম বঞ্চে সুখে রাত্রি।
প্রভাতে করেন রাম স্নান তর্পণ
তিন জন বন্দিল গিয়া মুনির চরণ।
আশীর্ব্বাদ করিল অগ্স্তিক মহামুনি
শ্রীরামেরে মহামুনি দিলেন মেলানি।

সন্ধ্যাহইলে রাক্ষস আইসে এই দেশে
নিরন্তর উৎপাত করে অনেক রাক্ষসে।
ঐ দেখ রঘুনাথ বনের উৎপত্তি
ঐ বনে বঞ্চ রাম প্রভু তিন ব্যক্তি।
মুনির চরণে রাম করিল প্রণাম
দণ্ডক উদ্দেশে রাম করিল পয়াণ।
আগে যান রঘুনাথ পশ্চাৎ লক্ষ্মণ
মধ্য স্থানে সীতা বনে চলিল তিন জন।
নানা ফল ফুল দেখেন গন্ধেতে আমোদিত
ময়ূরে কেকস্বরে ভ্রমরে গায় গীত।
নানা পক্ষী কলরব মধুর মত শুনি
নিত্যং আসিয়া নাচে ইন্দ্রের নাচনি।
বনের ভিতরে অনেক করেত বসতি
রাম দেখি মুনি সবে হরিষে করেন স্তুতি।
রাজ্যে থাক বনে থাক তুমি সভার রাজা
যথা তথা থাক তুমি করিব তোমার পূজা।
নানা ফল মুল মধুর ভালত সুস্বাদ
ফল আহার করিয়া রামের ঘুচে অবসাদ।

স্নান তর্পন করেন রাম রাত্রি প্রভাতে
তিন জন চলিল দণ্ডক কানন দেখিতে।
আগে রাম মধ্যে সীতা পশ্চাৎ লক্ষ্মণ
দণ্ডক বন তিন জন করেন ভ্রমণ।
অনেক ফল ফুল তথা গন্ধে আমোদিত
হেন বেলা এক রাক্ষস আইল আচম্বিত।
রাঙ্গা দুই আঁখি দেখি ঘোর হৃদয়
বনজন্তু মারিয়া বেড়ায় কারে নাহি ভয়।
দুর্জ্জয় শরীর ধীরে প্রবর্ত্তমান
জ্বলন্ত আগুনি যেন রাঙ্গা মুখ খান।
রাঙ্গা চক্ষু রাঙ্গা জিহ্বা প্রচণ্ড বড় দীর্ঘ
জটায়ে বান্ধিয়াছে অষ্ট গোটা সিংহ।
ভার বান্ধিয়া রাক্ষসা লইয়াছে কান্ধে
প্রাণ লইয়া পলায় সভে রাক্ষসের গন্ধে।
মেঘের গর্জ্জনে রাক্ষস ছাড়ে সিংহনাদ
রাম লক্ষ্মণ দেখিয়া যায় রাক্ষস বিরাধ।
ধাইয়া রাক্ষস সীতারে লইল কাঁধে
সীতা লইয়া রাক্ষস উঠিল অন্তরীক্ষে।

সীতা দেখিয়া রাক্ষস খাইতে চায় ভোকে
ঝড় যেন বহে রাম লক্ষ্মন বলি ডাকে।
বেশধারী হইয়া বেড়াসি হইয়া তপস্বী
মুনিগন ভুলাইস সঙ্গে লইয়া রূপসী।
মনুষ্য পাইয়াছি এখন করিব ভক্ষণ
ঝাট পরিচয় দেহ তোরা কোন জন।
রাম বলেন রঘুবংশে আমার উৎপত্তি
লক্ষ্মন নামে ভাই আমার স্ত্রী সীতা সতী।
তুমি কেন আপনি বিকৃত আকৃতি
বনেতে বেড়াও তুমি হও কোন জাতি।
রাক্ষস বলে শুন আমি এক কথা কহি
তিন জন খাইব অদ্য নিস্তার কার নাহি।
বিরাধ নাম আমার নাহিক মর্য্যাদা
কাল নামে বাপ আমার বড়ই সে ক্রোধা।
অনেক মুনি বধ করিনু পাইয়া ব্রাহ্মার বর
অচ্ছেদ শরীর মোর কা র নাহি ডর।
ঝড়ে যেন ভাঙ্গি পড়ে কলার বাগুড়ি
বিরাধের কোলে সীতা হাত পা আছাড়ি।

ত্রাস পাইয়া রাম লক্ষ্মন সম্ভাষি
দণ্ডক বনে হারাইনু ভাই সীতা রূপসী।
রাজ্য হারাইল ভাই সতাইর দোষে
এখনি খাইবে সীতা দারুন রাক্ষসে।
লক্ষ্মন বলেন গোসাঞি না ভাবিহ তাপ
দুষ্ট রাক্ষস মারহ দূরুক মনস্তাপ।
লক্ষ্মনের বচনেতে রামের বল বাড়ে
সাত বান রঘুনাথ একেবারে এড়ে।
চিত্রবিচিত্র বান রাম এড়েন কোপে
বিরাধি রাক্ষস বিন্ধেন রাম পবনবেগে।
সাত বান খাইয়া রাক্ষস কিছু নাহি জানে
হাতে ছিল জাঠাগাছ মারিল লক্ষ্মনে।
লক্ষ্মনেরে মারে জাঠা রাম এড়ে বান
তিন বানে জাঠাগাছ করিল খানং।
জাঠাগাছ কাটা গেল রাক্ষসের তরাস
হাতে অস্ত্র নাহি নিশাচর উঠিল আকাশ।
ঐষিক বান এড়িল রাম দেখিতে অদ্ভুত
পড়িল বিরাধি রাক্ষস যেন যমদূত।

ঘাণ্ডং হইয়া পড়ে রক্তের ওপর ভাসে
পদং করিয়া যায় রঘুনাথের পাশে।
আছাড়িয়া ফেলে সীতা ঘায়ের বাগুত্মা
ভূমেতে পড়িয়া সীতা হইল মুর্চ্ছিতা।
যাতহাতে রাক্ষসা রামকে করে স্তুতি
রামের বানে পড়িনু পাইনু অব্যাহতি।
শাপ মুক্ত হৈল আমার তোমার বানে
তোমার শরন লৈলাম এইসে কারনে।
বন্যাং সীতা দেবী রাম যার পতি
তোমা পরশিয়া মুই পাইনু মুকতি।
শাপ মুক্ত হৈল মোর শুন রঘুপতি
কুবেরের শাপে মোর এতেক দুর্গতি।
কিশোর নামে দানব মুই কুবেরের অনুচর
স্ত্রী লৈয়া কেলি করে বনের ঈশ্বর।
কেলি কুতুহলে তারা আছে দুই জন
সময়া না বুঝিয়া গেনু তাহার সদন।
কুবেরের সেবক মুই ওথা হৈনু উপনিত
আমা দেখিয়া তারা হইল লজ্জিত।

কোপে শাপ দিল মোরে ধনের অধিপতি
দণ্ডক কাননে গিয়া হও রাক্ষস জাতি।
তবে কৃপা করি বলে মোরে ধনের ঈশ্বর
রামের বাণেতে তোর মুক্ত কলেবর।
তোমার পাদপদ্ম দরশনে পাইনু অব্যাহতি
মৃত শরীর পোড়াইলে মোর হইবে মুকতি।
নানা কাষ্ঠ আনিয়া লক্ষ্মণ মরা শরীর পোড়ে
দানব শরীর এড়ি দিব্য রথে চড়ে।
রামদরশনে দানব গেল স্বর্গবাস
অরণ্যকে রচিল দ্বিজ কীর্ত্তিবাস।

রাম বলেন প্রমাদ বড় রাক্ষস এই দেশে
গোমতী পার হৈয়া চল শরভঙ্গের দেশে।
এথা হৈতে সেই পথ দশ যোজন
অদ্ভুত দেখিবে মুনির তপোবন।
তপের প্রতাপে মুনি জ্বলন্ত আগুনি
বড় প্রীত পাবে দেখি শরভঙ্গ মুনি।

সেই দিন রাম সীতা রহিল সেই ঘরে
প্রভাতে উঠিল রাম মুনি দেখিবারে।
মুনির তপোবনে গেল তিন জন
হেনকালে ইন্দ্র আইসে মুনিসম্ভাষণ।
রথোপরে পুরুষ আইসে বিচিত্র বেশে
দেবগণ বেষ্টিত তাহার চারি পাশে।
রথের শোভা করে মনি মুকুতার ঝারা
পবনবেগে চলে ঘোড়া সারথির ত্বরা।
শ্বেতের পতাকা তায় শ্বেত চামর চুলে
দূরে হইতে শ্রীরাম রথ নেহালে।
রাম বলেন সীতার কাছে থাকহ লক্ষ্মণ
জানিয়া আসি মুনির বাড়ি আইসে কোন জন।
চলিলেন রামচন্দ্র পুরুষ উদ্দেশে
ইন্দ্র রাজা হইবেন এই যুক্তি আইসে।
ইন্দ্র বলেন শুন শরভঙ্গ মুনি
রাম আইসে ঝাট দেহত মেলানি।
দুষ্ট রাক্ষস মারিয়া করিবে সংহার
তবে রামের সনে সম্ভাষা আমার।

এই ধনুক বান থুইলাম তোমার ঘরে
আমার ধনুক বান দিও রামের তরে।
এত বলি অমরাবতী গেল পুরন্দর
হেন কালে রাম গেল শরভঙ্গের ঘর।
মুনি নমস্করি রাম বার্ত্তা পুছেন সার
ঝাট কেন ইন্দ্র গেলেন স্বর্গের দ্বার।
মুনি বলেন আমা নিতে আসিয়াছিল পুরন্দর
তুমি আইলে তেকারনে গেলেন সত্বর।
আপনি বিষ্ণু আইলেন রাম মোর পাশ
তোমার দরশনে মোর হবে স্বর্গবাস।
শত বৎসরের তপস্যা তোমারে দিনু দান
ইন্দ্র দিলেন তোমাকে বিচিত্র ধনুক বান।
মুনি বলেন শরীর ছাড়ি আমি অতি পুরাতন
তোমারে দেখিব প্রান রাখিয়াছি একারন।
ক্ষনেক রাম লক্ষ্মন বৈসহ এই খানে
অগ্নিতে শরীর ছাড়ি তোমা দরশনে।

কুণ্ড কাটিয়া মুনি জ্বালিল অনল
অগ্নি জ্বলিয়া ওঠে গগনমণ্ডল।
কৌতুক দেখেন সীতা আর লক্ষ্মণ
মুনির মহিমা দেখেন তাঁরা তিন জন।
রাম২ বলিয়া মুনি হৈল ঊর্দ্ধতুণ্ডে
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি মুনি ঝাঁপ দিল কুণ্ডে।
শরীর পুড়িয়া মুনির হইল অঙ্গার
অগ্নি হৈতে পুরুষ তখন ওঠে আরবার।
ব্রহ্মলোকে গেল মুনি পুণ্য তপোদয়
দেখিয়া তিন জনের মনে হৈল বিস্ময়।
রামদরশনে মুনি গেল স্বর্গবাস
অরণ্য কাণ্ড রচিল দ্বিজ ফুলিয়ার কীর্ত্তিবাস।

রাম সম্ভাষিতে আইল যত মুনি ঋষি
কেহ২ ফল খায় কেহ ওপবাসী।
অনাহারে থাকে কেহ বরিষা চারি মাস
কেহ২ সর্ব্ব কাল করে ওপবাস।

গাছের বক্কল পরে কেহ জটাধরে শিরে
কৃষ্ণসারের চর্ম্ম কেহ বক্কল পরে।
মুনি সব দেখিয়া রাম করেন যোড়হাত
সর্ব্ব মুনি বলেন তুমি বিষ্ণু রঘুনাথ।
মুনি সকল স্তুতি করেন রামের গোচর
রাম বলেন মুনি সব না করিহ ডর।
তপোবনে না থুইব রাক্ষসসঞ্চার
মুনির তপের ফলে রাক্ষস হউক সংহার।
মুনির সঙ্গে চলিল রাম দেখিতে তপোবন
প্রভাতে করিল রাম স্নান তর্পণ।
আগে মুনি সব যান পাছু রাম লক্ষ্মণ
ধনুকে টঙ্কার দিয়া পূরিল সন্ধান।
বনে প্রবেশেন রাম হাতে ধনুক বাণ
নিষেধ করেন সীতা রামবিদ্যমান।
রাক্ষসের সনে বিবাদ করহ কোন কার্য্যে
অকারণে প্রাণী বধ কর কেহ নাই পূজে।
পূর্ব্বের এক বৃত্তান্ত তোমার তরে কহি
অবধান করহ শুন হে গোসাঞি।

শিশুকালে যবে ছিলাম বাপঘরে
তপোবনের কথা বাপা কহিলেন আমারে।
দক্ষ নামে এক মুনি বৈসে তপোবনে
তার স্থানে স্থাপ্য খাণ্ডা থুইল এক জনে।
মহানরক হয় হরিলে পরের ধন
যত্ন করিয়া খাণ্ডা রাখে সেই ব্রাহ্মণ।
বৃদ্ধ এক পাখি তপোবনে বৈসে
নড়িতে চড়িতে নারে সে বৃদ্ধ বয়সে।
মুনির তরে কুবুদ্ধি পায় দৈবের লিখন
খাণ্ডার চোটে পাখির বধিল জীবন।
হাতে অস্ত্র করিলে লোকের দর্প বৈসে
মহানরক হৈল মুনির স্থাপ্য ধনের দোষে।
সত্য পালি দেশে যাব করহ আগমন
রাক্ষস মারিয়া মুনির করিব পালন।
এত যদি সীতা দেবী কহিলেন কাহিনী
সীতার বচনে ক্রোধ করিলেন রঘুমনি।
বামাজাতি স্ত্রী তোমার বামাবচন
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝাইতে তুমি সে ভাজন।

রাজকুলে জন্ম তোর বুদ্ধিতে পণ্ডিতা
বনে যাইতে বিরোধি উচিত নহে সীতা।
বনের ভিতর দেখেন দিব্য সরোবর
আচম্বিতে শুনি গীত জলের ভিতর।
অপূর্ব্ব দেখিয়া রাম জিজ্ঞাসেন কাহিনী
জলের ভিতর গীত কেন কহ দেখি শুনি।
মুনি বলেন তপ করিলেন এক মুনিবর
ডের অপ্সরা তথা পাঠাইল পুরন্দর।
ত্রাসে পাঠাইল ইন্দ্র তথায় অপ্সরা
সঙ্গীত রসাল গাহে বাজায়ে সপ্তস্বরা।
সপ্তস্বরা বাজায় কেহ তন্ত্র কপিলাস
অপ্সরার সনে মুনির হৈল অভিলাষ।
পঞ্চ অপ্সরা বলিয়া তপোবনের খ্যাতি
স্বর্গবাসে গেল মুনি জলেতে বসতি।
নৃত্য গীত করে তারা কার সনে নাহি দেখা
এমন অপূর্ব্ব কথা পুরাণেতে লেখা।

মুনির কথা শুনিয়া কৌতুকী শ্রীরাম
তপোবন দিখিয়া গেল মুনির আশ্রম।
মুনির ব্যবহারেতে রামের পীরিতি
সীতা লইয়া রাম বঞ্চিল সুখে রাতি।
পাঁচ সাত মাস কোথাও দশ মাস
কোথাও বৎসরেক রাম করেন প্রবাস।
বনের কৌতুক দেখিয়া বেড়ান তিন জন
দশ বৎসর হৈল আছেন তপোবন।
স্নান তর্পণ করেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ
যোড়হাতে বন্দেন রাম মুনির চরণ।
রাম বলেন সুতীক্ষ্ণ মুনি যুক্তি বল সার
অগস্ত্যের চরণে আমি হৈব নমস্কার।
মুনি বলেন অগস্ত্যের বাড়ি যাবে তিন জন
এক দিবসের পথ যাবে শুন রাম লক্ষ্মণ।
অগস্ত্যের কনিষ্ঠ ভাই বৈসে পিপ্পলীর বন
অদ্য গিয়া বাসা কর সেই তপোবন।
তাহার আশ্রমে আজি হইবে অতিথি
কালি প্রভাতে যাইবে তিন ব্যক্তি।

মুনি স্থানে বিদায় হৈল তিন জন
বিদায় করিয়া চলিল রাম লক্ষ্মণ।
রাম দেখিয়া মুনি হইল পীরিতি
পিপ্পলীর বনে রাম বঞ্চিল এক রাতি।
মেলানি করিয়া চলিল তাহার প্রভাতে
পথে যান রাম লক্ষ্মণ কথা কহিতে২।
পিপ্পলীর বন এড়ি যান দেড় যোজন
লক্ষ্মণে দেখান রাম অগস্ত্যের বন।
এই তপোবনে মুনি দুর্জ্জয় রাক্ষস মারি
রাক্ষস মারিয়া মুনি বনে করিল পুরী।
শুনিয়া লক্ষ্মণ সীতার লাগে চমৎকার
মুনির ঠাঁই রাক্ষস কেমনে গেল মার।
রাম বলেন সীতা শুন ইহার অবান্তর
ইল্বোল বাতাপি তারা দুই সহোদর।
মায়াবী রাক্ষস তারা নানা মায়া ধরে
বাতাপি গাড়র হৈয়া বৃক্ষচর্য্যা করে।
তাহার ভাই ইল্বোল জানেত সঙ্গীত
লোকমধ্যে বেড়ায় যেন অদ্ভুত পণ্ডিত।

আদরে করি ব্রাহ্মণেরে দেয় নিমন্ত্রণ
গাড়রের মাংস দিয়া করাব ভোজন।
ব্রাহ্মণ শরীরে গাড়রের মাংস থাকে
বাতাপি বাহির হয় ইল্বোল যখন ডাকে।
পেট চিরি বাহির হয় ব্রাহ্মণ তখন মরে
ব্রাহ্মণ বধ করিয়া বেড়ায় দুই সহোদরে।
ব্রহ্মবধ কথা শুনি অগস্ত্য মহামুনি
ইল্বোলের ঠাঁই দান চাহেন আপনি।
দূরে হৈতে আইলাম আমি পথিক ব্রাহ্মণ
গাড়রের মাংস মোরে করাহ ভোজন।
মুনির বচন শুনি ইল্বোলের হাস
একাকী খাইবা মুনি গাড়রের মাস।
মুনি বলেন অনেক দিন আছি উপবাস
ভোজন করিব আমি গাড়রের মাস।
বাতাপি গাড়র হৈল মায়ার প্রবন্ধে
গাড়র কাটিয়া তখন অনেক ব্যঞ্জন রান্ধে।
বড় আশ করি মুনি ভোজন করিতে বৈসে
হাতে থালা করিয়া তখন ইল্বোল পরশে।

গঙ্গা দেবী বলিয়া মুনি মনেং ডাকে
অলক্ষিতে গঙ্গা দেবী কমণ্ডলু ঢুকে।
গঙ্গা পান করিয়া মুনি ব্রহ্ম মন্ত্র জপে
মুষেং মাংস মুনি ভোজন করে কোপে।
জীর্ণ গেল মাংস মুনি যত করিল ভোজন
নব দ্বার চাপে মুনি ইল্বোল ডাকে তখন।
মুনি বলে ইল্বোল কোথা দেখহ বাতাপি
ইল্বোল বলে কোথা আইসহ বাতাপি।
সিংহ পাইলে যেন ধরিল ভক্ষ্য হাতী
ইল্বোল মারিতে মন্ত্রনা করে মহামতি।
পণ্ডিত হইয়া তোমার বুদ্ধি কেন ঘাটে
তোমার বাতাপি এই আছে মোর পেটে।
মুনির কথায় রাক্ষস পাসরে আপনা
ঘনং মরুতকর্ম্ম করে যেন পড়ে ঝঞ্ঝনা।
সেই অগ্নিতে ইল্বোল পুড়িয়া মরে
এই প্রকারে মুনি দুই রাক্ষস মারে।
এই রূপে মারিল মুনি রাক্ষস দুর্জ্জয়
তপোবন রক্ষা করেন মুনি মহাশয়।

এই আইলাম অগাস্ত্যের তপোবন
সকল কার্য্য সিদ্ধ হয় মুনিদরশন।
সকল কথা কহিতে রামগেলেন মুনির দ্বারে
হেন কালে শিষ্য এক আইল বাহিরে।
মুনির শিষ্য দেখিয়া বলেন লক্ষ্মণ
রঘুনাথ আসিয়াছেন মুনিসম্ভাষণ।
এতেক বচনে শিষ্য গেল অভ্যন্তরে
রামের কথা কহেন গিয়া মুনির গোচরে।
রাম লক্ষ্মণ সীতা দ্বারেতে তিন জন
তোমার আজ্ঞা পাইলে করেন সম্ভাষণ।
রামের সম্বাদ পাইয়া অগাস্ত্য মুনি
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা ঝাট করি আনি।
মুনি সভার পুন্যে রাম আইলেন দ্বারে
এতেক বচনে শিষ্য আসিয়া বাহিরে।
রাম লক্ষ্মণ সীতা লইয়া গেল মুনির গোচরে
রাম লক্ষ্মণ সীতা দেখি হরিষ অন্তরে।
মুনি বলেন গোসাঞি অপূর্ব্ব দরশন
অগাস্ত্যের চরণ বন্দিলেন তিন জন।

এতেক সম্পদ এড়িয়া রাম হৈলা বনবাসী
পাছু লাগিয়াছিল লক্ষ্মণ সীতা রূপসী।
লক্ষ্মণের চরিত্রে আমার চমৎকার
তোমার দুঃখে দুঃখী হইয়াছে অপার।
নানা ভোগ উপহার করয়ে ভোজন
নভদ্রব্য আনিয়া দেয় করিতে ভক্ষণ।
মুনির আদরে রাম পরম পীরিতি
সীতার সহিত রাম বঞ্চিলেন রাতি।
প্রভাতে করিলেন রাম স্নান তর্পণ
মুনির সংগেতে যুক্তি করেন তিন জন।
বাপের সত্য পালিতে চৌদ্দ বৎসর বনে
আজ্ঞা কর থাকিব মুনি গিয়া কোন স্থানে।
গোদাবরীর তীরে রাম দিব্য আওতন
পঞ্চবটী গিয়া রাম বঞ্চ তিন জন।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত অদ্ভুত ধনুক বাণ
সেই ধনুক মুনি রামেরে দিলেন দান।
নানা রত্ন দিলেন মুনি সোনার চৌপর
অনেক রত্ন দিয়া মুনি করিলেন আদর।

মুনির ঠাঁই রঘুনাথ মাগিল মেলানি
যতেক প্রমাদ পড়িবে সকল জানে মুনি।
পঞ্চবটী চলিল তখন রাম তিন ব্যক্তি
রামেরে পাঠাইল মুনি করি বিনয় স্তুতি।
জটায়ু নামে পক্ষিরাজের সে দেশে বসতি
রামের বার্ত্তা পাইয়া পক্ষী আসি শীঘ্রগতি।
গরুড়নন্দন আমি জটায়ু নাম ধরি
তোমার বাপের মিত্র আমি পরিচয় করি।
পক্ষিরাজ নাম আমার পিতামহী বিনতা
বিনতানন্দন গরুড় আমার পিতা।
শনির যুদ্ধে তোমার পিতার করিনু উপকার
তেঁই তোমার বাপের সনে মিতালি আমার।
আইসহ রাম সীতা আইস মোর ঘরে
সেই দিন বাসা দিল অতিথিব্যবহারে।
তিন জন অনুবর্ত্তিয়া লৈয়া গেল পাখি
পঞ্চবটী দেখিয়া রাম বড় হৈল সুখী।
লক্ষ্মণে বলেন রাম বাঁধ বাসাঘর
গোদাবরীর জলে স্নান করি নিরন্তর।

লক্ষ্মন বলেন ঠাকুর তুমিত প্রবীন
কোন স্থানে বাঁধিব ঘর করহ সন্নিধান।
স্থান দেখেন রাম গোদাবরির তীরে
শ্বেত লোহিত পাণ্ডর ভ্রমর গুঞ্জরে।
নিকটে সুন্দর ঘাট গোদাবরির কূল
নানা তীর্থ সম্বলিত বিচিত্র ফল ফুল।
রাম বলেন এইখানে বাঁধ তুমি ঘর
পক্ষিরাজের সনে কথা কহেন হরিষ অন্তর।
রামের আজ্ঞা পাইয়া লক্ষ্মন বাঁধেন ঘর
এক দিনে লক্ষ্মন বাঁধেন ঘর সুন্দর।
পূর্নিত কলসি পাতি পুষ্প রাশিং
অগ্নি পূজি তিন জন হইল গৃহবাসী।
ঘরে প্রবেশ করেন রাম লক্ষ্মন খাখানি
হেনকালে পক্ষিরাজ মাগিল মেলানি।
নির্ভয় হৈয়া তিন জন বেড়াও এই বনে
যখন যে আজ্ঞা কর আসিব এইখানে।

এত বলি পক্ষিরাজ ওড়িল আকাশে
দুই পাখা সারিয়া গেল আপনার দেশে।
রজনী বঞ্চিয়া রাম ওঠেন প্রভাত কালে
স্নান করিতে যান রাম গোদাবরির জলে।
লক্ষ্মণ ঠাকুর মাতায় লইয়া কলসি
শূন্য ঘরে না রহেন মাতা সীতা রূপসী।
কথা কহিতেমাত্র গেলেন গোদাবরী
স্নান করি ঘরে আসি রাম সীতা সুন্দরী।
রাম সীতা ঘরে থাকেন লক্ষ্মণ আনেন ফল
ওত্তম ফল মূল খান গোদাবরির জল।
পঞ্চ কোটি তপ করিলে ফল হয় সহস্র কোটি
দশ বৎসর বেড়ান রাম মুনির বাটী২।
তের বৎসর বেড়ান রাম চৌদ্দ প্রবেশ
হরষিত তিন জন নিকট যাব দেশ।
সত্য পালিতে রামের আছে এক বৎসর
হেন বেলা রামের তরে পড়ে আথান্তর।
পঞ্চবটী রহেন রাম দৈব পাষণ্ডি
হেনকালে আইল তথা শূর্পনখা রাঁড়ী।

রাবণের ভগ্নী সে নাম শূর্পণখা
দৈবদোষে রামের সনে হইয়া গেল দেখা।
ভ্রমিতেং গেল রামের গৃহশালা
রাম দেখিয়া রাঁড়ী কামে হৈল ভোলা।
সর্ব্ব লক্ষণ ধরেন রাম বিষ্ণু অবতার
হেন রামের সনে কেমনে হয় নিভৃত শৃঙ্গার।
মহাপুরুষ রাম বটেন আমি নিশাচর
রাক্ষসমূর্ত্তি এতি হইল অতি মনোহর।
জিতেন্দ্রিয়েতে রাম ধর্ম্মেতে বাখানি
পুরুষ চাহিয়া বেড়াই আমি অধর্ম্মচারিণী।
পর্ব্বত নাড়িতে চাহে বলেতে দুর্ব্বলা
রাম ভুলাইতে রাঁড়ী পাতে নানা ছলা।
বেশধারী হৈয়া বেড়ায় পরম রূপিণী;
রামের সনে কহে কথা হাস্যবদনী।।
রাজকুমার সম দেখি তপস্বির বেশ
এমন কাননে কেন করিয়াছ প্রবেশ।
দণ্ডক বন ভরিয়াছে দারুণ রাক্ষস
এমন বনে বেড়াও তোমার কেমন সাহস।

বিস্তর দূর নাহি রাক্ষসী আইল নিকটে
সুন্দর শরীর তোমরা পড়িলা শঙ্কটে।
মায়া পাতিয়া জিজ্ঞাসেন নিশাচরী
রাক্ষসির মায়া রাম বুঝিতে না পারি।
সরল হৃদয় রাম পরিচয় করি
দশরথের পুত্র আমি রাম নাম ধরি।
ভাইর নাম লক্ষ্মণ মোর সীতা নামে স্ত্রী
সত্যের কারণে মোরা বনেং ফিরি।
বাপের সত্য পালিতে হইলাম বনবাসী
চৌদ্দ বৎসর বনে থাকিব হৈয়া তপস্বী।
পরম সুন্দরী তুমি লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী
একেশ্বর বনে বেড়াও হইয়া যুবতী।
এতেক পুছেন রাম সরল হৃদয়
আপনার রাক্ষসী তবে করে পরিচয়।
শূর্পণখা বলে আমি রাবনের ভগিনী
নানা দেশে ভ্রমি হৈয়া কামচারিণী।
দেশেং বেড়াই আমি কারে নাই ডর
তোমার স্ত্রী হইতে আইলাম তোমার গোচর।

লঙ্কাপুরে বৈসে ভাই রাবন রাজা
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ন বলে মহাতেজা।
ধর্ম্মাধিষ্ঠান আছেন ভাই বিভীষন
নিকটে আছে মোর ভাই খর দুষন।
সমুদ্রে আগল আমি কনিষ্ঠ ভগিনী
তোমার স্ত্রী হইলে ধন্য করিয়া মানি।
সুমেরু পর্ব্বত আর কৈলাশ মন্দার
তোমার সনে বেড়াইব সকল সংসার।
দেবপুর যাব যথা নাই মনুষ্যের সঞ্চার
তোমায় আমায় কৌতুকে করিব শৃঙ্গার।
নানা কৌতুকে বেড়াইব অন্তরীক্ষ গতি
এত গুন না ধরে তোমার সীতা সতী।
তোমার আমার পাষণ্ডি সীতা আর লক্ষ্মণ
থুইয়া কার্য্য নাহি করিব ভক্ষন।
আমার রূপ দেখ রাম কেমন আমার বেশ
সীতার আমার রূপ অনেক বিশেষ।

কুবেশ তোমার সীতা বড়ই নিদ্না
এমন স্ত্রী লৈয়া থাক রাম মনে নাই ঘৃণা।
লক্ষ্মন ভাই যাইব তোমার সীতাত যুবতী
কেলি করিয়া বেড়াইব দুই ব্যক্তি।
রাম বলেন সীতা না করিহ ত্রাস
লক্ষ্মন সীতার সনে রাম করেন উপহাস।
পরিহাস করেন রাম বচন চতুর
রাক্ষসী ভাণ্ডিতে বলেন বচন মধুর।
আমার স্ত্রী হইলে হবেত সতিনী
লক্ষ্মনের স্ত্রী হও লক্ষ্মন বড় গুণী।
সুচারু লক্ষ্মন ভাই মনোহর বেশ
যৌবন সফল কর তুমি কহি উপদেশ।
গৌরবর্ণ লক্ষ্মন ভাই পরম সুন্দর
লক্ষ্মনের স্ত্রী নাই তুমি কর ঘর।
তোমা হেন এমন কোথায় পাবেন রূপসী
সত্য জানেতে রাঁড়ী মনেং হাসি।
যুবক হইয়া তুমি একেলা বঞ্চ রাতি
রসক্রীড়া ভুঞ্জ তুমি আমার সংহতি।

লক্ষ্মণ বলেন আমি শ্রীরামের দাস
সেবকের স্ত্রী হৈলে কিসের নাম যশ।
ত্রিভুবনের নাথ রাম অযোধ্যার রাজা
রাজরাণী হইলে সভে করিবেক পূজা।
শোন শুন বীরেন সীতা তোমার গোচর
সীতা সতীন করিতে পার তুমি মনোহর।
রাম ভজহ তুমি হইয়া সাবধান
মানুষীকে কি করিতে পারে তোমা বিদ্যমান।
উপহাস না বোঝে বচনমাত্র বায়
লক্ষ্মণ এড়িয়া এখন রামের কাজে যায়।
লক্ষ্মণ এড়িয়া আইলাম তোমার পাশে
পাষণ্ডি দুরাইব সীতা গিলিব গ্রাসে।
মুখ মেলিয়া যায় সীতা গিলিবারে
ত্রাসেতে বিকল সীতা রাক্ষসীর ডরে।
ক্ষণে দক্ষিণ বামে ক্ষণে পশ্চাৎ সীতা
সীতার ভয় দেখি রামের মনে লাগে ব্যথা।
যেইদিগে যান সীতা সেইদিগে রাক্ষসী
রাক্ষসীর ডরে কাঁপে সীতাত কাশী।

রাম বলেন লক্ষ্মন কেন কর উপহাস
ইঙ্গিতে বলেন রাম বচন প্রকাশ।
ক্রোধে লক্ষ্মন বীর এড়ে দিব্য বান
এক বানে রাক্ষসীর কাটিল নাক কান।
রক্তে রাঙ্গা হইল ধারা পড়ে স্রোতে
ওষ্ঠাধির রাক্ষসীর ভাসিল শোনিতে।
রক্তে রাঙ্গা হৈয়া যায় খর দূষনের পাশে
মাতায় হাত দিয়া কান্দে গাত্র অবসে।
রুষিল খর দূষন রাক্ষসের সেনাপতি
কোন বেটা করিলেক বহিনীর দুর্গতি।
সাগরের কূলে থানা বনের ভিতরে
ওষ্ঠকাড়িয়া কোন বেটা আইল মরিবারে।
খর দূষনের থানা যেন যমের কারন
চৌদ্দ হাজার রাক্ষসে যাহার সাজন।
রাবন রাজা না মানে আপনা না জানে
মরিবারে উপায় সৃজিল কোন জনে।
বসিয়াত শূর্পনখা কহে ধিরে২
মানুষ দুই বেটা আসিয়াছে বনের ভিতরে।

তপস্বির বেশ ধরে নহেত তপস্বী
সঙ্গে করি লৈয়া বেড়ায় পরম রূপসী।
এক কার্য্যে গেল রাঁড়ী কহে আর কায
ভাতার চাহিতে রাঁড়ী কহিতে বাসে লাজ।
মানুষের মাংস খাইতে গেল মোর সাধি
নাক কান কাটে মোর এই অপরাধি।
চৌদ্দ হাজার ছিল তার প্রবীন সেনাপতি
যুঝিবারে খর তারে দিলেত আরতি।
রাম লক্ষ্মণ মারিয়া আন তাহার ঘরণী
গায়ের মাংস খাব তার সৃকিনি গৃধিনী।
যার ঠাঁই বহিনী পাইলে অপমান
তার রক্ত মাংস তুমি কর গিয়া পান।
জাঠি ঝকড়া শেল মুষল মুদ্গর
সেনাপতি ধায় যেন যমের কিঙ্কর।
মার২ করিয়া ধায় চৌদ্দ নিশাচর
রাম দেখাইতে শূর্পনখা ধাইয়া আগুসার।
আসিয়া উপনিত হৈল যথা রাম লক্ষ্মণ
শব্দ শুনি বাহিরে রাম আসি ততক্ষন।

ফল মূল খাই আমরা কারে নাহি হিংসি
বিনা অপরাধে তোমরা ধাইয়ে কেন আসি।
এত যদি রঘুপতি কহিল ওত্তর
রামেরে ডাকিয়া বলে চৌদ্দ নিশাচর।
তপস্বির বেশ দুই ভাই থাক পঞ্চবটী
রাজার ভগ্নীরে কেন নাক কান কাটি।
যে কর্ম্ম করিয়াছিস জীবনে নাই সাধ
কোন মুখে বলিস না করি অপরাধ।
তুমি একেশ্বর আমরা চৌদ্দ জন
চৌদ্দ জনের ঠাঁই পড়িলে না রবে জীবন।
রাক্ষসের সনে যুদ্ধ বড়ই সাহস
জাটি ঝকড়া শেল টাঙ্গি এড়িল রাক্ষস।
এক বানে রামচন্দ্র চৌদ্দ বান কাটি
মুদ্গর মুষল শেল কাটিয়া ফেলে জাটি।
চৌদ্দ বানেতে রাম পূরিল সন্ধান
চৌদ্দ রাক্ষস রামের বানে তাজিল পরান।
লেওটিয়া বান আইল রঘুনাথের তুনে
রাক্ষস বিনাশহেতু শুন সর্ব্ব জনে।

কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্ব লোকে
পুরান শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে।

চৌদ্দ রাক্ষস পড়ে শূর্পনখা সব দেখে
ত্রাশ পাইয়া কহে গিয়া খরের সম্মুখে।
বুঝিবারে পাঠাইল ভাই চৌদ্দ রাক্ষস
কোন প্রয়োজন না করিল সবে অপযশ।
চৌদ্দ রাক্ষস পাঠাইল অস্ত্র খরসান
রামের বানে চৌদ্দ বীর হারাইল পরান।
খর বলে দেখিবে তুমি আমার প্রতাপ
আমি থাকিতে তুমি না কর মনস্তাপ।
আটি ঝকড়া শেল টাঙ্গি খরসান
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস নড়ে পর্ব্বতসমান।
প্রবাল পাতরের জড়া তাহে নানা মনি
চিত্র বিচিত্র ধ্বজা পতাকা রথের সাজনি।
চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়াত রথ উজ্জল
প্রবাল মুক্তার ঝারা করে ঝলমল।

কনক রচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মান
পবনবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান।
অস্ত্রে যত অস্ত্র রথের উপর তুলি
রথের [illegible] বান্ধিয়া উঠে যায় মহাবলী।
আচম্বিতে [illegible] রঘুবীজে
উথলিয়া রথের ঘোড়া রহে মগ্ন তেজে।
যোদ্ধার [illegible] গর্জ্জে বীর দুজন
আগে যাইছ রাম পশ্চাৎ লক্ষ্মন।
রাক্ষস আইল যত পরম কৌতুকে
কীর্ত্তিবাসে রামায়ন গাইল শুন সর্ব্ব লোকে।

রাম বলেন লক্ষ্মন শুন কটকের কলকলি
সীতা লৈয়া যাহ ভাই এড় রনস্থলী।
রনে থাকিলে হইতে দোষের উপকার
এথা থাকিলে সীতা পাবে চমৎকার।
আমার দিব্বি ভাই লক্ষ্মন চলহ সত্বর
সীতা রাখহ নিয়া পর্ব্বতগুহার ভিতর।

এত যদি লক্ষ্মনেরে বলিলেন রামে
সীতা লইয়া লক্ষ্মন গেলেন সম্ভ্রমে।
রন দেখিতে দেবগন রহে অন্তরীক্ষে
অন্তরীক্ষে থাকি দেবতা রঘুনাথে দেখে।
একেশ্বরমাত্র চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস
কেমনে জিনিবে রাম বড়ই সাহস।
ডাকিয়া রামেরে বলে খর দুষন
মানুষ হইয়া তোর রাক্ষসের সনে রন।
দুষনের বচন শুনি খর বীর হাসে
ছয় হাজার রাক্ষস লৈয়া রামেরে রোষে।
দুই হাজার রাক্ষস লইয়া ত্রিশিরার ভিড়ন
ছয় হাজার রাক্ষস লইয়া চলিল দুষন।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষসে হইল কলকলি
রামেরে কষিয়া যায় খর মহাবলী।
চতুর্দ্দিগে কটক রাম হইল মধ্য
ব্রহ্মাদি দেবগনের মনে হইল সন্দ।

রথের সারথি চালাইল অষ্ট ঘোড়া
রামের উপরে ফেলে আটি বাকড়া।
সন্ধান পুরিয়া রাম এড়ে বান খরসান
খর বীরের বান কাটি করে খান২।
দুই জনে বান বরিষে দোঁহে বীরবর
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জর্জ্জর।
দুই জনের গা বাহিয়া রক্ত [illegible]
দুই জনের গায়ের রক্তে [illegible] ভিজে।
এক সহস্র বান রাম যুড়িল ধনুকে
সহস্র বান মারেন রাম রাক্ষসের বুকে।
কতক রাক্ষসের উঠিল কলবাল
আর কত রাক্ষস পলায় আওদড় চুলি।
সহস্র রাক্ষস পড়ে শ্রীরামের বানে
গান্ধর্ব অস্ত্র যোড়ে রাম ধনুকের গুনে।
সকল রাক্ষস হৈল যেন রামময়
আপনা আপনি কটক নাহি পরিচয়।
আপনা আপনি রাক্ষস করে মহামার
এক বানে ছয় হাজার রাক্ষস সংহার।

যত ঠাট পড়িল ঘর বীরমাত্র আছে
দূষনের সেনাপতি দেখে তার কাছে।
আপনি নিকট লইয়া বীর পশিল সংগ্রামে
হাতে শূল করিয়া যায় মারিতে শ্রীরামে।
শূল কাটিতে রাম যত বাণ এড়ি
শূলে ঠেকিয়া বাণ ভাঙ্গিয়া পড়ি।
অক্ষয় শূল পাইয়াছে ব্রহ্মার বরে
শূলে ঠেকি ভাঙ্গে বাণ কিছু করিতে নারে
বাণেতে পণ্ডিত রাম বুদ্ধে নাহি ঘাটে
শূলের সনে দূষনের দুই হাত কাটে।
দূষনের দুই হাত চন্দনে ভূষিত
দুই হস্ত কাটা গেল পড়িল ভূমিতে।
ঘায়ের জ্বালায় দূষন বীর ত্যজিল পরাণ
রামের তরে দেবগন করিছে বাখান।
কীর্ত্তিবাস রামায়ন গায় পরম কৌতুকে
দূষন আদি সেনা পড়িল অরন্যকে।

দূষন পড়িল যের তখন মনে চিন্তে
কাতর হইল বীর চক্ষুর জলে ভিতে।
হাতে অস্ত্র করিয়া বাইয়া আগু সরে
এত সেনাপতি মোর একা রাম মারে।
রাম আর খর বীর হৈল অগ্নির সোসর
দশ দিগ জল স্থল হৈল অন্ধকার।
অবর্বুদং বান এড়িছে বিস্তর
তাক দিয়া খর বীর করিছে ওত্তর।
মানুষ হৈয়া বেটা তোর এত অহঙ্কার
পদাতি মারিয়া তোর হরিষ অন্তর।
কত বান মারিষ বানের না পাই সংখ্যা
কত শত বান এড় নাহি লেখাজোখা।
রাম বলেন শুন খর হৈয়া সাবধান
অক্ষয় পেল বান পাইয়াছি মুনির স্থান।
শরভঙ্গ মুনি মোরে দিয়াছে অক্ষয় তুন
আঠার বৎসর এড়ি তবু নহেত ফুরান।
রামের বচনে তার মনে লাগে চমৎকার
ত্রাস পাইয়া চিন্তিল সংশয় আপনার।

রাক্ষসের ত্রাস বুঝি রাম এড়েন বান
ধর বীরের হাতের ধনুক করে খান২।
ধনুক কাটা গেল ধর বীর চিন্তিত
চক্ষুর নিমেষে আর ধনু লইল ত্বরিত।
রামের উপরে করে বান বরিষন
চতুর্দ্দিগে জল স্থল ছাইল গগন।
নানা অস্ত্র দশ দিগ করিয়াছে প্রকাশ
রাম জিনিনু বলি মনে২ হাস।
যে ধনুকে রঘুনাথ সকল রাক্ষস জিনে
রাক্ষসের হাতের ধনু কাটিয়া পাড়ে বানে।
যে ধনুক দিলেন অগস্ত্য মুনিবরে
সেই ধনুকে রঘুবীর সন্ধান পূরে।
আপনি বিষ্ণু রঘু বীর পূরেন সন্ধান
রাক্ষসের কাটিয়া পাড়ে হাতের ধনুক বান।
রথের ধ্বজা কাটিয়া করিল খণ্ড২
ধ্বজা পতাকা কাটিয়া পাড়ে সারথির মুণ্ড।

অগ্নিবাণ এড়েন রাম ধনুকে দিয়া চড়া
বানে কাটিয়া পাড়ে রথের অষ্ট ঘোড়া।
পবনবেগে এড়েন বাণ রাম তারা যেন ছোটে
আরবার ঘোর বীরের হাতের ধনু কাটে।
মন্ত্র পড়িয়া ঘোর বীর গদাগোটা এড়ে
যত দূর যায় গদা তত দূর পোড়ে।
গাছের নিকট গেল গাছ সব জ্বলে
আলো করি আইসে গদা গগনমণ্ডলে।
বুক্ষে অগ্নি জ্বলে গদা না রহে সাম্য বাণে
ত্রিভুবনে একাকার ছাইল আগুনে।
মন্ত্র পড়িয়া রঘুনাথ আর বাণ এড়ে
অগ্নি জ্বলিয়া বাণ আকাশ যোড়ে।
অগ্নিময় বাণ জ্বলে পর্ব্বত আকার
অগ্নিবাণে পুড়িয়া গদা হইল সংহার।
গদা কাটিয়া রাম পাইল অপসর
ভাণ্ডার ফুরাইল রাক্ষস হইল ফাঁফর।
গাছ উপাড়ি ফেলে ঘোর বড়ই দুর্ব্বল
গাছ কাটিয়া ফেলেন রাম মহাবল।

গাছ পাতর কাটিয়া রাম ফেলেন সত্বর
খর বীরের শরীর রাম করেন জর্জ্জর।
সর্ব্বাঙ্গ ফুটিয়া খরের তিতিল রক্তে
রক্তে রাঙ্গা হৈল বীর চাহে চারি ভিতে।
হাতে অস্ত্র নাহি আর উঠিয়া দিল রড়
রামেরে রুষিয়া যায় লইতে কামড়।
রামেরে কামড় দিতে যায় দৈবদোষে
ঐষিক বান রামচন্দ্র যুড়িলেন ত্রাসে।
বজ্রাঘাতে পর্ব্বত যেন হয় দুই চির
গায়ে প্রবেশে বান পড়িল খর বীর।
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস রাম জিনিলেন রনে
রামের তরে বাখানে যত দেবগনে।
ব্রহ্মা বলেন রাম তুমি কর অবধান
সকল দেবতা তোমারে করেন কল্যান।
মহাদেব আসিয়াছেন তোমারে বড় সুখী
ইন্দ্র দেব আসিয়াছে দেখ সহস্র আঁখি।
কুবের বরুন আসিয়াছেন যত দেবগন
অষ্ট লোকপাল আসি করেন স্তবন।

তোমার প্রসাদে এখন বেড়াব স্বচ্ছন্দে
-রাক্ষসের খানায় দেব বেড়ায় আনন্দে।
রামেরে বন্দিলেন গিয়া সীতা আর লক্ষ্মন
লক্ষ্মন করেন রামের চরন বন্দন।
সীতা আর লক্ষ্মন রামের রক্ত পাখালি
স্নান করিয়া আইলেন রাম কুতুহলী।
সীতারে কহেন রাম সংগ্রামের কাহিনী
কৌতুকে সীতা লৈয়া রাম বঞ্চিল রজনী।
রামের সংগ্রাম যত শূর্পনখা দেখে
আকাশ গমনে লঙ্কায় গেল অন্তরীক্ষে।
রাবনে কহিতে যায় সাগরের পার
নাক কান নাহি রাঁড়ী বিকৃতি আকার।
যার কাছে যায় রাঁড়ী সেই ভয় পায়
খর দূষন খাইয়া রাঁড়ী রাবন খাইতে যায়।
রাজ্যখণ্ড লৈয়া রাবন বসেছে সাদরে
কস্তুরী কুঙ্কুম রাবনের অঙ্গে শোভা করে।
রাজ্যখণ্ড লৈয়া বসেছেন মন্ত্রিগন
হেনকালে শূর্পনখা দিল দরশন।

নাক কান কাটা গেল তাহা নাহি বলি
সভার ভিতরে রাবণেরে দেয় গালাগালি।
শৃঙ্গারকৌতুকে রাজা থাক রাত্রি দিনে
রাক্ষস করিতে নাশ রাম আইল বনে।
স্ত্রী লৈয়া বেড়ায় সঙ্গে কেহ নাহি আর
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস রামের ঠাঁই গেল মার।
হস্তী ঘোড়া নাহি রামের ধানকী দোসর
এতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর।
এতেক বার্ত্তা পায় রাবণ শূর্পণখার তুণ্ডে
হাহাকার করিয়া শব্দ করে সভাখণ্ডে।
কতেক কটক তার কেমত তার বেশ
ভয়ঙ্কর বনে কেন রাম করিল প্রবেশ।
কাহার নন্দন রাম কেমন সন্মান
কেমন বিক্রম তাহার কেমন ধনুক বাণ।
শূর্পণখা বলে রাম দশরথের নন্দন
বাপের সত্য পালিয়া বেড়ায় বনেবন।
তপস্বির বেশ ধরে নহেত তপস্বী
সঙ্গে করি লৈয়া বেড়ায় পরম রূপসী।

চৌর্দ্দ হাজার রাক্ষস মারে চৌর্দ্দ সেনাপতি
রাক্ষস ক্ষয় করিতে রাম জ্বলন্ত দীপতি।
রামের সমান ভাই লক্ষ্মন মহাবীর
ধনুক বান লইলে কেহ রনে নহে স্থির।
রামের স্ত্রী সীতা হয় জাতিয়ে পদ্মিনী
ত্রৈলোক্য জিনিয়া সীতা পরম কামিনী।
সীতার রূপের সমান আর নাই স্ত্রী
রূপে আলো করিতে পারে তোমার অন্তঃপুরী।
যেমন রূপ গুন ধীর তুমি পুরুষরাজে
সীতার রূপ গুন তোমাকে ভাল সাজে।
রাম লক্ষ্মন ভাণ্ডিয়া আনহ তার স্ত্রী
হাস পরিহাস কর লইয়া সুন্দরী।
যেমন মনস্তাপ দিল সে রাক্ষসকুলে
সীতা আনিলে সে মরিবে শোকানলে।
শূর্পনখা যত বলে রাজা সব শুনে
সুন্দর সীতার কথা রাবন ভাবে মনে২।
যুক্তি করে রাবন সভাবিদ্যমানে
রাম ভাণ্ডাইয়া সীতা আনিব কেমনে।

রাক্ষসের মায়া মানুষে বুঝিতে না পারে
শূর্পণখা কান্দে রাবন বধিবার তরে।
শূর্পণখার কথায় কেহ হাসে
অপূর্ব কাণ্ড গাইল গীতে পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

ঘোর দিনে রাবন আইল বাহিরে
রাজার মন বুঝিয়া সারথি সত্বরে।
পুষ্পক রথখান অপূর্ব গঠন
সেই রথের সারথি আপনি পবন।
হেন রথ সাজিয়া আনে রথের সারথি
নানা রত্ন মনি মানিক নির্মাইল তথি।
চিত্র বিচিত্র রথখান অপূর্ব গঠন
পবনবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান।
সেই রথেতে চাপে রাজা লঙ্কেশ্বর
রাবন লইয়া রথ চলিল সত্বর।
শীঘ্রগতি চলে রথ বিদ্যুতসমান
সাগর লঙ্ঘিয়া যায় রাবন শতেক যোজন।

শ্যামবর্ণে বটগাছ শত যোজন ডাল
আশি যোজন শিকড় তার নামিয়াছে পাতাল।
চারি ডাল দেখি যেন পর্ব্বতের চূড়া
সত্তরি যোজন ঘুড়িয়াছে বট গাছের গোড়া।
বালখিল্যাদি তপ করে মুনিগন
মারীচ উদ্দিশে তথা গেলত রাবন।
তাহার তলে তপ করে মারীচ নিশাচর
রথে চাপিয়া তথা গেল রাজা লঙ্কেশ্বর।
ত্রাস পাইল মারীচ রাবনেরে দেখি
সর্প যেন মাতা নোয়ায় দেখি গরুড় পাখি।
লোকের প্রান উড়ে যেন বৈরিদরশনে
ত্রাস পাইল মারীচ দেখিয়া রাবনে।
রাবন বলে মারীচ তুমি পাত্রপ্রধান
লঙ্কায় পাত্র নাহি আর তোমার সমান।
দশ সহস্র হস্তির বল তোমার শরীরে
দেবতা গন্ধর্ব্ব নিদ্রা না যায় তোমার ডরে।
বড় দুঃখ পাইয়া আইলাম তোমার গোচরে
সাগরের কূলে থানা বনের ভিতরে।

চৌদ্দ হাজার রাক্ষস খর দূষণ মারে
ত্রিভুবনে এত অপমান কেহ নাহি করে।
খর দূষণ দুর্জ্জয় ত্রিশিরা বিক্রমে
এত কটক মারে মানুষ বেটা শ্রীরামে।
হাতে অস্ত্র বনে বেড়ায় হইয়া তপস্বী
সঙ্গে করি লৈয়া বেড়ায় পরম রূপসী।
মানুষ হইয়া বেটা করে এত অপমান
শূর্পণখা বহিনীর কাটে নাক কান।
সাগরের কূলে থানা বনের ভিতরে
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস খর দূষণে মারে।
দুর বেটা রাম তারে খেদাড়িল বাপে
ভরত লইল রাজ্য রাম বেড়ায় মনস্তাপে।
রাজা হৈয়া আমি লইনু তোমার শরণ
পাত্রকার্য্য কর মোর শুনহ বচন।
রামেরে ভাণ্ডিয়া লৈয়া যাইহ সত্বরে
সীতা হরিয়া আনিব পাইয়া শূন্য ঘরে।

এত বচন রাবণ রাজা করিল প্রকাশ
মুখে রা নাহি মারীচ ছাড়িল নিশ্বাস।
অবোধ রাবন অবোধ লোক সংহতি
কোন পাতকী দিল তোরে মরিতে যুকতি।
প্রাণাধিক রামের সীতা সুন্দরী
হেন সীতা আনিতে তোর মজিবে লঙ্কাপুরী।
রামের সনে বাদ করিলে যাবে যমপুরী
আনিয়া কার্য্য নাহি শ্রীরামের স্ত্রী।
কুম্ভকর্ণ হেন ভাই করিবে বিনাশ
দেবমূর্ত্তি কুমার মরিবে হবে সর্ব্বনাশ।
লঙ্কা দেশের স্থানের নাহিক উপমা
সৃষ্টি নষ্ট না করিহ চিত্তে দেহ ক্ষমা।
পায়ে পড়ি কুঠার লই করি হে মিনতি
ক্ষমা কর রক্ষা কর লঙ্কার বসতি।
সীতা আনি রামের সনে না করিহ বাদ
সীতা আনিলে তোমার পড়িবে প্রমাদ।
কুমন্ত্রির বচনে তোর রাজ্যখণ্ড মজে
সুমন্ত্রী মন্ত্রনা দিলে লক্ষ্মী তারে ভজে।

মত্ত হস্তী ছুটিলে যেন না রহে অঙ্কুশে
লঙ্কাপুরী মজিবে তোমার আপনার দোষে।
রামের গুনে পাচু লাগিছে সব্ব লোকে
প্রান দিলেক দশরথ রাম পুত্রশোকে।
এক সীতা বই রাম অন্য নাহি চাহে
এক সীতা বই রামের অন্য নাহি ভাইয়ে।
কুমার সব তোমার থাকুক কুশলে
অতি পাত্র তোমার থাকুক কুতুহলে।
বিস্তর ভোগ করিবে হইবে চিরঞ্জীবী
আনিতে না করিহ মনে রামের মহাদেবী।
রাম বই সীতা দেবী অন্য নাহি ভজে
তোমা না ভজিবে সীতা আনিবে কোন কাযে।
পরস্ত্রী দেখিলে তুমি বড় হও সুখী
সবংশে মরিবে রাজা পাচু নাহি দেখি।
রাবন বলে মারীচ মৃগ হও তুমি
রাম ভাণ্ডাইয়া সীতা আনিবত আমি।
মৃগরূপ ধরিয়া আমি যাইব রামের কাছে
আগে আমার মৃত্যু তোমার মৃত্যু পাছে।

কোন কার্য্য সিদ্ধি করিবে শঙ্কটে প্রবেশে
সীতা আনিয়া কার্য্য নাহি চলিয়া যাহ দেশে।
পরিনামে ভাল মন্দ বিভীষন জানে
আমার কথা কহিও ধার্ম্মিক বিভীষনে।
ধার্ম্মিক ত্রিজটা আছে বুদ্ধেতে পণ্ডিতা
ত্রিজটা বলে যদি তবে আনিহ সীতা।
তাঁহাসভার ঠাঁই যদি পাহ অনুমতি
তবে সীতা আনিতে তুমি করিহ যুকতি।
মনের লজ্জা আর শূর্পনখার অবস্থা
চৌদ্দ হাজার রাক্ষসের না কর মনে ব্যথা।
খর দূষন ত্রিশিরার রাবন না করিহ দুঃখ
আপনি জীলে তুমি ভুঞ্জিবে রাজ্যসুখ।
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস মারে তার সনে বাদ
দেখিয়া না দেখ তুমি এতেক প্রমাদ।
তোমার বিক্রম জানি শুন লঙ্কেশ্বর
শ্রীরাম তোমায় হয় অনেক অন্তর।
আপনার বিক্রম তুমি আপনি বাখানি
তোমাহেন লক্ষ রাবন একবারে জিনে।

স্ত্রী পুত্র ছাড়িনু কনক লঙ্কাপুরী
তপস্বী হৈয়া রামের ডরে তপ করি।
তবু তোমার ঠাই মোর নাহিক এড়ান
রামের কাছে পাঠাহ মোর লইতে পরান।
আমার বচন তুমি শুন লঙ্কেশ্বর
সীতার লোভ ছাড়িয়া চলিয়া যাহ ঘর।
মারীচ যত বলে রাবণ তত রোষে
অরণ্যকে রচিল গীত দ্বিজ কীর্ত্তিবাসে।

মরণকালে রোগী যেন না খায় পাচন
মারীচ যত বলে না শুনে রাবণ।
অতিথি আইলে লোকে দেয় আহার পানি
তোর কাছে আইলাম বলিস দুরক্ষর বাণী।
মানুষের গৌরব রাখ মোরে মন্দ বলে
আমি তোরে মারিলে রাম কি করিতে পারে।

অগ্নির তেজ আমি ত্রিভুবনে জানি
দেব দানব জিনি আমি রাক্ষসের মণি।
এমন রাজা ঘরে আইলে আদর না করি
মানুষের গৌরব রাখ মোরে তুচ্ছ করি।
বল বুদ্ধি হীন রাম হয় মানুষ জাতি
নিশাচর হৈয়া তরাইস খুইলা খ্যাতি।
ইন্দ্রাদি নিষেধে মোরে যত দেবগণ
তবু সীতা আনিব আমি না ধরি মগুন।
রাম ভাণ্ডাইয়া তুমি লৈয়া যাইহ দূরে
হরিয়া আনিব সীতা পাইয়ে শূন্য ঘরে।
আমার সঙ্গে যাবে তুমি কিসের তোর ভয়
যুদ্ধ না করিব আমি দেখিহ নিশ্চয়।
এতেক শুনিয়া মারীচ বলিল বচন
সীতা ঘরে আনিলে তোর সবংশে মরণ।
বল করিয়া আনিলে ত্রিভুবনের স্ত্রী
তুমি মরিলে সভে যাবে মরামরি।
কুমার সকল তোমার আছে পরিচ্ছদে
সকল নষ্ট হবে তোমার রামের বিসম্বাদে।

এক স্ত্রী আনিয়া মজাইবে এত স্ত্রী
সীতার লোভ ছাড়িয়া চলহ লঙ্কাপুরী।
সাগরে দর্প কর সাগর কর গড়
রামের ভয়ানক হৈবে আপনি সাগর।
আগে আমি মরিব রামদরশনে
পশ্চাৎ মরিবে তুমি সকল পুরজনে।
তুমি আমি ভণ্ড হই সকল হবে মিথ্যা
রাম ভাণ্ডাইয়া তুমি আনিতে নারিবে সীতা।
আমার মায়ায় লক্ষ্মণ যদি ছাড়ে ঘর
একেশ্বর না রবে সীতা থাকিবে দোসর।
যে ঘরেতে থাকিবেক বীর লক্ষ্মণ
সে ঘরে প্রবেশ করিবে বীর কোন জন।
যথা তথা যাহ তোমারে বলি লঙ্কেশ্বর
সীতার চেষ্টা না করিহ চলিয়া যাহ ঘর।
আনিতে গেলাম আমি না পাইলাম সীতা
দেশে গিয়া কহিও রাজা এই সব কথা।
যদি সীতা আনিতে তুমি দড় করিলে মন
মরণকালে স্মরিহ আমার বচন।

রাজা পাত্রে করে যুক্তি হইয়া এক মতি
রথে চাপি ওত্তর দিগে চলে শীঘ্রগতি।
ফুলিয়ার কীর্ত্তিবাস গাইল অমৃতের ভাণ্ড
লঙ্কা মজাইতে বিধি রাবনেরে পাষণ্ড।

তিন কাণ্ড গাইল পুঁতি শ্রীরামচরিত্র
আর তিন কাণ্ড লৈয়া শুন রাবনমাহাত্ম্য।
শূর্পনখা বলে ভাই এই পঞ্চবটী
এই স্থানে লক্ষ্মন মোর নাক কান কাটি।
রথে চড়িয়া রাবন ওপর গগনে
রথে হৈতে ভুমিতে নামিল দুই জনে।
মারীচের হাতে ধরি বলেন লঙ্কেশ্বর
মৃগরূপ ধর তুমি দেখিতে সুন্দর।
মৃগরূপ ধরে মারীচ ব্রহ্মার বরে
চিত্রবিচিত্র হয় তখন মৃগের শরীরে।
রত্নমৃগ হয় মারীচ গায়ে সুন্দর রেখা
ধবল খুর হৈল বিন্দু২ যায় দেখা।

দুই শৃঙ্গ হৈল যেন প্রবাল পাতির
গলায় সোনার বিম্বুকী যেন চন্দ্র সুন্দর।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রত্নমৃগ অতি মনোহর
দুই ওষ্ঠ হৈল তাহে যেন দিবাকর।
স্থানে২ রাঙ্গা মধ্যে দেখি কজ্জলের রেখা
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন বিজুলীঝলকা।
লোমাবলি দেখি যেন মুকুতার জ্যোতি
দুই চক্ষু জলে যেন রতনের বাতি।
নানা মায়া ধরে যেন মায়ার পুতুলি
রত্নের কিরণ যেন পড়িয়াছে বিজুলি।
মৃগের রূপ দেখিয়া রাবণ রাজা হাসে
অরণ্যকে গাইল গীত ফুলিয়ার কীর্ত্তিবাসে।

গাছের আড়ে লুকাইয়া রহিল রাবণ
আলো করিয়া যায় যেন রত্নের কিরণ।
আপন মূর্ত্তি দেখিয়া আপনি উলটে
চলিতে২ গেল মৃগ শ্রীরামের নিকটে।

রাম সীতা বসিয়া আছেন দুই জন
সেইখানে মৃগ গিয়া দিল দরশন।
শোকসাগরে ডুবাইতে জানেন বিধাতা
সীতার অগ্রে দিতে গেল যতেক অবস্থা।
কোন বিধাতা করিল এমন মৃগের নির্ম্মাণ
রামের তরে বলে সীতা কর অবধান।
কৌতুকে বলেন সীতা মধুর বচন
সন্নিধান হয় তবে করি নিবেদন।
এই মৃগের চর্ম্ম পাইলে পাতিয়া বসি
শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সীতা বলেন মৃদু হাসি।
শুনিয়া না লঙ্ঘে রাম সীতার বচন
ডাক দিয়া লক্ষ্মণেরে আনিল তখন।
অদ্ভুত এক মৃগ দেখ ভাই বিদ্যমান
অপূর্ব্ব সুন্দর মৃগ কে করেছে নির্ম্মাণ।
দুই পাশে শোভা করে চন্দ্রের মণ্ডলী
ধবল কিরণ যেন গায়ের লোমাবলি।
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন অগ্নিহেন দেখি
আকাশের তারা যেন মৃগের দুই আঁখি।

দুই শৃঙ্গ অল্প দেখি প্রবালের বর্ণ
স্বর্ণে আলো করে মৃগের দুই কর্ণ।
সুন্দরী সীতা যদি বৈসে ইহার চর্ম্মে
তবে মনে প্রীত হয় বলেন শ্রীরামে।
মৃগের রূপ দেখি তখন বলেন লক্ষ্মণ
রামের তরে বলেন কিছু প্রবোধিবচন
মায়াবী রাক্ষস শুনিয়াছে মুনির তণ্ডে
মায়ামৃগ হইয়া তারা দোঁহা ভাণ্ডে।
রূপ মোহিত করিয়া মায়ার প্রকার
বনে গিয়া রক্ত মাংস করিবে সংহার।
নানা মায়া ধরে সে মারার পুত্তলী
আমাসভা ভাণ্ডিবারে পাতে মায়াজালী ।
মৃগের পাশে আছে এক রাজার ভাণ্ডার।
ত্রিভুবনে নাই এমন মৃগের সঞ্চার।
ভালমতে ইহা আগে করিব জিজ্ঞাসা
স্বরূপে এ মৃগ নহে মারীচ রাক্ষসা।
বুদ্ধের সাগর লক্ষ্মণ বুদ্ধি নাই টুটে
যত যুক্তি বলেন লক্ষ্মণ সকল যুক্তি ঘটে।

লক্ষ্মণের বচনে রঘুবীর হাসে
এত কালে মারীচ কি আইল মোর পাশে।
মারিব মারীচ হয় কুম্ভবধী পাপী
অগস্ত্য মারিলেন যেন ইল্বল বাতাপি।
স্বরূপে মারীচ হয় মারিব ত্বরিত
রাক্ষস মারি ঘুচাইব মুনি সভার ভীত।
রাক্ষস না হয় যদি হয় মৃগ জাতি
রত্নমৃগ ধরিলে যে পাইব পীরিতি।
ধরিতে না পারি যদি মারিব পরাণে
মৃগচর্ম্ম লইয়া আসিব এইখানে।
যাবৎ মৃগ মারিয়া না আসি ঘরে আমি
তাবৎ রাখিহ ভাই সীতা রূপসী।
আমার বচন কভু না করিহ আন
প্রমাদ পড়ে তবে তুমি হইও সাবধান।
গাছের আড়ে হইতে রাবণ সব কথা শুনে
মৃগ মারিতে যান হাতে ধনুর্ব্বাণে।
যখন যে হবে তাহা বিধি ভাল জানে
সীতাহেন সতী দুঃখ পাইল কিকারণে।

সোনার টোপর পরে হাতে ধনুঃ শর
মৃগ মারিতে যান রাম লক্ষ্মন থুইয়া ঘর।
রামের মূর্ত্তি দেখিয়া মারীচের চমৎকার
পলাইয়ে গেলে মোরে মারিবে লঙ্কেশ্বর।
সম্ভ্রম হইয়া মারীচ যায় ফিরেং
লক্ষ্মণের আড়ে হয় রামের বানের ডরে।
ঘর এড়িয়া মারীচ গেল এক প্রহরের পথ
নদ নদী এড়িয়া গেল অনেক পর্ব্বত।
ক্ষনে যায় ক্ষনে চায় ক্ষনে হয় দূর
নানা রঙ্গে চলে মৃগ মায়ায় প্রচুর।
ক্ষনেক নিকট হয় ক্ষনেক অন্তরে
রাম নিকট গেলে পলাইয়া যায় দূরে।
প্রানে মরিবেক মৃগ না মারেন বান
নিকটে পাইলে মৃগের ধরি দুই কান।
চিন্তিয়া গনিয়া রাম বুঝেন কারন
সরূপে মৃগ হইলে নহিত দরশন।

বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহেত আপন
আমার তরে লক্ষ্মণ তোমার কিবা লয় মন।
ভরত লইল রাজ্য তুমি লহ স্ত্রী
ভরতের সনে তোমার আছে সারিভারী।
যেই চাহ লক্ষ্মণ সেই তোমার বেলা
আমার প্রতি আসে ভাইয়েরে কর হেলা।
আর পুরুষ সীতা না চায় চক্ষুর কোনে
গলায় কাটারি দিয়া মরিব পরানে।
লক্ষ্মণের পুন্য শরীর হৃদয়ে নাহি কালী
সর্ব্ব প্রাণী সাক্ষী হও করি পুটাঞ্জলি।
জলচর স্থলচর অন্তরীক্ষচর
সভে সাক্ষী হও সীতা বলে দুরক্ষর।
প্রবোধ না মানে সীতা অধিক বলে রোষে
আজি মরিবেক সীতা আপনার দোষে।
গাণ্ডিব দিয়া লক্ষ্মণ বেড়িলেন ঘর
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর।
আপনি বিষ্ণু রঘুনাথ তাহার পত্নী সীতা
শূন্য ঘরে রাখিও হে সকল দেবতা।

স্থির হইয়া মোরে দেহত মেলানি
আর কিছু না বলিহ দুরক্ষর বানী।
মাতায় দা হানে সীতা চক্ষুর জলে তিতে
সীতা পুনমিয়া লক্ষ্মন চলিল ত্বরিতে।
দৈব বিমুখ হৈল চলিল বীর লক্ষ্মন
গাছের আড়ে থাকিয়া দেখেত রাবন।
এত দূরে রাবনের সিদ্ধ অভিলাষ
তপস্বির বেশ ধরি যায় সীতার পাশ।
দুই পানই দুই পায় কান্ধে ধরে ছাতি
সকল বসন রাঙ্গা ধরে নানা গতি।
পরম সুন্দরী সীতা বচন মধুর
সীতার রূপ দেখিয়া রাবন কামাতুর।
মধুর বচনে রাবন সীতারে সম্ভাষি
কোন জাতিস্ত্রী তুমি কোন দেশে বসি।
কাহার ঝিয়ারি তুমি কার প্রিয়োত্তমা
মনুষ্য নহত তুমি সোনার প্রতিমা।

সুললিত দুই স্তন শোভা করে হারে
ওত্তম বন্দন শোভা করে তোমার শরীরে।
বিষম দণ্ডক বনে সিংহ ব্যাঘ্র বৈসে
তুমি হেন সুন্দরী থাক কেমন সাহসে।
পরিচয় দেয় সীতা তপস্বিস্থানে
অমৃতে সেঁচিল যেন মধুর বচনে।
জনকনন্দিনী আমি নাম ধরি সীতা
দশরথের বধূ আমি শ্রীরামের বনিতা।
খানিক রহ ফল আনি দিবেন লক্ষ্মণ
সেই ফল দিব তুমি করিহ ভক্ষণ।
অতিথিরে ভক্তি প্রভু রাম ভাল জানে
বড় প্রীতি পাইবেন তোমাদরশনে।
নির্ভয় হৈয়া বেড়াহ মাতায় ধর শিক্ষা
কোন জাতি কি নাম তোমার কেন কর ভিক্ষা।
এত যদি বলেন সীতা তপস্বির স্থানে
আপন পরিচয় করে রাজা দশাননে।
কুবের জ্যেষ্ঠ ভাই আমার অধিকারী ধনে
আজন্ম কাল তপস্যা করি আমি এই বনে।

রাবন নাম আমার মুনি সকল জানে
বড় প্রীতি পাইলাম তোমা দরশনে।
ফল ফুল আহরিয়া করিত ভক্ষন
গৃহস্থ জন পাইলে করেত পালন।
তোমার সনে হৈল মোর অপূর্ব্ব দরশন
ভিক্ষা পাইলে নিজালয় করিয়ে গমন।
বেলাধিক হৈল ঝাট কর সম্বিধান
তোমার পুন্যে করি গিয়া স্নান দান।
রাম লক্ষ্মন আসিতে বিলম্ব অনেক দেখি
স্নানের বেলা হৈল মোর শুন চন্দ্রমুখী।
সীতা বলেন তপস্বী কর অবধান
পক্ক ফল ঘরে আছে করহ ভক্ষন।
রাবন বলেন সীতা ব্রত করিত কাননে
আশ্রমে না লই ভিক্ষা মুনি সব জানে।
সীতা বলেন রাবন তোমার তরে কহি
প্রভুর আজ্ঞা বিনা ঘরের বাহির নহি।
রাবন বলে ভিক্ষা দিতে হইলে কাতর
তোমার ঠাঁই বিদায় হৈলে যাই সত্বর।

সীতা বলেন আশ্রমে অতিথি ব্যর্থ যাবে
সকল ব্রত নষ্ট হবেক প্রভু কি বলিবে।
বিধাতানির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়
ফল হাতে করিয়া ঘরের বাহির হয়।
ফল হাতে করি সীতা বাহির হইল সত্বর
ফল লৈতে আইল দুরন্ত পাপী লঙ্কেশ্বর।
সীতার হাতে ধরিয়া লৈয়া যায় ত্বরিত
সীতা বলে বিধি মোরে কি করিলে আচম্বিত।
অনাচার কর্ম্ম করিস পাপিষ্ঠ রাবণ
আমানাগি হবে তোর সবংশে মরণ।
রাবণ বলে সীতা তুমি শুনহ বচন
আপন পরিচয় করি আমি শুনহ কারণ।
রাক্ষসের রাজা আমি নাম দশানন
কুড়ি হাত কুড়ি চক্ষু দশ বদন।
তপস্বির বেশ ধরিয়া আসি তোমার সদন
কুবের জ্যেষ্ঠ ভাই মোর অধিকারী যত ধন।
ইন্দ্রের অমরাবতী হৈতে মোর লঙ্কাপুরী
পৃথিবীর দুর্ল্লভ তাঁই দেখিবে সুন্দরী।

তোমার রূপেতে আমি বড় অভিলাষী
দশ হাজার স্ত্রী তোমার করিয়া দিব দাসী।
সর্ব্বোপরে তোমাকে করিব ঠাকুরাণী
শৃঙ্গারশাস্ত্র সীতা আমি ভাল জানি।
রাবন বলে সীতা কর্হ অবধান
তোমা আমা কেলি করিব বিচিত্র স্থান।
রামের সেবা করিয়া তোমার জন্ম গেল দুঃখে
আমার স্ত্রী হইলে থাকিবে নানা সুখে।
আমার বানে ত্রিভুবন কেহ না ধরে টান
মনুষ্য বেটা রামের তরে কত বড় জ্ঞান।
অল্প বুদ্ধি রামের অল্পত জীবন
যুগে২ চিরঞ্জীবী রাজা দশানন।
সুন্দরী সীতা তুমি রূপে আর বেশে
তোমাহেন সুন্দরী যে মোর অভিলাষে।
কুপিলত সীতা দেবী রাবনবচনে
রাবনেরে গালি দেয় যত আইসে মনে।
কুবের জেষ্ঠ ভাই তোর ধনের অধিকারী
কুবের জিনিয়া বড়ই দুরাচারী।

শৃগাল হইয়া তোর সিংহ ধরিতে সাধ
মরিবারে তুই রামের সনে কর বাদ।
বিষ্ণু অবতার রাম তুই নিশাচর
রাম অ রতোয় দেখি অনেক অন্তর।
যত দুর দেখি কাঁচি আর অমৃতপানে
ঘত দুর অন্তর লোহা আর কাঞ্চনে।
রাম রাবণে অন্তর হয় অনেক দুর
রাম হয় সিংহ রাবণ তুই হইস কুক্কুর।
কুড়ি পাটি দশনে রাবণ করে কড়মড়ি
ডরে কাঁপেন সীতা কলার বাগুড়ি।
রাক্ষসমূর্ত্তি দেখি সীতা হইল ভয়ঙ্কর
অধিক তর্জ্জন করে তখন রাজা লঙ্কেশ্বর।
কোন গুনে রামের তরে মজেছে তোর মন
জটা বল্কল পরিয়া বেড়ায় বনেবন।
এক বৎসর তোমার করিব পালন
ভয়ে ডরাইল সীতা গুড়িল জীবন।
সীতা বলেন শুন আরে পাতকী রাবণ
আপনা মজাইলে তুমি আহার কারন।

দৈবনির্বন্ধ রাবনের না যায় খণ্ডন
সীতার চুল ধরি রাবনের অকাল মরণ।
আর চৌদ্দ যুগ ছিল রাবনের পরমায়ু
সীতার চুলে ধরিয়া হইল অল্পায়ু।
এক হাতে ধরে রাবন সীতার চুলি
আর হাতে ঊরু চাপিয়া ধরে মহাবলী।
ত্রাসে কান্দেন সীতা হইয়া কাতর
কোথা গেলে প্রভু রাম গুণের সাগর।
সিংহের [illegible] কয় প্রভু [illegible] দেবর লক্ষ্মণ
শূন্য ঘরে [illegible] মোরে লইল রাবন।
তুমি যত বলিলে হইল বিদ্যমান
ঝাট আইস দেবর মোর করহ পরিত্রাণ।
মূর্চ্ছিত হইল সীতা করেন রোদন
এমন সময় রাখিবে মোরে কোন বন্ধু জন
সীতা রথে তোলে রাবন করিয়া পাথালি কোলা
নীল মেঘের উপর যেন পড়িছে চপলা।
রথে হৈতে সীতা পাছে পড়ে ভূমিতলে
কুড়ি হাতে সাপটিয়া রাবন করে কোলে।

সীতা লৈয়া রাবন পলায় দিব্য রথে
রাম আইসে বলি পলায় আস্তব্যস্তে।
সীতা বলে পর্ব্বতে আছ যত দেবগন
প্রভুরে কহিও সীতারে লইল রাবন।
প্রানের ব্যগ্রতায় সীতা দেবী ডাকে
পর্ব্বতে কে আছে যে সীতার তরে রাখে।
বনের ভিতরে যত আছে বৃক্ষ লতা
রামেরে কহিও রাবন নিল তোমার সীতা।
গাছের ডাল সীতা চাপিয়াত বীরে
নাকড়ির বাড়ি মারে রাজা লঙ্কেশ্বরে।
এত২ বলি ডাকে দুরন্ত রাবন
রথে হৈতে পড়ে সীতা করয়ে রোদন।
ভণ্ড তপস্বী জানি যদি রাক্ষস বীর
তবে কেন হৈব আমি দ্বারের বাহির।
সীতা বলেন রাবন তোরে বলি হিত
আমা দিয়া রামের সনে করহ পীরিত।
রাবন বলে সীতা তুই মরিস অকারন
তোমাহেন স্ত্রী পাইলে ছাড়ে কোন জন।

সীতা বলে রাবণ বিধি তোরে পাষণ্ডি
সবংশে মরিবে তুমি দৈব নাহি খণ্ডি ।
কুপিল রাবণ রাজা সীতার বচনে
চালাইল রথখান ত্বরিত গমনে ।
জটায়ু নামে পক্ষিরাজ গরুড়নন্দন
দূরে হৈতে শুনে সে সীতার ক্রন্দন ।
আকাশে উড়িয়া পক্ষী চতুর্দ্দিগ চাহে
রাবণের কোলে দেখে সীতা লৈয়া যায়ে ।
চন্দ্রাকার সীতা দেখি রাবণ রাজা কালা
নিল মেঘের উপরে যেন পড়িছে চপলা ।
ত্রিভুবনে যত বীর পক্ষির গোচর
দেখিয়া চিনিল পক্ষী রাজা লঙ্কেশ্বর ।
দুই পাখা পসারিয়া আগুলিল বাট
রাবণেরে গালি পাড়ে মারে পাখসাট ।
ডাক দিয়া বলে পক্ষী শুন নিশাচর ।
আপনা না জানিস তুই পাপী লঙ্কেশ্বর ।

রঘুনাথ নাহি হিংসে তোমার লঙ্কাপুরী
কোন দোষে লৈয়া যাহ তাহার সুন্দরী।
তোর ভগ্নী ভাতারলোভে না থাকে সুবোধে
নাক কান কাটে তার এই অপরাধে।
দশরথ রাজা বড় ধর্ম্মেতে তৎপর
তাহার পুত্রবধূ নিস তিলেক নাই ডর।
বুড়া বয়সে মোর ঠোঁট হৈল ভোঁথা
গাছের ফলসম ছিড়িয়া ফেলাইতাম মাথা।
পাখসাট মারে পক্ষী রাবন দেয় গালি
রাবনের সনে যুদ্ধ করে পক্ষী মহাবলী।
আকাশে উঠিয়া দেখে পক্ষী রাম অনেক দূর
আঁচড়ে কামড়ে রাবনের রথ করে চুর।
আকাশে উঠিয়া পক্ষী চোঁ দিয়া পড়ে
রাবনের পিঠের মাংস খানে২ ছিঁড়ে।
ঠোঁটের ঘায় ছিড়িয়া পেলে সারথির মুণ্ড
রথের ধ্বজা ভাঙ্গিয়া করে খণ্ড২।
সীতা হরিয়া যুঝে রাবন না পায় আস
সীতা হস্তে থুইয়া রাবন উঠিল আকাশ।

হ্রদে থাকিল সীতা রাবন উঠিল আকাশে।
কাপড় সম্বরে সীতা পলায় তরাসে।
পলাইতে চান সীতা পলাইতে নাহি পথ
খালে জোলে বনে টালে বেড়িয়াছে পর্ব্বত।
ত্রাসে কান্দেন সীতা করিয়া ব্যগ্রতা
অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা।
বুড়া বয়স যুঝে পক্ষিরাজ অন্তরেতে ত্রাস
ডালে বসিয়া পক্ষিরাজ ঘন বহে শ্বাস।
বলে টুটা পক্ষিরাজে দেখিল রাবন
মায়া করিয়া রথখান করিল সাজন।
আরবার রাবন সীতাতোলে রথে
সীতা লইয়া রাবন চলিল অস্তেব্যস্তে।
আরবার পক্ষিরাজ সাহসে করে ভর
মহাযুদ্ধ করে পক্ষী হইল এক প্রহর।
রাবন বলে পক্ষিরাজ শুনহ কারন
পরনাগিয়া প্রান কেন দেহ অকারন।
এত দূরে পক্ষিরাজ প্রান কর রক্ষা
যাবৎ নাহিরু কাটি তোমার দুই পাখা।

দুই জনে ঘোর রবে হৈল গালাগালি
দুই জনে যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী।
অঙ্কুশ না মানে যেন মত্ত হাতী রনে
পক্ষির যুদ্ধেতে রাগা হইল রাবনে।
রাবনের মাতার মুকুট রত্ননির্ম্মান
ঠোটের ঘায়ে পক্ষী তাহা করে খান২।
ভাগ্যে পুন্যে রাবনের রহিল দশ মাতা
দশ মুণ্ড নেড়া হৈল রাবনের অবস্থা।
মাতার চুল ছিঁড়িয়া মাংস করে খণ্ড২
চুল ছিঁড়িয়া ফেলে রাবনের নেড়া হৈল মুণ্ড।
পক্ষির যুদ্ধে রাবনের হৈল অপমান
সীতা হরিয়া রাবন এড়িতে নারে বান।
আরবার সীতা এড়িল ভুমিতলে
বুকে চাপিয়া রাবন উঠে গগনমণ্ডলে।
ত্রিশ হাজার বান রাবন এড়িল সত্বর
সর্ব্বাঙ্গ ফুটিয়া পক্ষী হইল কাতর।
দুর্জ্জয় রাবন রাজা ত্রিভুবন জিনে
কি করিতে পারে তারে পক্ষির পরানে।

রামের মুখ চাহে পক্ষী রায় অনেক দুর
প্রান পনে যুঝে পক্ষী সাহসে করি ভর।
রাবন বলে পক্ষী গোটার বল নাহি টুটে
অর্দ্ধচন্দ্র বানে পক্ষির দুই পাখা কাটে।
ভুমিতে পড়িয়া পক্ষী করে ছটফট
ধাইয়া আইসেন সীতা পক্ষির নিকট।
আমালাগিয়া শশুর হারাইলা পরান
নিশ্চয় রাবনের হাতে আমার মরন।
আমার জন্ম হইল রাবনকারন
আর প্রভুর সনে মোর নাহি দরশন।
যাবৎ দেখা নাই পায়েন রাম লক্ষ্মন
তোমার মুখে বার্ত্তা পাবেন কমললোচন।
তবে শশুর তোমার হবেক মরন
সীতা বলেন যত বির্দ্ধ হয় অকারন।
কোন দোষে মোরে হরিয়া লয়ত রাবন
কোন দেশে লৈয়া যায় না জানি কারন।

সীতা বলেন এতেক কাতর বচন
ললাটে লিখিত মোর না যায় খণ্ডন।
প্রভুরে দেখহ যদি বনের ভিতর
বলিহ তোমার সীতা নিল পাপী লঙ্কেশ্বর।
সাগরের পার ঘর বৈসে লঙ্কাপুরী
অন্তরীক্ষে লৈয়া গেল তোমার সীতা সুন্দরী।
এইখানে সীতা বিস্তর করিল ক্রন্দন
তবে পক্ষিরাজের লইল জীবন।
জটায়ু বলেন সীতা তোমার ললাটলিখিত
যত যুদ্ধ করিলাম দেখিলে বিদিত।
আমার বচন শুন সীতা না কর ক্রন্দন
তোমার উদ্ধার করিবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দুই জনের কথা শুনি রাবন রাজা হাসে
রথ সাজিয়া রাবন তুলিল আকাশে।
রথখান লৈয়া যায় সীতা তুলিবারে
রথে না উঠেন সীতা গাছ চাপিয়া ধরে।
পাতা লতা ধরেন সীতা রহিবার মনে
এত বলিয়া রাবন চুল ধরিয়া টানে।

সীতা রথে তোলে রাবন ধরিয়া মাতার চুল
হাত পা আছাড়ে সীতা কান্দিয়া আকুল।
সীতার ক্রন্দনের বিলাপ লিখিতে না জানি
গরুড়ের মুখে যেন ছটফটায় সাপিনী।
সীতা যত গালি দেয় রাবন তাহা নাহি শুনে
রথে চড়ি রাবন রাজা উঠিল গগনে।
এক পাখির যুদ্ধে রাবন হৈল লণ্ডভণ্ড
রাম আসিয়া পাছে পাড়েন পাষণ্ড।
রামের ডরে রাবন পলায়ত ত্রাসে
অন্তরীক্ষে চড়িয়া যায়ত আকাশে।
হাত পা আছাড়ে সীতা ফেলে অভরণ
সীতার অভরণ পুষ্পে ছাইল গগন।
গলার অভরণ ফেলেন মাতা সীতা দেবী
সীতার পুষ্প অভরণে ছাইল পৃথিবী।
গলার ছিড়িয়া ফেলে সীতা মনি মুক্তার ধারা
হিমালয় পর্ব্বতে যেন বহে গঙ্গার ধারা।
রাম লক্ষ্মন বলিয়া কান্দেন কাতর সীতা
অন্তরীক্ষে হাহাকার করে সকল দেবতা।

সীতা বলেন কান্ত আইস রাম লক্ষ্মণ
অভাগিনী সীতার লাগালি না পাইলে এক জন।
ঋষ্যমুখ পর্ব্বত অতি উচ্চ শেখর
চারি পাত্র লৈয়া সুগ্রীব তাহার উপর।
নল নীল হনুমান পবননন্দন
জাম্বুবান সুগ্রীব বসিয়াছেন দুই জন।
পক্ষী যেন বসিয়াছে পর্ব্বতের মাঝে
ডাক দিয়া বলেন সীতা শুন মহারাজে।
রঘুনাথের স্ত্রী আমি সীতা নাম ধরি
গায়ের অভরন ফেলেন গলায় উত্তরী।
রামের সনে তোমার যদি হয় দরশন
প্রভুরে কহিও সীতা নিলেত রাবন।
হেনবেলা সুগ্রীবেরে বলে হনুমান
সীতা রাখিয়া রাবনের করি অপমান।
হনুমানের যুক্তি রাবন শুনিল আকাশে
সীতা লইয়া রাবন পলায় তরাসে।
সীতা লইয়া দক্ষিন দিগে চলিল রাবন
দৈবযোগে সুপার্শ্ব পথে দরশন।

সম্পাতির নন্দন সুপারশ্ব নাম তাহার
বিন্দু গিরি থাকি বাপের যোগায় আহার।
জটায়ুর ভাইপো সে সম্পাতির নন্দন
সে না জানে জটায়ুর মারিয়াছে রাবন।
জটায়ুর মরন সুপারশ্ব যদি জানে
সেইদিন রাবনে মারিত সেইক্ষনে।
হস্তী শূকর মহিষ ব্যাঘ্র যত পায় বনে
এক সহস্র বনজন্তু ঠোঁটে করিয়া আনে।
সাগরের জল জন্তু যখন ধরিতে মন করে
তিন ভাগ সাগরের জল আচ্ছাদন করে।
এক ভাগ সাগরের জলমাত্র দেখি
বিন্দু গিরি বাপেরে আহার যোগায় পাক্ষি।
জটায়ুর ভাইপো সে গরুড়ের নাতি
অন্তরীক্ষে ওড়িয়া আইসে অতিশীঘ্রগতি।
পাখসাট মারে পাখি ঝড় যেন বহে
ত্রাস পাইয়া রাবন সীতা তুলিয়া চাহে।
রাম২ বলিয়া সীতা করিছে ক্রন্দন
সীতার ক্রন্দন শুনেল পক্ষী ওপর গগন।

পাখসাট মারে পাখি তর্জ্জে গর্জ্জে ডাকে
দুই পক্ষ দিয়া রাবনের রথখান চাকে।
পক্ষির তরে ডাক দিয়া বলে দেবগন
রামের সীতা হরিয়া লয়ত রাবন।
দেবতার বাক্য শুনি পক্ষী ক্রোধে জ্বলে
রথসহিত গিলিতে দুই ঠোট মেলে।
রথসহিত গিলিব রাবন রাক্ষস
সীতার মরনে স্রীরবি গনে সুপারুস্থ।
দুই পাখা দিয়া রাখিয়াছে রাবনে এক প্রহর
চিন্তিয়া বলে রাবন পক্ষির গোচরে।
রাবন রাজা নাম আমার ত্রিভুবন জানি
তোমার সহিত বিরোধ নাহি আমারাখ কেনি।
রাম লক্ষ্মন আমর করিয়াছে অপমান
সহোদরা ভগ্নির মোর কাটে নাক কান।
খর দুষন ভাই মারে রাম আমার বৈরি
রাম জিনিয়া লইয়া যাই তাহার স্ত্রী।
ত্রিভুবন জিনিয়া আমি বিক্রমে দুর্জ্জয়
তোমার ঠাই পক্ষিরাজ মানিনু পরাজয়।

সুপারশ্ব জানে যদি জটাযুর মরণ
সেইক্ষণে রথসহিত গিলিত রাবণ।
এই সব কথাবার্ত্তা সীতা কিছুই না জানে
সমুদ্র দেখিয়া সীতা মূর্চ্ছিত পরানে।
পক্ষির হাত এড়াইয়া রাবনের ত্রাস
সাগর উত্তরিতে রাবন উঠিল আকাশ।
জ্ঞান হরিল সীতা দেখিয়া সাগরপাথার
কেমনে রঘুনাথ সাগর হবেন পার।
হেট মাতায় কান্দেন সীতা সুন্দরী
সাগর তরিয়া রাবন গেল লঙ্কাপুরী।
রথে হইতে সীতা ওলায় রাজা লঙ্কেশ্বর
কোথায় থুইব সীতা রাবন চিন্তিত অন্তর।
বৈরিভাব হইল মোর রাম লক্ষ্মনের সনে
তাবৎ নিদ্রা নাহি যাবৎ না মারি দুই জনে।
রাজার গোচরে বলে চৌদ্দ নিশাচর
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর।
কেমনে যুঝিব আমি রাম লক্ষ্মনের সনে
কি করিতে পারি যোদ্ধা বীর যত জনে।

রাজা বলে শুন বলি চৌদ্দ নিশাচর
সাগরের পারে থাক সতর্ক অন্তর।
রাম লক্ষ্মণের সনে যুঝিব কেমনে
কি করিতে পারিব মোরা চৌদ্দ জনে।
রাবনের কোপ দেখি পলায় তরাসে
লঙ্কা ছাড়িয়া বীর তারা গেল অন্য দেশে।
আহার পানি নিদ্রা আর নাহিক ভোজন
কোথা থুইব সীতা মনে চিন্তেন রাবন।
ত্রাসে কান্দেন মাতা সীতাও সুন্দরী
রাবন বলে মাতা তুলি দেখ লঙ্কাপুরী।
চন্দ্র সূর্য্য আমার দ্বারে আসিয়া খাটে
আমার আজ্ঞা বিনা কেহ না আইসে নিকটে।
চারি ভিতে সাগরের মধ্যে লঙ্কার গড়
— দানব কেহ না আইসে লঙ্কার নিয়ড়।
দেব দানবের কন্যা আছে মোর ঘরে।
দাসী করি তাহা সভা দিব তোমার তরে।
নানা রত্নে পূরিত দেখ আমার ভাণ্ডার
আজ্ঞা কর সীতা দেবী সকল তোমার।

আমি তোমার সেবক তুমি হও ঈশ্বরী
আজ্ঞা করহ সীতা লৈয়া যাই অন্তঃপুরী।
সীতার পায়ে পড়ে রাবন করেত ব্যগ্রতা
কোপ না করিহ মোরে চন্দ্রমুখী সীতা।
রাবনের বচনে সীতা কুপিল অন্তরে
ক্রোধ করিয়া সীতা বলেন ধিরে২।
শ্রীরাম প্রানধন প্রভু রাম দেবতা
রাম বিনা অন্য পুরুষ নাহি জানে সীতা।
নিরাস হইল রাবন সীতার বাক্য শুনি
কোপে বিষম চেড়িগুলা ডাক দিয়া আনি।
চেড়ি সব রক্ষক দিয়া থুইল অশোকবনে
সীতারে বেড়িল গিয়া যত চেড়িগনে।
শূর্পনখা আসি বলে নিষ্ঠুর বচন
গলায় নখ দিয়া বেটির বধিব জীবন।
তোর দেবর বেটা মোর কাটে নাক কান
সেই কোপে তোর আজি বধিব পরান।

মুখে ভর্ত্সন করে রাঁড়ী গ্রাম অন্তরে
রাবনের ডরে কেহ কিছু করিতে নারে।
সীতারে ধরিয়া লয় অশোককাননে
প্রানেতে কাতর সীতা কান্দে রাত্রি দিনে।
পাতকিনী তোমা তাকে পড়িয়া কুপের ভিতি
ইন্দ্রে আনিয়া ব্রহ্মা দিলেন আরতি।
লঙ্কার ভিতর সীতা থাকিবে দশ মাস
দশ মাস কেমনে সীতা করিবে ওপবাস।
সীতা মরিলে দেবতার সিদ্ধ নহে কায
এই পরমান্ন লৈয়া যাহ ইন্দ্র দেবরাজ।
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র গেলেন সীতার অগ্রে
সকল চেড়ি নিদ্রা যায় সীতামাত্র জাগে।
ইন্দ্র বলেন সীতা শোক না করিহ চিত্তে
আমি ইন্দ্র আসিয়াছি তোমা সম্ভাষিতে।
রাম লক্ষন গিয়াছেন মৃগ মারিবারে
রাবন আনিল তোমারে পাইয়া শূন্য ঘরে।
সাগর বাঁধিয়া রাম কটক করিবেন পার
রাবন মারিয়া তোমার করিবেন উদ্ধার।

আমার বচন শুন রাবণের হবেত মরণ
পরমান্ন লৈয়া আইলাম ব্রহ্মার সদন।
সীতা বলেন লঙ্কার ভিতর সব রাক্ষসময়
ইন্দ্র বলিয়া মোরে কর পরিচয়।
সীতার বচনে ইন্দ্র ভাবেন মনে,
সহস্র চক্ষু ইন্দ্র হইল ততক্ষণে।
ইন্দ্রকে দেখিল সীতা সহস্রলোচন
দেখিয়া সীতার প্রতীত হইল মন।
ইন্দ্রের হাতে দেখিল সীতা অমৃতের থাল
হাত পাতিয়া লৈলেন সীতা অমৃতের ফল।
আগে পরমান্ন দিলেন স্বামীরদের উদ্দেশে
পায়স ভক্ষণ সীতা করে অবশেষে।
পায়স ভক্ষণে সীতা পাইল পীরিত
মনে ভাবেন সীতা পাইল অব্যাহতি।
ইন্দ্র বলেন সীতা নহিও বিকল
প্রতি দিন আমি যোগাইব অমৃতফল।
সীতা আশ্বাসিয়া তবে গেল পুরন্দর
অশোকবনে রহেন সীতা লঙ্কার ভিতর।

সাগরের পার সীতা রহেন অশোকবনে
ধাইয়া ঘরে আইল রাম হাতে ধনুক বানে।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের বড় রহে অভিমান
অরন্যকে গাইল রামশোকের নিদান।
স্থানে প্রবীন সে ফুলিয়ায় নিবাস
রামচরিত্র গাইল দ্বিজ মনে অভিলাষ।

হাতে ধনুক বান রাম ধাইয়া আইসে ঘরে
পথে অমঙ্গল রাম দেখিল গোচরে।
বামে সর্প দেখিল রাম দক্ষিনে শৃগালী
মনে তোলাপাড়া করে রাম হৈয়া উতরোলী।
বিপরিত রা কাড়িলে নিশাচর
মোর উদ্দেশে আসিবে ভাই সীতা থুইয়া ঘর।
মারীচবচনে ভাই করিবে বিষাদ
শূন্য ঘরে সীতা লৈয়া পাছে পড়ে প্রমাদ।
দুঃখের উপরে দুঃখ সকল দৈবদশা
এত দূরে আনে মোরে মারীচ রাক্ষসা।

যোড়হাতে বলেন রাম শুন সকল দেবতা
আজিকার দিন মোর রক্ষা কর সীতা।
যেই চিন্তেন রাম সেই দৈবলিখন
ঘরে আসিতে রাম পথে দেখেন লক্ষ্মণ।
প্রমাদ পাড়িল ভাই রাক্ষস পাতকী
তখনি জানিনু ভাই হারাইনু জানকী।
সীতা সমর্পিনু ভাই তোমার তরে
কাহার ঠাঁই এড়িলে সীতা কে আছে ঘরে।
আমার বচন ভাই কেন করিলে আন
শূন্য ঘরে মোর প্রাণ কারে দিলে দান।
কি হইল লক্ষ্মণ ভাই কি হইল মোরে
একেশ্বর সীতা কেন থুইলে শূন্য ঘরে।
তোমার ঠাঁই সীতা থুইয়া আমি আসি বন
প্রাণের সীতা মোর কোথা থুইলে লক্ষ্মণ।
রূপে আলো করে মোর সীতাত জানকী
এমন সীতা নিল মোর কেমন পাতকী।

শুনরে প্রানের ভাই তোর তরে বলি
শূন্য ঘরে প্রানের সীতা কারে দিলে ডালি
অরন্যমাঝে ভ্রমিয়া বেড়াই তিন জন
সীতা ঘরে নাহি আমি জানিনু লক্ষন।
সীতা থাকিলে ভাই সদাই থাকি সুখী
কোন রূপে কে নিল মোর সীতা চন্দ্রমুখী।
রাম বলেন ভাই ঘরে চলহ সত্বর
নিশ্চয় জানিনু আমি সীতার অবান্তর।
ভাই২ বলিয়া ধাইয়া আসি নিজ বাস
কান্দিতে২ রাম লক্ষন হইল হতাশ।
রাম বলেন প্রমাদ পাড়িলে ভাইরে লক্ষন
কেন ঘর ছাড়িয়া ভাই তুমি গেলে বন।
আমার অধিক ভাই তোমার বুদ্ধি বল
এমত বুদ্ধি তোমার গেল রসাতল।
মায়ামৃগ ছলে আমা নিলেত কাননে
হের দেখ রাক্ষস পড়িয়াছে মোর বানে।
মাতার মুকুট দেখ লোহার মুদ্গল হাতে
লক্ষনেরে মারীচ দেখায়েন পথে।

এত বলি দুই ভাই চলিল ত্বরিত
সীতা২ বলিয়া রাম হইল মূর্চ্ছিত।
রাম লক্ষ্মন ত্রাসে আসেন ঘরের সমুখে
সীতা২ বলিয়া রাম ঘন২ ডাকে।
অন্ধকার ঘর দেখেন না দেখেন জানকী
কোন পাপী নিল মোর সীতা চন্দ্রমুখী।
রাম বলেন ভাই তোমারে বলি সার
সীতা না দেখিলে প্রান না রাখিব আর।
তখনি বলিনু ভাই সীতা নাই ঘরে
শূন্য ঘর পাইয়া সীতা নিল কোন চোরে।
ঘরে নাহি সীতা চাই সকল কাননে
রাম বলেন সীতা মোরে দেহ দরশনে।
পাতি২ করিয়া চাহেন দুই বীর
উলটিপালটি চাহেন রাম গোদাবরির তীর।
রাম বলেন সীতা বনে নাহি ভাইরে লক্ষ্মন
তোমার দোষ নাহি মোর দৈবঘটন।
চাহিয়া বেড়ান রাম গোদাবরির তীরে
সীতা২ বলিয়া রাম ডাকেন উচ্চৈঃস্বরে।

তপোবনে আছে যত মুনি পত্নীগন
রামের ডাক শুনিয়া তারা আইল ততক্ষন।
কান্দিয়া বিকল রাম মুদিল দুই আঁখি
রামের ক্রন্দনে কান্দে যত বনের পাখি।
কান্দিতেং রামের মুদিল দুই আঁখি
কোন বনে রহিয়াছ সীতা চন্দ্রমুখী।
সীতাং বলিয়া রাম পড়ে ভূমিতলে
ভাইং বলিয়া লক্ষ্মণ রাম কৈল কোলে।
দুই হাত তুলিয়া রাম সীতা বলি ডাকি
দেখা দিয়া রাখ প্রান সীতা চন্দ্রমুখী।
ত্রিভুবনে জানে তুমি সোহাগে আগল
লুকাইয়া গদ্য কর হইনু পাগল।
আমারে লুকাইয়া কিবা আছ মুনির ঘরে
ঘরের ভিতর দেখি গিয়া সীতা কি কর্ম্ম করে।
আরবার সেইঘরে রাম করিল প্রবেশ
সীতা নাহি ঘরে ভাই গেলেন কোন দেশ।
সীতাং বলিয়া রাম ঘনং ডাকি
রাম বলেন ভাই ভাল মতে চল ঘর দেখি।

ভাই২ বলিয়া লক্ষ্মনের তরে ডাকে
রাঘহেন বাৰ্ম্মিকের অনেক বিপাকে।
অনেক ক্ষণে চৈতন্য হৈল শ্রীরাম শরি
ভাল মতে দেখ ভাই সীতা আছে ঘরে।
রাম বলেন দেখি কুড়িয়ার বাহিরে
লুকাইয়া সীতা আমারে ওপহাস করে।
সৰ্ব্বজ্ঞ কোথা আছে কহত আমারে।
সিংহ ব্যাঘ্র কিবা খাইল সীতার তরে।
বনজন্তু পাইয়া সীতা করিল সংহার
ইহলোকে সীতার সনে দেখা নাহি আর॥
ধাইয়া ধায়েন রাম গোদাবরির কুলে
কাঁদি২ যান রাম আওদড় চুলে।
ব্যাকুল হইয়া রাম চাহেন বনলতা
পাতি২ করিলেন না দেখেন সীতা।
রাম বলেন গোদাবরীতে পদ্ম দেখি
পদ্ম আনিতে গিয়াছেন সীতাও জানকী।
পদ্ম আনিতে সীতা গিয়াছেন কৌতুকে
সীতা চাহিতে দুই ভাই পদ্মবনে ঢোকে।

শোক উপবাসে রাম হইল পাগল
জাওদড় চুলে বেড়ান হইয়া বিকল।
রাম বলেন ভাই দুঃখ পাই অকারন
সীতা লৈয়া অন্তরীক্ষে গেল কোন জন।
নানা স্থান চাহেন রাম বানের ভিতর
আরবার সীতা চাহিতে আইসেন সেইঘর।
রাম বলেন পঞ্চবটী পুণ্যস্থান তুমি
গোদাবরির নিকট তেঁই রহিলাম আমি।
তাহার উচিত ফল দেহত আমারে
শূন্য দেখি নিকেতন সীতা নিল কোন চোরে।
রাম বলেন মৃগ পক্ষী শুন বৃক্ষ লতা
কে হরিয়া নিল মোর চন্দ্রমুখী সীতা।
কাঁদিতে২ রাম চাহেন বনেবন
সীতার পুষ্পমালা দেখেন গায়ের অভরন।
রথখানার পড়িয়াছে মনি মানিকের চাকা
কনকরচিত পড়িয়াছে ধ্বজা পতাকা।
রথের চূড়া পড়িয়াছে রথের জাঠি
মনি মানিক পড়িয়াছে সোনার কাঁঠি।

রাম বলেন হের দেখ ভাইরে লক্ষ্মণ
এই প্রমাদ পাড়িয়াছে কে শুনহ কারণ।
সম্মুখে পর্ব্বত বড় ওহেস্তর দেখি
পর্ব্বতে লুকাইয়া রাখে সীতা চন্দ্রমুখী।
যমদণ্ড সম আমি ধরি ধনুক বাণ
পর্ব্বত কাটিয়া আজি করিব খান২।
মহাযুদ্ধ হইয়াছিল বুঝি অনুমানে
তাহার কারণ তুমি দেখ বিদ্যমানে।
লক্ষ্মণ বলেন এই বড় প্রমাদ দেখি
এই পর্ব্বতে নাহি সীতাত জানকী।
পর্ব্বত কাটিতে ভাই চাহ অকারণ
সীতা লৈয়া অন্তরীক্ষে গেল কোন জন।
দ্বারে থাকিলে আমি জানিতাম সবান্তর
কোন বেটা আসিতে পারে আমার গোচর।
রামের তরে এত যদি বলিলেন লক্ষ্মণ
শোকে আকুল রাম না মানে প্রবোধবচন।
ধনুকে গুণ দিয়া রাম সর্পহেন গর্জ্জে
ত্রিভুবন পোড়াইব রাখিয়াছি কোন কার্য্যে।

ত্রিভুবন পোড়াইতে রাম পূরিল সন্ধান
দক্ষযজ্ঞ বিনাশে যেন শিব অধিষ্ঠান।
পায়ে পড়িয়া লক্ষ্মণ বীর করে স্তুতি
মোর যুক্তি অবধান কর ঠাকুর রঘুপতি।
ব্রহ্মা সৃজিলেন সৃষ্টি বড়ই কৌতুকে
এমন সৃষ্টি নষ্ট কর মরিবে সর্ব্ব লোকে।
সবংশে মরিবে যে হবা অপরাধি
একের অপরাধেতে অন্য নাহি বধি।
তোমার বাণাগ্নিতে কার নাহিক নিস্তার
অকারণে কেন গোসাঞি পোড়াবে সংসার।
কোনখানে আছেন সীতা করহ বিচার
দুই ভাই চাহিয়া বেড়ান পর্ব্বত ওপর।
মুনির তপোবন চাহিব পর্ব্বত শেখর
নদ নদী দেখিব আর দির্ঘী সরোবর।
তবে যদি সীতার না পাই দরশন
পশ্চাৎ করিব চেষ্টা যেবা লয় মন।
অস্ত্র সম্বরিয়া রাম থুইলেন তূণে
সীতার উদ্দেশে চলিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণে।

ক্ষনেক ওঠেন রাম ক্ষনেক বৈসে
রাম বলেন ভাই যাই কোন দেশে।
কোথা গেলে সীতার পাইব উদ্দেশ
রামের ক্রন্দনে লক্ষ্মন পায় বড় ক্লেশ।
এক শরীর রাম লক্ষ্মন কিছু নহে ভিন্ন
সেই পর্ব্বতে পাইল সীতার কিছু চিহ্ন।
চলিতেং যান রাম করয়ে ক্রন্দন
অশেষ প্রকারে প্রবোধি করেন লক্ষ্মন।
ক্রন্দন সংবরণ ভাই না করহ চিন্তা
বন টান চাহিলেত অবশ্য পাব সীতা।
লক্ষ্মনের প্রবোধে রাম বন ওকটে
রক্তে রাঙ্গা পক্ষিরাজ দেখেন নিকটে।
পক্ষী মারিতে বান রাম পুরিল সন্ধান
আমার সীতা খাইয়াছ বধিব পরান।
গৃধিনীরূপে মানুষ খাও বেড়াহ নিশাচর
মারিলাম বান আমি দেখিয়া সত্বর।

সন্ধান পূরিয়া যান রাম পাখি মারিবারে
মুখে রক্ত উঠে পক্ষী বলে ফিরে ২ ।
সীতা চাহিতে বনে করিলা প্রবেশ
এই দেশে না পাইবা সীতার উদ্দেশ ।
তোমার সীতা আমার লইলেন পরান
লঙ্কায় সীতা লইয়া গেলেন রাবণ ।
তোমরা দুই ভাই নাহি ছিলে ঘরে
শূন্য ঘরে সীতা পাইয়া নিল লঙ্কেশ্বরে ।
বুড়াকালে যুদ্ধ করিতে নারি ত্রাস অন্তরে
তবু রাবণে রাখিয়াছিনু এক পহরে ।
দুই পাখা কাটিলে মোর পাপিষ্ঠ রাবণ
মুখে রক্ত উঠে আমার হইয়ে অচেতন ।
সীতা লৈয়া গেল রাবণ আমি বাসি মরা
আমারে মারিতে চাও মরার উপর খাঁড়া ।
তোমার বাপের মিত্র তোমালাগিয়া মরি
তুমি মারিলে আমি কি করিতে পারি ।
প্রাণ রাখিয়াছি তোমার করিব দরশন
সম্মুখে রহ রাম দেখি কমললোচন ।

হাতের ধনুক ফেলেন রাম আপনা নিন্দে
পক্ষিরাজে কোলে করি দুই ভাই কান্দে।
জটায়ু আর বলে যত কথা লিখিতে না জানি
ধারার শ্রাবণ যেন রামের চক্ষে পড়ে পানি।
শ্রীরাম বলেন পক্ষী তুমি আমার বাপ
কহিয়া সীতার বার্তা দূর কর মনস্তাপ।
রাবণের সনে মোর কভু নহে হিংসা
কোন দেশে স্ত্রী মোর নিলেত রাক্ষসা।
কোন বংশে জন্ম তার বৈশে কোন দেশে
কোন দেশে সীতা লৈয়া গেলত রাক্ষসে।
অনেক শক্তিতে পাখি তুলিলেন মাথা
রামের অগ্রে কহেন সীতা দেবীর কথা।
চৌদ্দ হাজার মারিলে রাক্ষস খর দূষণ
সূর্পনখার নাক কান কাটিল লক্ষ্মণ।
এই কোপে রাবন নিলেক তোমার স্ত্রী
সীতা লৈয়া গেল সাগরপার লঙ্কাপুরী।
বিশ্বশ্রবার পুত্র রাবন রাক্ষসের রাজা
ব্রহ্মার বরে হয় রাবন মহাতেজা।

কোন চিন্তা না করিহ রাম সকল ক্রন্দন
সীতার উদ্ধার করিবে তুমি মারিয়া রাবন
তোমার পাদোদক রাম দেহ মোর মুখে
সকল কলুষ নাশি যাই পরলোকে।
এত বলি পক্ষির মুখে রক্ত ভাগে
সীতার বার্ত্তা পক্ষী কহিল রামের আগে।
মরণকালে বন্দে পক্ষী রাম লক্ষ্মণ
দিব্য রথে চাপিয়া স্বর্গে করিল গমন।
জটায়ুর মরণ শুনিলে হয় ধর্ম্মজ্ঞান
কীর্ত্তিবাস গাইল ইহা শুনিয়া পুরান।

রাম বলেন পক্ষী মোর বাপের সমান
সীতার কারনে পক্ষী হারাইল প্রান।
বনজন্তুতে খাইলে অধর্ম্ম অপযশ
অগ্নিকার্য্য করিয়া রাখহ পৌরুষ।
সেইক্ষনেতে লক্ষ্মন অগ্নিকুণ্ড কাটি
কুণ্ড জ্বালেন বীর করিয়া পরিপাটি।

চিতার ওপর তোলেন জটায়ু পক্ষিরাজ
রাম লক্ষ্মণ করেন জটায়ুর অগ্নিকার্য।
সংস্কারমন্ত্র পড়েন শ্রীরাম লক্ষ্মন
গোদাবরির জলে পক্ষির করিল তর্পণ।
রামদরশনে পক্ষী গেল স্বর্গবাস
অরন্যকে গাইল অনুষ্ঠান রাবনবিনাশ।

রহিবার স্থান নাহি হৈল সন্ধ্যাবেলা
নেওটিয়া দুই ভাই সেইঘরে গেলা।
রাম বলেন শুন বলি ভাইরে লক্ষ্মন
শূন্য ঘর দেখি সীতা নিলত রাবন।
রাম বলেন বলি শুন ভাইরে লক্ষ্মন
গোদাবরির জলে আমি ছাড়িব জীবন।
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন
সীতাং বলিয়া রাম হৈল অচেতন।

ভাই২ বলিয়া লক্ষ্মণ রাম কৈল কোলে
মুকুতা গাঁথিল রামের বহে চক্ষুজলে।
রাত্রি নিদ্রা নাহি রামের ঘন বহে শ্বাস
সেইঘরে রাম করিলেন তিন ওপবাস।
শ্রীরামের ক্রন্দন লিখিতে না জানি
সর্ব্বক্ষন কান্দেন রাম দিবস রজনী।
রজনী প্রভাত হইল প্রত্যুষ বিহনে
সীতার ওদ্দেশে চলিলেন রাম দক্ষিনে।
ঘর ছাড়িয়া রাম গেল পথ ক্রোশ দুই
কুশর বনেতে প্রবেশিল দুই ভাই।
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ চরে পালেপালে
অবসানে দুই ভাই বৈসে গাছের তলে।
বুদ্ধি বিক্রমে বড়ই চতুর লক্ষ্মন
রামের তরে বলেন কিছু প্রবোধবচন।
বাম হস্ত স্পন্দে মোর বামলোচন
বামভিতে খঞ্জন পাখি করিছে গমন।
বিষম কুশর বন দেখি মনে করি ভয়
নানা অমঙ্গল দেখি জীবন সংশয়।

এতেক ভাবিয়া দুই ভাই চলিতে অনুবন্ধ
পথ আগুলিয়া রাখে রাক্ষস কবন্ধ।
শরীরভিতর নাক কান শরীরভিতর চক্ষু
বিকৃতি আকার রাক্ষস হাত দুই লক্ষ।
পেটের ভিতর নাক কান পেটের ভিতর মাতা
শত যোজন প্রমান হাত অপূর্ব্ব তার কথা।
রাম লক্ষ্মন দেখি রাক্ষস করেত গর্জ্জন
দুই হাত প্রসারিয়া রাখে দুই জন।
কবন্ধ বলে তোরা মোর হইলি আহার
মোর হাতে পড়িলে আজি নাহিক নিস্তার।
বিষম বনে তোরা বেড়াহ কি কারন
পরিচয় দেহ তোরা হও কোন জন।
রাম বলেন লক্ষ্মন ভাই হইল সংশয়
প্রান রক্ষা কর ভাই দিয়া পরিচয়।
লক্ষ্মন বলেন ভাই বুদ্ধে কেন ঘাটি
রাক্ষসার দুই হাত দুই ভাই কাটি।
কবন্ধের ডাহিন হাত কাটেন শ্রীরাম
আর চোটে কাটেন লক্ষ্মন হস্ত বাম।

দুই ভাই কবন্ধের দুই হাত কাটি
পড়িল কবন্ধ বীর করে ছটফটি।
ডাক দিয়া রামের তরে করে সম্ভাষণ
কোন দেশে বৈস তুমি হও কোন জন।
লক্ষ্মণ বলেন রাম রঘুবংশের রাজা
দশরথের পুত্র রাম সভে করে পূজা।
শ্রীরামের ভাই আমি নাম লক্ষ্মণ
বাপের সত্য পালিতে বেড়াই বনেবন।
তুমি কেন রাক্ষস বিকৃতি আকৃতি
বনের ভিতরে থাক তুমি হও কোন জাতি।
এতেক যদি লক্ষ্মণ করে সম্ভাষণ
পূর্ব্বকথা রাক্ষসার হইল স্মরণ।
কুবের নামে দানব আমি পরম সুন্দর
রূপে জিনিয়া যেন চন্দ্র দিবাকর।
সকল দেবতায় উপহাস করি আপন রূপে
ক্রোধে মুনিবর মোরে শাপ দিল কোপে।
রূপের তেজে দেবতার করিনু উপহাস
বিকৃতি রূপ হউক সব রূপ যাউক নাশ।

আপনি জন্মিবেন রাম বিষ্ণু অবতার
রামের বানে পড়িলে তোর হবেক নিস্তার।
এতেক শুনিয়া ইন্দ্র দেব সুরপতি
কোপে ইন্দ্র আমারে মারিল বজ্রাঘাতি।
বজ্রাঘাতে রহয়ে মাতা পেটের ভিতর ঢুকে
পেটের ভিতর হৈল চরন মস্তকে।
চলিতে শক্তি নাহি কেমনে মিলিবে ভক্ষ্য
দয়া করি দুই হস্ত দীর্ঘ হয় দুই লক্ষ।
দুই হস্ত হৈল মোর যেন দুই পর্ব্বত
দুই হস্তে যোড়ে আমার পঞ্চ দিনের পথ।
দুই পহরের পথে যত পাই বনচর
দুই হাতে সাপটিয়া ভরিত উদর।
কুৎসিত আকার মোর কুৎসিত ভোজন
তোমাদরশনে মুক্ত পাপ বিমোচন।
তোমার কিছু হিত করি যাই ইন্দ্রবাস
কেন গোসাঞি বনে বেড়াও কোন অভিলাষ।
রাম বলেন সীতা চাহিয়া বেড়াই দুই জন
যুক্তি বল কেমনে পাইব দরশন।

কবন্ধ বলে রঘুপতি কহি উপদেশ
যাহা হৈতে পাবে তুমি সীতার উদ্দেশ।
যাবৎ রাম আমার শরীর না হয় সংহার
তাবৎ কিছু নাই দেখি সব অন্ধকার।
রাক্ষসশরীর পোড়া গেলে পাই অব্যাহতি
তবে বলিতে পারি রাম ইহার যুকতি।
সেইক্ষণে লক্ষ্মণ বীর অগ্নিকুণ্ড কাটি
কবন্ধ পোড়াইতে রাম করে পরিপাটি।
শরীর পুড়িয়া তার হইল অঙ্গার
অগ্নি হৈতে উঠে পুরুষ অদ্ভুত আকার।
অন্তরীক্ষে উঠিয়া পুরুষ করে রাম সম্ভাষণ
দেবশরীর হৈয়া পুরুষ উঠিল গগন।
পুরুষ বলেন শুন রাম লক্ষ্মণ
সাবধান হৈয়া শুন আমার বচন।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যাহ সুগ্রীব উদ্দেশে
মেলানি দেহ রাম লক্ষ্মণ যাই স্বর্গবাসে।
রামদরশনে কবন্ধ গেল স্বর্গবাসে
কুশর বলে রাম করিল তিন উপবাস।

রাত্রি প্রভাত হইল অতি বেহান বেলা
রাম লক্ষ্মন পম্পা নদীর কুল গেলা।
যোড় জাতি মৃগ পক্ষী করিছে আগমন
তাহা দেখিয়া রাম শোকে অচেতন।
রাম বলেন শুন বলি ভাইরে লক্ষ্মণ
প্রাণ ছাড়িব আমি সীতার কারণ।
যোড়েং কেলি করে যত মৃগ পাখি
কে হরিয়া নিল মোর সীতা চন্দ্রমুখী।
পম্পা নদীর জলে রাম করেন স্নান তর্পন
পম্পা নদীর জল রাম করেন ভক্ষন।
শোকে উপবাসে রাম তৃষায় বিকল
তিন গণ্ডুষ খাইলেন রাম সেই নদীর জল।
স্নান করিয়া রাম উঠিলেন কুলে
সুগ্রীব উদ্দেশে তবে রাম লক্ষ্মণ চলে।
প্রবেশ করিল মতঙ্গের তপোবন
রাম দেখি মুনিকন্যা হরিষ বদন।
পাদ্য অর্ঘ্য লৈয়া কন্যা আইল সম্মুখে
অতিথিব্যবহারে পূজা করিল শ্রীরামে।

মতঙ্গ মুনির সেবা করিনু অনেক কাল
আমা এড়ি স্বর্গ গেলেন বড় ঠাকুরাল।
রামের সনে যবে তোমার হবে দরশন
সেইক্ষনে হবে তোমার পাপ বিমোচন।
রামের সম্মুখে কন্যা অগ্নিকুণ্ড কাটে
অগ্নি আনিয়া কন্যা জ্বালিল নানা কাঠে।
অগ্নি প্রবেশ করে কন্যা বন্দি রাম লক্ষ্মণ
কন্যার সাহসে রামের চমৎকিত মন।
অগ্নি প্রবেশে কন্যা রামের চমৎকার
অগ্নিতে পুড়িয়া কন্যা হইল অঙ্গার।
এ সব দেখিয়া রাম লক্ষ্মণের ত্রাস
রাম দেখিয়া কন্যা গেল স্বর্গবাস।
সেই তপোবনে কৈল ফল মূল ভক্ষন
শোক দুঃখ দুচিবে রামের দেখি দেবগন।
শ্রীরামচরিত্র কথা অমৃতের ভাণ্ড
এত দূর সমাপ্ত হইল অরন্য কাণ্ড।